PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

24th December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 24th, December, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kr. Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty-four Members.

Mr. Speaker :—First item is questions. I would take up the starred questions and call on Shri Sudhanwa Deb Barma to give the number of his question.

Shri Sudhanwa Deb Barma—278

Shri M. L. Bhowmik :—Question No. 278.

QUESTION :	ANSWER :
1. How many students were sent by the Government up-to-date for training for diploma in rural services course.	18
2. How many of them have come out successful.	11
3. Whether they have been appointed in the Posts for which they were trained.	Yes

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডিপ্লোমা কোর্সে, রুরেল সার্ভিস কোর্সে ট্রেনিং দিয়ে আনার র তাদের কাউকে লাইব্রেরিয়ানশিপে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— ডিপ্লোমা কোর্সে ট্রেনিং—অর্থাৎ লাইব্রেরী সার্ভিস, সার্ভিস অব মুখ্য সেবিকা ইত্যাদি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেখানে যখন পাঠান তখন কি কি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনস প্রয়োজন বলে তাঁরা বিবেচনা করেছেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—যে সব মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন থাকা প্রয়োজন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সেটা কি কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই কেডার সিলেকশানের সময় কি কি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন-এর ভিত্তিতে তাঁরা সিলেক্ট করেছেন সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এডুকেশান্যাল মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন এই সমস্ত জায়গায় যা থাকা দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কি কি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীএম, এল, সিং :—থার্ড ডিভিশন হল মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। মেট্রিকুলেট থার্ড ডিভিশানও নেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যারা সিলেক্টেড হয়েছে তার মধ্যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস কয়জন আছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে লাইব্রেরী কোর্স ট্রেনিং না দিয়ে লাইব্রেরিয়ান হিসাবে কাউকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ? আগরতলা বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীতে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—না।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম :—কানাই চক্রবর্ত্তী নামে কোন ছেলেকে কি লাইব্রেরীয়ানশিপে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক : তা আমার জানা নেই।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম :—তাকে কি রুরেল সার্ভিস কোর্স ট্রেনিং দিয়ে আনা হয় নি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Is there any other supplementary on this question ? Then I would call on the second member Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—306

Shri M. L. Bhowmik :—Question No. 306 asked by Shri Atiqul Islam, M. L A.

QUESTIONS :	ANSWER :
1. Whether it is a fact that at the end of 1963-64 an advertisement was issued to inviting interested persons to apply for taking Sadar Baniati Mahal cn out right sale system ;	No.
2. Whether the said Baniati Mahal was given on monopoly cum-royalty system though advertised for giving on out-right sale system ;	Does not arise in view of reply to item (I) above.

3.	Whether there is a judgement of the J.C.'s Court, Tripura that Baniati Mahal cannot be given on monopoly-cum-royalty system ;	No.
4.	If so, whether the responsibility has been fixed on the officer or officers concerned for not observing the judgement of the court ;	The question does not arise.
5.	If not. what are the reasons ?	-Do-

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বানিয়াতী মহাল সম্পর্কে, ইজারা দেওয়া সম্পর্কে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—কোন সময়ে ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এই ৬৩-৬৪ এর মাঝে পার্ট বানিয়াতি মহাল ইজারা দেওয়া সম্পর্কে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় সদস্য ভুল করছেন, সেটা তার আগের বৎসরে দেওয়া হয়েছিল ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জুডিশিয়াল কমিশনারের কোর্টে ৬৩-৬৪তে ক্রিমিন্যাল রিভিশান কেস নং ৫ অব ৬২তে জাজমেন্টে এই কথা বলা হয়েছে কিনা যে ইনডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী বানিয়াতী মহাল মনোপলি কাম রয়ালটি সিষ্টেমে দেওয়া যায় না ?

Shri M. L. Bhowmik :—In 1962 a judgement was delivered by Judicial Commissioner on a writ petition in regard to Umbrella handle Mahal and not Baniati Mahal.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেই জাজমেন্টে কি একথা বলা হয় নি যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী কোন মহালেই মনোপলি সিষ্টেমে দেওয়া যায় না ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মনোপলি-কাম-রয়ালটি সিষ্টেমে বানিয়াতী মহাল দেওয়ার ফলেতে জে, সি,'স্ কোর্টে কোন মোকদ্দমা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—হ্যাঁ, হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রয়ালটি-কাম-মনোপলি বেসিসে বানিয়াতী মহাল লীজ দেওয়া হয়েছে কিনা ত্রিপুরায় ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক : আগে ছিল এখন দেওয়া হয় নি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—যে বিজ্ঞাপনের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন সেটা কি আমাদের হাউসে উপস্থিত করতে পারা যাবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

Mr. Speaker ;—Then I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki : Question No. 294.

Shri M. L. Bhowmik :—Question No. 294 materials under collection.

Mr. Speaker :—Yes, next Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma : 305

Shri M. L Bhowmik :—

*** Starred Question No. 305 by Shri Dinesh Deb Barma, M. L. A.**

	Question	Reply
1	Whether any objection was raised by the Accountant General, Assam in their local audit in connection with the construction of roads and bridges under Southern Forest Division, Tripura for the year 1959-60 and on wards.	Yes.
2.	If so, what are these objections ?	As indicated in Annexure 'A'

Annexure 'A'

REPORTS OF INSPECTION OF ACCOUNTS OF THE SUB-DIVISIONAL FOREST OFFICER, SOUTH, UDAIPUR FOR THE PERIOD FROM DEC. '1959 TO JULY, 1961.

STARTING A WORK DEPARTMENTALLY EVEN BEFORE RECEIPT OF ORDERS OF THE COMPETENT AUTHORITY AND UNAUTHORISED DEVIATION FROM THE SANCTIONED ESTIMATE.

A). The Tripura Administration in their Forest Department letter dated 24-10-1960 conveyed the sanction of the Chief Commissioner to expenditure not exceeding Rs. 14000/- on the construction of Paratia-Hachupara Road (16' wide) 5 miles 2 furlongs 5 chains—including the construction of 6 culverts and semi permenant timber bridges. While forwarding the above proposal, the Divisional Forest Officer, Tripura in his letter No. 1438-42/4-3(b) dated 13-10-1960 explained to the Administration that detailed estimate for the work had been checked and approved by the Executive Engineer, Southern Division, Udaipur for a bigger amount than Rs 14000/- i. e. Rs 20,159/- vide details in annexture I. The details of the amount of Rs. 14000/- actually sanctioned were not, however, available neither in the sanction nor in the estimate.

Tenders for the above work were invited by the Range Officer, Udaipur vide his No. 6272-80/UR/60 dated 24-10-1960. It appears from the S. D. F O.'s letter No. 17820/6-13 (2) dated 24-11-1960 addressed to the D. F. O., Tripura that only one tender at works and buildings departments scheduled of rate was received (this tender could not be produced to audit as it was sent to the D. F. O.

along with the letter quoted above) It was explained by the S D. F. O in his letter dated 24-11-1960 that the Forest Department rate was about 50% less than the rate of the works and buildings department and accordingly he enquired whether the work should not be taken up departmentally. The D. F. O., Tripura, in his letter no. 15198-99/2-12 dated 26-11-1960 ordered that in the circumstances explained by the S. D. F. O the work should be taken up departmentally. It was, however noticed that the work had already been taken up departmentally on 20-11-1960 i. e. even before receipt of the D. F, O's order quoted above (vide Udaipur Range Voucher No 30 dated 14-12-1960 under which wages amounting to Rs 456/- in respect of the period from 20-11-1960 to 26-11-1960 were paid for jungle cutting over the proposed road surface and removal of tree etc). The Range Officer Udaipur in the completion report forwarded under his letter No. 2657/UR/61 dated 10-5-61. Certifi d that the work had been completed according to the specifications. A general examination of muster rolls, however, reveals that actually seventeen bridges and culverts (10 nos of 10' feet span, 3 nos of 18' feet span, 1 no. of 12 feet, span, 1 no of 30' feet span, 1 no. of 35' feet span and 1 no. of 45' feet span) had been constructed as against 6 culverts and semi permanent bridges sanctioned in the Administration's letter dated 24-10-1960 without incurring any extra expenditure as about 50% of the earth work provided for in the estimate had actually been done Despite this, it was reported by the Range Officer, that the work had been completed according to the specification within the sanctioned amount of Rs. 14000/ No authority in support of the deviation made in regard to the construction of bridges and culverts and saving in earth work could be shown to audit. Besides, it is not clear as to how the Forest Department could execute the work departmentally at rates 50% lower than those allowed by the works and buildings department and also how the Forest Department could again construct eleven bridges and culverts in excess of the number actually sanctioned without incurring any extra expenditure on the construction of the road as a whole. It is not also apparent as to how it could be certified that the work had been completed according to the specificati ns especially when major deviations from the sanctioned estimate were made bridges and culverts, without obtaining necessary revised sanction of the competent authority. The Range Officer, Udaipur in his letter No. 3352/UR/61 dated 18-6-1961 reported that most of the roads (old and new) which were filled in with earth and also the bridge approaches had been seriously affected due to unusual heavy rains during June, 1961. A detailed report regarding the extent of damage of each road is however, still awaited (August, 1961) and as such it could not be seen in audit howfar the newly constructed road in question had been damaged.

In view of the position stated in the foregoing sub-paragraphs the administration may please consider the desirability of getting the work inspected by an

offieer of the works and buildings department with a view to seeing whether the work bad actually been done according to the specification and also to ascertaining the extent of damages, if any, as reported by the Range Officer, Udaipur.

In this connection, the following further observations are made :-

(a) The circumstances in which the work was taken departmentally even before receipt of the D. F. O.'s order dated 26-11-1960, may please be elucidated.

(b) It appears from voucher No.30 dt. 14.12. 1960 of Udaipur Range that 129 nos. of trees had been uprooted and removed from the road side in connection with the said work. It has been stated that steps are being taken to dispose of the trees in auction. The credit for the disposal of these trees could not be pointed out to audit in due course.

(c) A detailed report regarding the extent of damages to each of the the road referred to in the Range officer's letter dated 18 6 1961 may please be furnished to audit

(B) UNAUTHORISED EXECUTION OF A WORK DEPARTMENTALLY AND DEVIATION FROM THE SANCTIONED ESTIMATE.

The Tripura Administration in their Forest Department letter No. F. 1(1)/For /60 dated 24 2. 1961 accorded sanction of the Chief Commissioner to expenditure of Rs. 4?83·55 on the construction of a jeep feeder road from Marwarkilla to Udaipur Kakraban Road via Tchachera and the construction of a bridge (semi permanent bridge). In their letter of of even no. of 18. 3 1961, the administration accorded revised sanction as detailed below :—

1.	Construction of jeep feeder road 16′ wide	Rs. 2657·23
2.	Construction of a semi permanent timber bridge 12′ feet wide 100′ feet span	Rs 3032.00
		Rs. 5689.23

On receipt of the original sanction dated 24-2-1961, the S. D. O. in his letter number 3261-62/6-13 (2) dated 1-3-1961 asked the Range Officer, Udaipur to invite tender for the work giving short notice and take up the work departmentally in case no tender was received. There is nothing on record to show that tenders were actually called for and dedartmentally construction of the road and the bridge was authorised by the D. F. O., Tripura and the Administration. On the contrary it was noticed that the work had already been taken up by the Range Officer, Udaipur departmentally on 26-2-1960 i. e. even before receipt of the S. D. F. O.'s letter dated 1-3-1961 referred to above (vide voucher number 31 dated 7-3-1961 of Udaipur Range for Rs. 148.75 under which wages of labourers engaged for jungle cutting on either side of the centre line of the proposed road including removal of trees, etc. in respect of the period from 26-2-1961 to 4-3.1961 had been paid)

It will be seen from the statement enclosed (annexure II) that the entire sanctiond amount of Rs. 5689·29 was spent during 1960-61. The expenditure incurred on the construction of the road and the bridge however, amounted to Rs. 2847·99 as against the sanctioned estimate of Rs.2657·23 and Rs. 3032·00 respectively. The details of work done were reported to have been recorded in the measurement book by the Range Officer, Udaipur, who also certified completion of the work according to specification, vide his letter no. 2657/UR/61 dated 10-5-1961 to the S. D. F. O. it was however, noticed from the muster rolls that a bridge of 88' feet span (as against 100' span provided for the sanction) was only constructed, although no authority in support of the deviation made from the sanctioned estimate could be shown to audit.

In the circumstances stated above, the Administration may please consider the desirability of getting the work inspected by an officer of the works and buildings department with a view to seeing whether the road and the bridge had actually been constructed according to the specification.

(C) DEFECTS IN THE EXECUTION OF WORKS DEPARTMENTALLY

The following expenditure was incurred in connection with the construction of the following roads departmentally by engaging labourers :—

Name of road	Sanctioned amount.	Expenditure incurred during 1960 61.	No. and date of sanction.
1. Pokta to Garjee 1957 plantation 1 mile 1 furlong 2 chains.	Rs. 2,000	Rs. 2,000	D. F O., Tripura's No. 13526-28 4-3(B) dated 25-10-60
2. Pokta-Garjee-Marwarkilla road 1 mile 2 furlongs 9 chains.	Rs. 3,500	Rs. 3,500	Ditto. No. 13526-28/4-3(B) dated 25. 10. 60.
3. Marwarkilla-Kakrabon road 2 miles 2 furlongs	Rs. 5 689 23	Rs. 5,689·23	-ditto- No. 351-53/17-29/dated 2-3-1961 and No. 4246-48/17-29 dt. 18-3-1961.

The above works were reported to have been completed by the 31st March, 9 61 according to the specification, vide Range Officer's (Udaipur) letter No 2657/UR/61 dated 10. 5, 1961. It appears that before completion of the works the S. D. F. O. in his letter No. 3993/6-13(2) dated 14. 3. 1961 communicated to the Range Officer, Udaipur the following order of the D. F. O.

It is informed by the D. F. O. that gradients of Pokta to Garjee 1957 plantation and Pokta to Garjee-Marwarkilla Forest road are too steep and they can hardly be called road. Construction of Kakrabon-Marwarkilla Forest Road is not also at all satisfactory. Please get all the gradients eased to the maximum and see that works are done satisfactorily'.

In case of road mentioned at serial Nos. 1 & 2 above, earth work had already been completed by the end of January, 1961 and February, 1961 respectively although the work in connection with the construction of the bridges on the said roads was however, found to have been done in March, 1961. Thus it is not clear as to whether the defects in the construction of the roads noticed by the D. F. O in March, 1961 were actually removed. This may please be clarified and the total extra expenditure incurred on this account (together with the source from which this was met) may please be intimated to audit As regards serial No. 3, it appears that earth work in certain portion of the road was done in March, 1961. It may please be confirmed that necessary action as ordered by the D. F. O was taken. In this connection a reference is also invited to the observations made in para 5 of the inspection report

Serial No.	Serial No.
Udaipur Range Voucher Nos. 34, 35, 36, 37 and 42 of December, 1960 Nos. 4 and 40 of January, 1961.	Udaipur Range Voucher Nos. 40 of December, 1960, 2, 3, 41, 65 of January, 1961 and 32 and 33 of Feb' 1961.

The relevant sanction in respect of serial No. 2 (vide Tripura Administration, Forest Department letter's dated 24-10-60 a copy of which was received under the D. F. O.'s memo No. 13526-27/4-3(B) dated 25-10-1960) provided for the construction of one semi permenant bridge of 33' feet span. It however, appears that 2 bridges (one of 48' feet span and another 10' feet span) were actually constructed, vide Udaipur Range voucher No. 66 dated 19-3-1961 and even then the work was reported to have been completed according to the specification.

It is not cleared as to how the deviation could be made without the approval of the competent authority and also how the extra work could be done within the amount sanctioned (for one bridge). In this connection the observations made in the last sub-para of para 5 of the inspection report may also be referred to.

Annexure I referred to in para 4 of the Inspection report showing the items of work sanctioned & executed.

Sl. No.	Particulars	Work actually executed Quantity	Value Rs.	Sanctioned estimate Quantity	Value Rs.
1.	Construction of 17 bridges & culverts. 10 Nos. of 10′ feet span 3 Nos. of 18′ feet span 1 No. of 12′ feet span 1 No. of 30′ feet span 1 No. of 35′ feet span 1 No. of 45′ feet span		** 8,452.00	6 culverts of 10′ span and 3 bridges (2 of 16 span and 1 of 33′ span)	Rs. 5671·00
2.	Jungle cutting etc including removal of trees etc.	3,37,810 sft.	831·00	3,17,000 sft. 462 Nos. of trees.	Rs. 636.00 472.00
3.	Earth work (including dressing and climber cutting side drains etc.	3,96,725 cft.	4667.00	1,47 628 7,28,012 cft 20.000 sft. (cutting side drains)	Rs. 2,214 00 10,150.00 400 00
	Total :—		Rs. 14,000.00		19,543.00

* The estimate was actually prepared for Rs 20,159,00. The difference of Rs. 616.00 is due to some other minor items. The details of the amount of Rs. 14,000.00 actually sanctioned by the Administration were not available.

** Includes Rs. 584 being the cost of iron materials and Rs, 32.00 spent for filling in bridge approaches.

NB. Serial No. 1 provided for supply of timber by the Department free of royalty. Only labour charges for sawing carrying etc. of timber were provided for and incurred.

ANNEXURE II REFERRED TO THE PARA 5 OF THE INSPECTION REPORT: SHOWING THE ITEMS OF WORK SANCTIONED AND EXECUTED.

VOUCHER No. & date.	Particulars of work done.	Quantity.	Value.	Sanctioned amount Quantity	Value.
68 dt. 23. 3. 61	Sawing of sal timber,	188 cft.	Rs. 469.50		
81 dt. ,,	Sawing of sal	177.7 cft.	Rs. 441.00		
	trees		Rs. 910 50	480 cft.	Rs. 41.44
79 dt. ,,	Collection, cost	24 sal posts			
	of carrying.	720 Rft.	Rs. 273.00	720 Rft.	Rs. 273.00
83 dt. ,,	Carrying cost				
	of timbers.	262 7 cft.	Rs. 183.75	No provision	
84 dt. 23. 3. 61	cost of iron materials.	lump sum	Rs. 213 87		Rs. 200.00
106 dt 24 3. 61	cost of ½ md. jute		Rs. 24.87		
107 dt. ,,	cost of Barak bamboo	8 Nos	Rs. 16 00		
112 dt. 27. 3 61	Drying 24 No. sal posts, each 8' to 10' dia with ½ ton, monkey (1 undigent 480 rft 1 aboveguard. 240 rft).		Rs. 620.00	1.384 rft.	Rs. 384.06
				2.330 rft.	Rs. 174.40
120 dt. 31. 3. 61	Construction of 88 long bridge including		Rs. 600.00		Rs. 600.00
	filling, fixing complete.		Rs. 2 811.99		Rs. 3 032.00
31 dt. 7. 3. 61	1. Jungle cutting	85,480 cft	Rs. 143.75	84,480	139 43
	2. Uprooting and removal of 9 trees	9 trees			
80 dt. 23. . 61	1. uprooting and removal of trees	82 Nos.		*100	165.00
	(b) 2. Earth work in excavation.	18.000 cft	Rs. 337.75	(b) 40,000	800 00

82 dt. 23. 3. 61 (1)	- ditto -	27.00 cft	Rs. 401.62		
121 dt. 27. 3. 61 (c)	- ditto - Tilla Soil	2137 cft.	Rs. 3.575		
122 dt. 31. 3. 61	Earth work in filling in layers	4 .000 cft	Rs. 700.87	32,000 cft	432.80
123 dt. 31. 3. 61 (b)	Earth work in excavation	40,000 cft	Rs. 598.50		
124 dt. 31. 3. 61 (a)	- ditto - Tilla soil	19,750	Rs. 294.00 (a)	84,000	1250.00
			Rs. 2,847.24		Rs. 2,6?7.23

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই অডিট নোটের উপর গভর্ণমেণ্ট কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কনসার্নড কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।

Shri M. L. Bhowmik :—Replies have already been furnished to the Auditor General to the objections made by them.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : ডিপার্টমেণ্টালী কোন ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশান নিয়েছেন কিনা অফিসারস্ এর এগেনস্ট কনসার্নড-এর বিরুদ্ধে ?

Shri Bhowmik :- Question of taking disciplinary action against the officers concerned does not arise at the present stage.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই অডিট নোটে ১২৯টা গাছ যেগুলি আপ রুটেড হয়েছে সেগুলির টাকা জমা দেওয়া হয়েছে কিনা কোন ট্রেজারীতে ?

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : ইফ আই এ্যাম নট রং, মানি হ্যাজ অলরেডি বিন ডিপোজিটেড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লক্ষ্য করেছেন কি যে অডিট নোটে বলা হয়েছে যে সে টাকা জমা দেয়নি ?

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : মাইট বি ডিপোজিটেড লেটার অন, আফটার দি অডিট ওয়াজ ওভার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : হয়েছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই। আমি জানতে চাচ্ছি যে সেটার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে কিনা যদি না হয়ে থাকে তিনি খবর নিয়ে জানাবেন কিনা। মাইট বি কোন জবাব হতে পারেনা।

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : অকশান ওয়াজ হেল্ড আফটার দি অডিট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : এণ্ড দি মানি ওয়াজ ডিপোজিটেড ?

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : ইয়েস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : দেন ইউ সে দ্যাট।

শ্রী এম, এল সিং : ইয়েস, ইট ওয়াজ টেণ্ডারড্।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অডিট নোটে এই যে ইন্সপেকশান সম্পর্কে বলা হয়েছে রাস্তা এবং ব্রিজ সেই পি, ডাবলিউ, ডি, সে সমস্ত গুলি ইনসপেক্ট করে দেখেছেন কিনা সত্যি সত্যি যারা কমপ্লিশান রিপোর্ট দিয়েছেন অফিসার সেটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : ইয়েস ইন্‌সপেক্টেড বাই দি টেকনিশিয়ান্‌স।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : সেই ইন্সপেকশান রিপোর্ট টি হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি !

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : ইট মে বি লেইড অন ইন দি হাউস লেটার অন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে, যে সমস্ত রাস্তা এবং ব্রিজ করা হয়েছে তার মধ্যে রাস্তাগুলির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না পরে এবং সেই রাস্তাগুলি করা হয়নি, এই রকম কোন কিছু অডিট নোট আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : দিস ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীচক্রবর্তী : ইট ইজ এ ফ্যাক্ট।

Mr. Speaker . Alright. Is there any other supplementary. Then I would call on Sri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—289.

Shri M. L. Bhowmik :—Question No 289 by Shri Sudhanwa Deb Barma, M L.A.

Question	Reply.
1. Whether any students of M. B. B. College were sent this year for excursion outside Tripura ;	Yes.
2. If so, whether they visited the places for which they were assured ;	No assurance for visiting any particular place or places was given.
3. If not the reasons thereof.	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদেরকে বোম্বাই দেখাবার কথা ছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক : অনেক যায়গায়ই যাওয়ার কথা ছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কোন কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই কারণে যে এখান থেকে, কলেজ থেকে যে ষ্টুডেন্টসের পাঠানো হয় তাদের একটা ব্যাচ নয়, পাঁচটা ব্যাচ করে পাঠানো হয় এবং প্রতিটি ব্যাচের জন্য আলাদা আলাদা করে জায়গা আছে সেইভাবে ডেসটিনেশন আছে। মাননীয় সদস্য কোন ব্যাচের কথা, কোন জায়গাটার কথা বলছেন তা বুঝা যাচ্ছে না, তাহলে উত্তরটা দেওয়ার সুবিধা হত।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : আর্ট সেকশনের যে ছাত্র পাঠানো হয়েছিল তাদের কথা বলছি, আর্ট সেকশনের ৪০ জন ছাত্র।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : ওদের যে প্রোগ্রাম, যে প্রোগ্রাম করা হয় সেইটা টেনটেটিভ্ প্রোগ্রাম। তাদের যে এখানে যেতেই হবে এমন কোন কথা নয়, একটা টেনটেটিভ প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয় সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা যায়। আর্টস এর যারা ওরা বোম্বে অজন্তা যাওয়ার কথা ছিল সেখানে যেতে পারেনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কেন তারা সেখানে যেতে পারেনি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : আমাদের নিয়ম হল গভর্ণমেন্ট থেকে দুই তৃতীয়াংশ জার্নি এক্সপেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু জার্নির জন্য, তার অন্য খরচ যেটা আছে সেইটা গভর্ণমেন্ট থেকে বহন করা হয় না। যেমন এবারে আমরা দেখলাম যে, যে পাঁচটি ব্যাচ আমরা পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে প্রায় সব তাদের প্রোগ্রাম ঠিক প্রোগ্রাম মত ফলো করতে পারেনি, তার কারণ হল কষ্ট্ অফ লিভিং। যে যে খানে গিয়েছিল এবং সেখানকার যে জার্নি, একস্থান থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে, জার্ণি এবং লজিং-এর খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে গেছে তার ফলে তাদের কাটে ইল করতে হয়েছে প্রোগ্রাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কনসেশন টিকেট পেতে হলে পরে যে ফরম দরকার হয় সেই ফরম নিয়ে যায়নি বলেই কনসেশন টিকেট পায়নি, এই জন্যই বোম্বে দেখতে পায়নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা সত্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে তারা কলিকাতায় ফিরে আসবার পরে হোটেলের টাকা দিতে পারে নি বলে হোটেলের মালিক তাদেরকে কোন হোটেলের মধ্যে তালা বন্ধ করে রেখেছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই রকম ঘটনার কোন ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসে নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে প্রফেসাররা তাদের স্ত্রী, পুত্র সব নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই জন্যই অর্থের অনটন দেখা দিয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, যদি কাহারও স্ত্রী যদি ষ্টুডেন্ট না হয় আর যদি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায় সেইটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে মানুষ পত্রিকায় ৯ই নভেম্বর ১৯৬৪ এই খবরটা বেড়িয়েছে যে এক্সকার্শান'এর পার্টির লোক হোটেলের টাকা দেয় নাই এবং সেইজন্য এক্সকারশন পার্টি হোটেল হতে যাহাতে বাহির হতে না পারে সেইজন্য তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, এই রকম খবর তাঁরা দেখেছেন কিনা পত্রিকায় এবং তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এর উত্তর তো আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ছাত্ররা কাশ্মীরে সাতদিন ছিল এবং তার মধ্যে তারা চারদিন বসে বসে কাটিয়েছে এবং কোন প্রোগ্রাম সেখানে ছিল না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেইটা ইনচার্জ যে তার উপরে নির্ভর করে, তাদের যে প্রয়োজন, যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই উদ্দেশ্য সার্ভ করার জন্য যদি দরকার পরে আরো বেশীদিন থাকার তা হলে থাকতে পারে এবং সে তা করে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে ছাত্রদের কাছ থেকে এখন অধিক টাকা চাওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই রকম ইনফরমেশন আমাদের কাছে নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সবটা ঘটনা তদন্ত করে হাউসে আমাদেরকে জানাবেন কি ?

4

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যতটা ফেক্ট আছে তার সবটাই জানানো হয়েছে এর মধ্যে তদন্তের কোন প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri A. Islam : Question No. 284

Shri M. L. Bhowmik :—(Deputy Minister Starred Question No. 284

QUESTION.	REPLY.
1. Whether the Goverment feels the necessity of opening a Law College at Agartala.	No.
2. If so, what steps have been taken in the matter.	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ইউনিভারসিটি এই রকম জানিয়েছে কিনা যে ডে টাইমে ল ক্লাস করতে তাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—It has been stated that there is no specific contemplation to start a Law College Agartala

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার প্রশ্নটা হল ইউনিভারসিটি জানিয়েছেন কিনা যে আমাদের আগরতলাতে দিনের বেলায় ল কলেজ করলে তাদের কোন আপত্তি নাই ?

Shri M. L. Bhowmik :—If the Government does not feel such necessity how the University will put such question to the Government.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন তাহারা কেন নেসেসিটি ফিল করেন না ?

Shri M. L. Bhowmik :— Because it is not an urgent necessity.

Mr. Speaker :— Next I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—Question No. 297

Shri M L. Bhowmik :—Question No. 297

QUESTION.	ANSWER.
(i) Whether the Goverment considers it necessary of separation of Judiciary from the execution wing of the Government of Tripura.	(i) Yes. in view of the provisions of Article 50 of the constitution of India.
(2) If so, whether necessary legislative measures will be brought as early as possible.	(2) An interim scheme for separation of the Judiciary from the Executive has been prepared and is under examination. Legislative measures, if any, will be taken for the purpose at appropriate time

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এখানে সাবডিভিশন্যাল কোর্ট এর এস, ডি, ও, রা সপ্তাহে তিন চার দিন তাদের কাজে অন্যত্র থাকেন, তখন মামলা যারা করতে আসেন তারা দিনের পর দিন কোর্টে হাকিম না থাকাতে ফিরে যান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—উত্তরে বলা হয়েছে যে অনেক ডিফিকালটি থাকতে পারে যে কারণে এই সেপারেশণটা প্রয়োজন হচ্ছে, সেইটা ষ্টাডি করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি একটা সময় দিতে পারেন যে এই সময়ের মধ্যে এই সেপারেশন করবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমরা খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করছি, মোটামুটি একটা স্কীম করা হয়েছে, এইটার জন্য আমাদের লেজিসলেসারে আনতে হবে, না এমনি আমরা একজিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে করতে পারব কিনা সেইটা নিয়ে ষ্টাডি করা হচ্ছে।

Mr. Speaker .—All the questions on the list are exhausted. I Pass on to the next item.

I have received a calling attention notice from the Hon'ble Member Shri Dinesh Deb Barma. Subject is 'Hardship inflicted by the Govt. on the agriculturists of Tripura through issuing and execution of thousands of Sanshit and Certificate notices for the realisation of various arrear dues, even in the areas repeatedly effected by flood, in the sub-division of Kailashahar, Khowai, Kamalpur and Amarpur'.

I have given consent to the notice.

Shri S. L. Singh .—Hon'ble Speaker, Sir, I want time to make statement on this Calling Attention Notice.

Mr. Speaker :—Yes, Hon'ble Minister kindly say the date.

Shri S L Singh :—28th

Mr. Speaker :—Yes, the date for the statement is 28th. Then I pass on to the next item. Next item is Private Members Business. The discussion on the resolution moved by Shri Nripendra Chakraborty which was taken up yesterday is to continue to-day. I would call on the ··

Shri S L. Siugh :—I would draw the attention of the Chair. There was an item of the Police excess continued yesterday.

Mr. Speaker : · The discussion that was taken up yesterday, that is to continue I would call on Shri Hlura Aung Mog.

শ্রীহ্লুরা আং মগ :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ভাবে সর্ব্ব এলাকায় ব্যপকভাবে ধরপাকড় করা হয়েছে তার মধ্যে একটি নজীর আমি হাউসের মাধ্যমে তুলে ধরব যে গত বছর অগ্রহায়ণ মাসে ১৯৬৩তে শাকবাড়ীতে একটা মহিলা সমিতির যে কো-অপারেটিভ সেণ্টার ছিল একদি দেখা গেল যে আমার সাথে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল মুহুরীপুরের সুরেশ চৌধুরী সেখানে হাজির হয়েছে সেখানে কিছুদিন আগেও আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী গিয়েছিলেন। এর কিছুদি পরে সন্ধ্যাবেলা একজন আমার কাছে এই কথা বললেন যে কিছুদিন পরে একটা মানুষের বিরুদ্ধে থানায় একটা মামলা রুজু করা হল যে মহিলা তাঁত সমিতির ঘর পোড়াইয়া দিয়ে

কারা ? কম্যুনিষ্টরা। কম্যুনিষ্টরা তাঁত ঘর পোড়াইয়া ফেলেছে। এই বলে থানাতে অভিযোগ ছিল এবং এটার মাধ্যমে ১১।১২ জনকে সেখানে ১০৭ ধারা দিয়েছে। আরেকজন সুধন্য ত্রিপুরীকে মাসখানেকের উপর জেল হাজতে রাখা হয়েছে। তাকে সেখানে জামিন পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এরপর আগরতলা কোর্ট থেকে জামিনের আদেশ দিয়ে দেয়। তারপর সেই অভিযোগ হল কি ? অভিযোগ হল যে এটা কম্যুনিষ্ট এলাকা এবং সেখানে মিটিং করলে সেই চৌধুরী মহাশয়ের মানুষ সেখানে যেতে পারে না, এই বলে তিনি তাদের উপর একবার ক্ষেপে উঠলেন এবং সেখানে যে কিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মামলার সৃষ্টি হল তার কারণ তারপরে দেখা যায়। সেখানে তার বড় ভাই বলল, যে আমি একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে যাই, দেখি যে মহিলা সমিতি তার সেণ্টার থেকে যে অভিযোগকারী সে এবং সেই মাননীয় উপমন্ত্রী তাঁর জামাই একজন নাইট স্কুলের মাষ্টার—শচীন সা'মা এবং আরও কয়েকজন তাঁড়াটাকে ধরে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে সন্ধ্যার সময়। তারপর কয়েকজন গ্রামের মানুষ এবং যে অভিযোগকারী তার ভাই পর্য্যন্ত গিয়েছে এবং সেখানে গিয়ে ধরে ধরে এটা সরিয়ে দিল। কিন্তু কেন সরিয়ে দিল সেটা তাকে বললে কম্যুনিষ্টদের ভয় একটু বেশী তাই এটা সরিয়ে দিতে হবে। এখানে থাকলে হয়ত পুড়িয়ে টুড়িয়ে দিতে পারে। চৌধুরীর মুখে এই কথা শুনতে পায়। তারপর সকাল বেলার খবর হল ৮টার সময় তাঁত সমিতির ঘরটা পুড়িয়ে ফেলেছে। এর মাধ্যমে সেখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হল যে সব মানুষ এরেষ্টের ভয়ে পাহাড়ে জংগলে পালাতে সুরু করল এবং সেই সময় কৃষি ক্ষেতি পর্য্যন্ত করতে পারে নাই এবং এর পরে ১১ জন হাজিরা দিল ১০৭ ধারা কেসে এবং সুধন্যকে তখন পাওয়া গেল না। সেই কেসটি এর পরে দেখা গেল মিথ্যা এবং সেটা ডিসমিস হয়ে গেল। এই হল বর্ত্তমান কংগ্রেস সংগঠন এবং এর একটা চেহারা আমি এখানে তুলে ধরলাম। এই হল একটা ঘটনা। আরেকটি ঘটনা এইখানে বলি—গত বছর যখন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয় তখন আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন ওয়ার্কার সেই পঞ্চায়েতের মধ্যে তিনি মেম্বারশিপে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাকে যে কোন ভাবে জব্দ করতেই হবে। সেখানকার বি, ডি, ও, লেগে গেছেন পিছনে। একদিন দোল পূর্ণিমার দিন যখন আমি ব্লক অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন ব্লক অফিসার বললেন আপনি সুধীরকে কন্ট্রোল করুন নইলে তাকে আমি পুলিশ দিয়ে ধরাব। আমি বললাম সে তো কোন অন্যায় কাজ কিছু করে নি, করে সমাজ উন্নয়নের কাজ, মানুষের কত কি বীজ ধান লাগবে, কত রাস্তা-ঘাট লাগবে, সেই কথা আপনাকে জানায়। সে জন্য আপনি তার উপরে কেন রেগে গেছেন। তিনি বললেন না মশায় তাকে আপনি একটু দমন করুন একটু তাকে বলুন নইলে আমি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিব। তার একদিন পরে দেখা গেল যে যখন দেবতা রোডে নির্বাচন হয় সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তাকে এরেষ্ট করা হয়। তাকে এরেষ্ট করে নিয়ে আসে বাইকুরা পুলিশ ষ্টেশনে এবং তাকে অনেক রকম মারপিট করার জন্য বি, ডি, ও, নির্দ্দেশ দেন এবং তাকে মারপিটও করা হয়েছে। এই হল অবস্থা। এই ইলেকশান কেসটাও কিছুদিন পরে ডিসমিস হয়ে যায় কোর্ট থেকে। কোন অভিযোগ এটার উপরে আনতে পারে নাই। এই হল কিভাবে তারা কম্যুনিষ্ট পার্টিকেদমন করতে হবে, তার একটা রোল তারা নিয়েছেন এইভাবে বিভিন্ন ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাল মামলা সৃষ্টি করে, তাদেরকে জেলখানাতে আবদ্ধ করে আমরা সর্বেসর্বাভাবে কংগ্রেস সংগঠন-এর মধ্যে যেতে পারব, মানুষকে আমরা হাত করতে পারব এই হল

তাদের ইচ্ছা। এর একটা তাঁরা রোল নিয়েছেন। এর কিছুদিন পরে লাউগাংগে যখন আর একটি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় তাকে কেন্দ্র করে রাধাকিশোরপুরের আরও কয়েকজনকে এরেষ্ট করা হয় এবং মারপিটও করে কয়েকজন দারোগো এবং পরে তাদের ছেড়ে দেয়। তাদের অপরাধটা কি ?নির্বাচনের সময়ে যারা প্রগতি পন্থী তাদের পক্ষে কথা বলেছে এই হল তাদের অপরাধ। তাদের দমন করতে হবে এই রোলটা কংগ্রেস সরকার নিয়েছেন সেখানে কংগ্রেস সংগঠনের জন্য। তারপর সরকার সেটাকে সরকারী-ভাবে সংগঠন করছেন। এই হল চেহারা। আর কিছুদিন আগের কথা আমি বলব – বাইকুরার যে…

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'ble Member, he is to dwell on police excess.

শ্রীহলুরা আং মগ :- এটার সম্পর্কেই আমার বিষয়টা, কেন ব্যাপারটা এ রকম করা হচ্ছে। তাকে কেন্দ্র করে পুলিশ কি ভাবে গেছে সেটাই আমি বলছি। তারপর বাইকুরার পুলিশ ষ্টেশন কিছুদিন আগে কি ঘটনা করে ? কে-সে কার টাকা কেড়ে নিয়েছে এই ঘটনাকে অবলম্বন করে আমাদের একজন ওয়ার্কারকে কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখা হল এর পরে ছেড়ে দিল। তারপরে শোনা গেল আর একটি মগ বাড়ীতে রাত্রিতে দারোগা গিয়ে বাড়ী তল্লাসী চালিয়েছে। বাড়ী তল্লাসী চালিয়েছে কারণ সেই জায়গাতে সব কম্যুনিষ্ট পার্টি। একটা না একটা কিছু ঘটনাকে দেখিয়ে তাদের ইম্প্রেশান পাবলিকের উপরে দেখাতে হবে। এখান থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে এসে একটা যে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চালিয়েছেন নইলে বাইকুরার যে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে কোন ঘটনা সেখানে নাই, সেখানে কোন ঘটনা হওয়ার উপযুক্ত জায়গাও না। এই কথা বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে যে বর্ডার রক্ষা করার জন্য আমাদের বাজেট দরকার এবং বর্ডার সমস্যা অনেক কিছু এবং তার রক্ষা করার জন্য আমাদের বাজেট দরকার অথচ দেখা যায় সেইখানে মানুষের উপরে কিভাবে যে আক্রমণ চালান হয়েছে। যেখানে পুলিশ ষ্টেশন হয়েছে সেটা, সেই বাইকুরা পুলিশ ষ্টেশন বর্ডার থেকে কত দূরে, বিলোনীয়া থেকে সেটা কত দূর সেটা চিন্তা করতে হবে, ঋষ্যমুখ থেকে কত দূর, একেবারে অভ্যন্তরে সেই পুলিশ ষ্টেশন, সেই বড় রাস্তার কাছে। এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরাবাসীদের যেটা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সেই গণতন্ত্রকে ব্যহত করা হচ্ছে এবং সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করব যাতে তদন্ত করে দেখেন এটা সত্যি কিনা। আমি চ্যালেঞ্জ করে এটা বলতে পারি যেটা আমরা অভিযোগ করছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : – Then I would call on Deputy Minister Shri Rajprasad Choudhury.

Shri Rajprasad Choudhury :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধীদল যেটা বলেছেন সেটা অন্যায় এবং অবাস্তব কথা। বিলোনিয়ায় যে কংগ্রেস ঘর এবং তার পাশে যে ইণ্ডাষ্ট্রীজ গড়ে উঠেছে সেটা সেখানকার গ্রামবাসীর সহযোগিতায় হয়েছে। সেখানে জোর জুলুম করে কিছু হয় নাই। সেখানে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট বলে কিছু নেই বা সরকারী কোন প্রচেষ্টা সেখানে ছিল না। এখানে সুরেশবাবু, দশমী তারা আছেন। তারা কংগ্রেস ঘরটাকে নূতন করে সংস্কার করার জন্য সভাসমিতি করেন এবং

আমাকে সেখানে নিয়ে যান। সেখানে ত্রিপুরি, চাকমা, মগ সকলেই মিলেমিশে সে ঘর তৈরী করে। সুপারভাইজার ঐখানে একজন আছেন—দেববর্ম্মা, গ্রামসেবক, শচীন শর্ম্মা তারা এর কিছু করেন নি। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে সে কাজ করেছি। এটা একজন বা দুইজনের কাজ নয়, হাজার হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিল—সেই সভায়। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল কে বা কারা সে ঘরটি পুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে কোন মামলা মকদ্দমা হয় নাই। তার প্রায় ৬।৭ দিন পরে সেখানে পুলিশ কতক লোককে গ্রেপ্তার করে। এটার সঙ্গে কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্টের কোন প্রশ্ন জড়িত নয়। অন্যায় কাজ করলে বা ঘর পোড়ালে পুলিশ এরেষ্ট করবে এতে অন্যায় কিছু নেই।

ইনটেরাপশান।

Mr. Speaker :—অর্ডার, অর্ডার।

Shri Rajprasad Choudhury :—প্রবঞ্চনা করলে, বা ঘর পোড়ালে তার শাস্তি হবেই। সেইজন্য বিলোনিয়াতে হাকিম আছে, পুলিশ আছে. সমস্ত ত্রিপুরায় সাড়ে সতের হাজার আমলা রাখা হয়েছে এ সমস্ত অন্যায় দমন করার জন্য। আমরা যদি সত্য কথা বলি সেটাই তাদের কাছে অপরাধ। তারা —গ্রামবাসীরা ইচ্ছা করে সে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়েছে, কংগ্রেস এর জন্য ঘর করে দিয়েছে। সেটা তাদের ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে এবং সেখানকার গোলমালও গ্রামবাসী নিজেরাই নিষ্পত্তি করেছে, কাজেই সেটা আমার বা আপনার দেখার কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে সুপারভাইজার, সোস্যাল স্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি যারা আছেন তাদের কোন দোষ নেই। তারা সরকারী কর্মচারী কাজেই তারা কোন পার্টির মধ্যে ঢুকতে পারেন না। যদি তাদের সাক্ষীর দরকার হয় এবং তারা সেখানে কিছু দেখে থাকেন তাহলে তাদের সাক্ষী দিতে হবে। এটা সরকারী বা বেসরকারীর কথা নয়। তারা যা দেখেছেন যা সত্য তা তারা বলবেন তাতে কোন দোষ হয় না। জজকোর্টে এসে হাকিমকেও সাক্ষী দিতে হয়। সেও ত সরকারী কর্মচারী। মাননীয় স্পীকার, কাজেই তারা যে সমস্ত কথা বলেছেন সেটা ঠিক বলেন নি আপনার মাধ্যমে একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker .—Alright. I would now call on Shri Promode Das Gupta :

I would request all the Hon'ble Members to let the Gentleman go on undisturbed

Shri Promode Das Gupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব এসেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা গণতন্ত্রে বাস করি, আমাদের যে সংবিধান আছে সে সংবিধানে আমাদের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান, ফ্রিডম অফ মুভমেন্টস, ফ্রিডম অফ এসোসিয়েশান গ্যারেনটিড, সেই সংবিধানে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, আমাদের মৌলিক অধিকার গ্যারেনটিড এবং যে সংবিধান জনসাধারণের হাতে এই ক্ষমতা, এই অধিকার দিয়েছে সেই সংবিধান ত্রিপুরায় কিভাবে অবহেলিত হচ্ছে, কিভাবে ট্রেমপ্লেড হচ্ছে সেটাই আমি বলব। আমি জানি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন উঠবেন তখন তিনি অনেক কথাই বলবেন যা কয়দিন যাবতই শুনে আসছি। চীন, দেশপ্রেম সে কথাটা যেন তার একচেটিয়া এবং শুধু এইটুকু বলতে চাই যে পেট্রিয়োটিজম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একচেটিয়া নয়, সেটা তার সোল মনোপলি নয় এবং দেশের স্বাধীনতা দেশের প্রত্যেকটি মেয়েছেলের দেশ রক্ষা, দেশের একটু জায়গা, অনুপরমাণুকে রক্ষা

করা প্রত্যেকটি লোকের কর্তব্য এবং আমরা কমিউনিষ্ট পার্টিও সেকথা বিশ্বাস করি এবং সেটা করে থাকি। আমরা এই চীনের এগ্রেশানের প্রতিবাদ করেছি এখনও করি এবং আমরা মনে করি যে যেকোন রাজ্যই হউক আর যেকোন রাষ্ট্রই হউক যদি আমাদের দেশের সার্ব্বভৌমত্বকে আক্রমণ করে তবে তাকে রক্ষা করতে হবে এবং তারজন্য ভারতের ডিফেনস্-এর যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আমরা সমর্থন করি. কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা বলি যে আমরা আমাদের এই ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক অধিকার সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিকিয়ে দিতে রাজী নই, বিশেষ করে আমরা চেয়েছি যে এই ভারতকে সেই ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের হাত থেকে, স্মাগলারদের, সেই পুঁজিপতিদের হাত থেকে রক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করব। আমরা এই বলতে চাই, আমরা জানি কি হেতু আমরা এরেষ্ট হয়েছি, যদিও অন্য কারণ বলা হয়. আমরা জানি যে আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছি এবং আমরা রক্ষা করব এবং চীনের আক্রমণের জন্য আমরা গ্রেপ্তার হইনি, আমরা গ্রেপ্তার হয়েছি কারণ আমরা জানি এই রাষ্ট্রের উপর, এই সরকারের উপর পুঁজিপতিদের, স্মাগলারদের একটা বিরাট দখল এবং বিরাট আধিপত্য এবং সেটা কমিউনিষ্ট পার্টি যদি বাহিরে থাকে, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবর্গ যদি বাহিরে থাকেন তাহলে জনসাধারণকে ব্লেকমার্কেটারদের হাত থেকে রক্ষা করবে তাই তাদের জেলে পোরা হয়, তা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ত্রিপুরার পুলিশের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে সেই বুড়ির কথা মনে পড়ে। এক বুড়ি বলেছিল তার নিজের গ্রামে এক জজ্ সাহেবকে দেখে যে জজ্ সাহেব তুমি এসেছ, তোমার উন্নতি হউক তুমি দারোগা হও। কারণ এই দৃষ্টি ভঙ্গী বুড়ির কেন হয়েছিল-কারণ সে দেখেছে যে দারোগার মত শক্তিশালী লোক এই দুনিয়ায় নেই। সে জন্য জজ সাহেবকে বুড়ি আশীর্ব্বাদ করেছিল যে তুমি দারোগা হও। ব্রিটিশ আমলে আমরা জানি, যারা কংগ্রেস পার্টিতে আছেন, রুলিং পার্টিতে আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই একথা জানেন যে ব্রিটিশ আমলে পুলিশের কি অত্যাচার চলেছিল এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব করার জন্য, দেশপ্রেমিকদের জেলে পোরবার জন্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে খর্ব্ব করার জন্য কত রকম অপ্রেশান চালিয়েছিল সেই পুলিশ। যেটা আমরা দেখছি সেটা ব্রিটিশ লিগেসি। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পুলিশের সেই দৃষ্টি ভঙ্গী বদলানো দরকার। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বহু স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, পুলিশ দিবস যেটা প্রতিপালিত হয় সে দিবসে আমাদের সেই প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী বলেছিলেন যে পুলিশের দৃষ্টি ভঙ্গী বদলানো দরকার, তাদের দেশ সেবক হওয়া দরকার, গরীবকে রক্ষা করা দরকার। যারা জুলুমবাজ, যারা ধনী, যারা জমিদার, যারা তালুকদার, যারা মহাজন, যারা এভিকশানের মারফত, যারা কারসাজি মারফত নানা রকম মামলার মারফত যারা জনসাধারণ এর উপর জুলুম করতে চায়, পুলিশের বিরাট পবিত্র কর্ত্তব্য জনসাধারণকে রক্ষা করা কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তার উল্টা হচ্ছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে মালীকের পক্ষ হয়ে, জমিদারের পক্ষ হয়ে, তালুকদারের পক্ষ হয়ে এবং ব্রেক মার্কেটিয়ারের পক্ষ হয়ে তারা গরীবকে তার জমি থেকে উৎখাত করে, গরীবকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে। যে তার প্রতিবাদ করে তাকেও গ্রেপ্তার করে এনে জেলে দেয়। এই যে কংগ্রেস দল এই কংগ্রেস দল আজ তাদের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ এবং কায়েমী

স্বার্থ রক্ষার্থে, তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে পুলিশকে তারা অহরহ নিয়োজিত করছে, পুলিশকে তারা করাপট্ করছে। কংগ্রেস দল তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পুলিশকে প্রয়োগ করে। আমি কতগুলি উদাহরণ দেব তার মধ্য দিয়ে আমি প্রমাণ করব যে কি ভাবে তারা পুলিশকে করাপ্ট করছে। তারা বলে সোসিয়েলিজম্. ইজ কংগ্রেস, সোসিয়েলিজম্ এটা স্পুরিয়াস করেন। কারণ তাদের প্রোগ্রাম, তাদের কার্য্য ধারা সেইগুলি যদি পর্য্যালোচনা করা হয় ত্রিপুরার বুকে যে ভাবে তারা তাদের কার্য্য চলিয়ে যাচ্ছে, তা হলে দেখা যাবে যে তাদের সোসিয়েলিজম এটা একটা স্পুরিয়াস করেন, এইজন্য আমি বলব যে আজকে যে ভূমি সংস্কার, লেণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট বা ভূমি সংস্কার আইন যেটা চালু হচ্ছে সেইটা কার স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে? সেইটা আমি জানি যে সেইটা মালিকদের স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে। আপনারা জানেন যে ত্রিপুরায় অনেক চা বাগান, আগে তালুকদাররা সেই বাগানগুলি কি ভাবে বন্দোবস্ত নিত।

Mr. Speaker :—I would draw the attention of the Hon'ble member it is not quite relevant to Police excess.

শ্রীদাস গুপ্ত :— সেই অত্যাচারটা কি ভাবে হচ্ছে তাই আমি বলছি।

Mr. Speaker :—Then all your time will be spent in that.

শ্রীদাস গুপ্ত :—আজকে সেই পুলিশ যেসব অত্যাচার করছে তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি এই কথা বলব যে অনেক সময়ে বলা হয় যে পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলার জন্য করছে। কিন্তু তা সত্য নয়। কতগুলি উদাহরণ আমি এখানে রাখব। সেইগুলি দিয়ে আমি প্রমাণ করতে পারব যে পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলার জন্য নয়, পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে দলীয় স্বার্থে এবং এখন যদি বলা হয় যে শান্তি শৃঙ্খলা কিম্বা বর্ডার রক্ষায় সেইটা হচ্ছে আর কিছু নয় সেইটা হচ্ছে গোয়েবলস প্রপাগাণ্ডা, দিনের পর দিন আমরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করছি, আমরা চীন পন্থীদের ধরব, চীনের এই রকম রেশন কার্ড পাওয়া যাচ্ছে, এই রকম নানা অজুহাতে এবং ভাংগা বন্দুক পাওয়া গেছে এখানে সেখানে, তারা ডাকাতি করার চেষ্টা করছে এই নানা প্রচার মারফত তারা এটা প্রমাণ করতে চায় যে শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত। কিন্তু এই রিপোর্ট, যে রিপোর্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে আছে সেই রিপোর্টে ত্রিপুরার শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত নয় শুধু প্রমাণ করতে চায়, বলতে চায় এই গোয়েবলস প্রপাগাণ্ডার মারফতে এটাকে তারা সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়। ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, ক্রিমিনেল কোড, ডি, আই, রুলস, ভাল মানুষের এবং জন সাধারণের, গরীবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি বলি যে ডি, আই, রুলস, ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনেল কোড, ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, ব্লেকমার্কেটিয়ারদের, স্মাগলারদের এবং যারা সমাজদ্রোহী তাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হচ্ছে না।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি একটা ঘটনা বলব সেটা কৃষ্ণপুর চা বাগানের দুইটা শ্রমিক একটা কৃষ্ণ কর্ম্মকার, একটা হচ্ছে শুকরাম কর্ম্মকার তাদেরকে মাসের পর মাস হাজতে রাখা হয়েছিল ডি, আই, রুলসে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা নাকি দেশ রক্ষার খাতে চাঁদা দিতে আপত্তি করছিল। কিন্তু সেই কেইস প্রাইমাফেসি কেইসও ষ্ট্যাণ্ড করেনি। সেই কেইসে প্রমাণ হয়েছে যে তারা চাঁদা দিতে চেয়েছে, সাক্ষী সাবুদ দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষী দিয়ে এবং তারপরে প্রাইমফেসি কেইস পর্য্যন্ত ষ্ট্যাণ্ড করেনি। কিন্তু সেই গরীব দুইটি ওয়ার্কারর্সকে হাজতে রাখা হয়েছিল এবং তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে—কৃষ্ণ কুমার কর্ম্মকার তার এগার কাণি জমি আজ নেই। শুকরাম কর্ম্মকার তার খাল

ক্রমন গরু সব বিক্রী করে আজকে সে পথের ভিখারী। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে ? এ একটা মিথ্যা মামলা, এই সব কেইসগুলি যে গভর্ণমেণ্ট এনেছে, পুলিশ এনেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম তদন্ত হয়নি, যদি তদন্ত হত তা হলে তাও প্রমাণিত হত। আমি আর একটা কেইস বলব এটা আরো চমৎকার সেইটা হচ্ছে, মোহনপুর সিধাই থানার পুষ্প দেববর্মা, ব্রজেন্দ্র দেববর্মা সহ সে থানায় এজাহার দেয় যে তার গরু চুরি গেছে এবং সেই এজাহারে সে কাকে সন্দেহ করেছে সেই জ্ঞান দেববর্মার নামও বলে দেয়। কিন্তু বড় চমৎকার যে এটা একটা অদৃষ্টের পরিহাস যে জ্ঞান দেববর্মা এরেষ্ট হল না, কোন রকম তদন্ত হল না, ব্রজেন্দ্র দেববর্মাকে এরেষ্ট করে আজ তিন চার মাস হাজতে রেখে মাসের পর মাস তারিখ ফেলে আজ পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন চার্জশিট দাখিল করা হচ্ছে না প্রায় চার পাঁচ মাস হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর একটা বলব এটা আরো চমৎকার বীরবল মুণ্ড এবং কবুলট মুণ্ড তার তিনটি ছেলে ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানের শ্রমিক, কোদাল মেরে খায়, তাদেরও গ্রেপ্তার করা হল, গ্রেপ্তার করে তাদের চালান দেওয়া হল ৫৪ Cr. P. C তে, আণ্ডার সেক্‌শন ৫৪ Cr. P. C. তাদেরকে চালান দিল ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৪। তারপর ৪ঠা ডিসেম্বর যখন বেইল মোভ করা হল তখন দেখা গেল তাদের বিরুদ্ধে চার্জ হচ্ছে ৪৪৭ I. P. C. এবং ৩৮০ I. P C. তা হলে বুঝা যায় যে প্রথম ৫৪ Cr. P. C. সন্দেহে এবং তারপরে যে কতগুলি ডেভলপমেণ্ট করেছে এমন অবস্থা এসেছে যে কতগুলি প্রমান হয়েছে তাদের ইন্‌ভেস্‌টিগেশনের মারফতে তাদেরকে ৩৮০ I P. C. তে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বড় চমৎকার বিষয় without এনি কন্‌ডিশন অন্‌ সেভেন্থ দে ওয়ার রিলিজড্‌। সেভেন্থ ডিসেম্বর দে ওয়ার রিলিজড। ২২ নং এরেষ্ট আণ্ডার সেকশন ৫৪ Cr. P. C. ফোর্থ ডিসেম্বর তাদের ধারা বদলিয়ে তাদের করা হল ৩৮০ I. P. C. এবং সেভেন্থ ডিসেম্বর তারা অন্‌ কন্‌ডিশনেলি রিলিজড্‌। এই পরিবারের অনেক টাকার গরু বিক্রী করেছে, সমস্ত বিক্রী করেছে তার কারণ কি ? না ঘুষ যে চেয়েছিল ঘুষ তাহারা দেয় নাই, তাই তাকে ৫৪ Cr. P. C. থেকে ৩৮০ I. P. C. পর্য্যন্ত এই যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছিল। আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কারণ এর মধ্যে আর একটা জায়গায় পুলিশ যে কি বিভীষিকা সৃষ্টি করছে—১৫ই নভেম্বর ১৯৬৪ সিমনা ছড়া কলোনিতে মিটিং সেই মিটিংএ আমাদের মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী শ্রী বি, দাস উপস্থিত ছিলেন সেই কংগ্রেসের এক মাতব্বর মনমোহন সাহা বক্তৃতা দিল যে কমিউনিষ্টদের গুলি করে মারুন, কমিউনিষ্টদের হত্যা করুন ও, সি এবং থানার সবাই উপস্থিত অবশ্য আমি এই কথা বলব যে মাননীয় মন্ত্রী বি, দাস সেইটার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেইটাকে আমি সত্যই আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এই ভাবে যে প্রভোকেশন, এই সব কংগ্রেস মিটিংএ যে প্রভোকেশন দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ডি, আই, রুলস প্রয়োগ হয় না, লোককে হত্যা করবে বলছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ধারা নাই তাদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা নাই। সেই অবস্থায় আমাদের একটা মিটিংএ আমাদের সদস্য, মাননীয় সদস্য বলেছিলেন সিধাই থানার কাকে সমাজ থেকে বর্জন করা হয়েছে তার কি হয়েছিল ? কিন্তু আমি জানি ১৪ই আগষ্ট এর মিটিংএ যে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের সুখময় বাবু উপস্থিত ছিলেন সেই মিটিংএ সেই রুহী শিকারী কি বলেছিল কিভাবে কথাগুলি বলেছিল যে প্রমোদ দাশগুপ্ত গরু চোর, দশরথ দেবগরু চোর নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী গরুচোর এবং প্রমোদ দাশ গুপ্ত গরু চোর, ওদের ঠিক কর ওদের ঠেংগাও। সেই মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সেনগুপ্ত। অবশ্য এটা ঠিক কথা তিনি এটাকে সমর্থন

করেন নি। এহেন চীজ এইভাবে মিটিংএ প্রোভোকেশন দিয়ে হত্যা কর, মার, কংগ্রেস মিটিংএ আরম্ভ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন দিন কোন কিছু প্রয়োগ করেনি, কোন ধারা তার বিরুদ্ধে নাই। কিন্তু এরেষ্ট করা দূরের কথা কোন রকম ওয়ার্নিং পর্য্যন্ত তাদের দেওয়া হয় নি। তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তার সেই অভ্যন্তরের অবস্থা, এই অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে। আমি একটা কেস বলব সেটা একটা ঘুষের কেস। সুরন্ত দেববর্মা, সিধাই পি, এস মুড়ালেঙ্গা বাড়ী তার থেকে সিধাইর ও, সি, ২৫৲ টাকা ঘুষ নিয়েছিল বলে সে এস, পি, এর কাছে নালিশ করেছিল জুন মাসে। কিন্তু সেই এস, পি, সেটাকে ফরওয়ার্ড করেন এস ডি ও, এর কাছে। এস, ডি, ও, গিয়ে বলে যে তোমাকে দারোগা ২৫ টাকা দিয়ে দিবে তুমি আর হৈচৈ করো না। তুমি আর হৈচৈ করোনা ২৫টাকা দিয়ে দেবে। কোথায় মামলা, কোথায় রিপ্রেজেনটেশন তার কোন রকম প্রতিকার নাই, তার কোন রকম সুরাহা নাই। তাহলে সেই দারোগা, সেই ও, সি, পুলিশ সেতো সাহস পাবেই। সেতো অত্যাচার করতে, ঘুষ নিতে সাহস পাবেই। যেখানে সেই ও, সি,কে সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল সেই ও,সিকে সাসপেণ্ড না করে এখন পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, সুরন্তকে আবার ডাকিয়ে বলা হয় (আমাদের যে জানেন এস, ডি, ও,) টাকাটা দিয়ে দেবে। আর একটা ছেলে সোনা সাঁওতাল সে একটা চা বাগানের লেবার। তাকে এরেষ্ট করে পুলিশ নিয়ে আসে এবং প্রায় আট ঘণ্টা থানায় রাখে। রাখার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এই আট ঘণ্টা তাকে দিয়ে মাটি কাটায়। কি অধিকার আছে পুলিশের মাটি কাটানোর সেই লোকটাকে থানায় এনে?

তারপর আর একটা দিক, বসন্ত দেববর্মা হেজামারা পাড়া, সেই বাড়ীতে ডাকাতি হয় এবং পত্রিকায় উঠেছে, জাগরণে উঠেছে। সেই ডাকাতির পর সে সাংঘাতিকভাবে উনডেড হয় এবং তাকে হাসপাতাল পর্য্যন্ত নেওয়া হয়। কে কে ডাকাতি করেছে তাদের নাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের এরেষ্ট করে নাই। প্রায় একমাস পরে অজিত দেব বলে একজন লোককে এরেষ্ট করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাকে জামিন দেওয়া হয়। ৩৯৫ I. P. C. এবং ৩৯৬ I. P. C.এ ডাকাতি ধারায় এরেষ্ট করে তৎক্ষণাৎ জামিন দেওয়া আর ৫৪ Cr. P. C.তে এরেষ্ট করে মাসের পর মাস আটকে রাখা এই হচ্ছে আজকে আমাদের যে শাসন নীতি, সেই শাসন নীতির ব্যবস্থা এই ভাবে চলছে। আর একজন গৌরাঙ্গ দাস—আপনারা তদন্ত করবেন। একটা গরু চুরির কেসে দারোগা বলে বহু লোকের নাম আছে। তার ফলে একজন একজন করে ডেকে নিয়ে তারপর বলে যে টাকা দাও এবং গৌরাঙ্গ দাস ১০০ টাকা দিয়ে তার মুক্তি আনে। তার বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট নাই, এজাহারে, এফ, আই, আর, এ কোন জায়গায় রিপোর্ট নাই, নাম নাই কিন্তু তাকে ১০০ টাকা দিয়ে মুক্তি কিনে আনতে হয়।

আবার কিরকমভাবে ক্রিমিন্যাল পোষণ করে আমাদের এই সরকার আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেইটা হচ্ছে পুলিশ ভেরিফিকেশান কিরকমভাবে হয় এটার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে সুধীর দাস সান অব লেট বরোদা দাস, সিমনা। সুধীর দাস এখন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। ১৯৪৩-৪৪ সালে সিমনা তহশীল কাছারীর মানি মিস এপ্রোপ্রিয়েশন করার জন্য তার একবৎসর জেল হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে মাধু মাঝি নামে একটা লোক যে ৬ মাস পূর্ব্বে মারা যায়, তার নাম জাল করে সে একটা দলিল করে। তার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট হয়। তারপর সে এখান থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। তারপর সে ১৯৫৮ সালে সেই সাদা

টুপি পড়ে এবং সিমনার প্রাইমারী কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়। তারপর সব বদলে গেল। কোন অভিযোগ নাই, সে মুক্ত, সে সাধারণ মানুষ হিসাবে বিচরণ করে কারণ সে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এবং ইদানিং তার পুরস্কার স্বরূপ সে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। তদন্ত করবেন কিনা, আমি চেলেঞ্জ করছি, এর তদন্ত উনারা করবেন কিনা, যে কি রকম একটা ক্রিমিন্যালকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী করা হয়েছে।

(চীফ মিনিষ্টার :—ক্রিমিন্যাল যেই হবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে)

হ্যাঁ, সে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হয়েছে।

তারপর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা আউট পোষ্ট করছি পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ভিতরে করছি শান্তি শৃঙ্খলা। পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যখন দাবী জানিয়েছিল সাতছরি আউট পোষ্টের জন্য, কারণ সিধাই পি, এস, থেকে কাতলামারা একটা আউট পোষ্ট। কাতলামারা থেকে ঠেংগাইবাড়ীর মধ্যে কোন আউট পোষ্ট নাই সে বর্ডার প্রায় ২০ মাইল। সেখানে জনসাধারণ দাবী জানিয়েছিল, দরখাস্ত করেছিল যে সাতছড়ির দিকে একটা আউট পোষ্ট করা হোক। সেখানে কেটেল লিফটিং হচ্ছে শুধু কেটেল লিফটিং নয় জোর করে খালের বাঁধ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছে পাকিস্থান রাইফেল । আজ পর্য্যন্ত সেখানে এইরকম কোন আউট পোষ্ট দেওয়া হয় নাই, আউট পোষ্ট হল কোথায়—১২ মাইল অভ্যন্তরে। আউটপোষ্ট হল, কোথায়? সেই বেলবাড়ীতে ১২ মাইল অভ্যন্তরে আউট পোষ্ট হচ্ছে—শান্তি শৃঙ্খলা—সেখানে বলা হয়েছে ইন্টারিয়রে আউট পোষ্ট হচ্ছে শান্তি শৃঙ্খলার জন্য। আপনারা investigation করুন, রেকর্ড নিন, থানায় আছে যে কোন্ জায়গায় কতটা ক্রাইম হচ্ছে, কোন জায়গায় কতটা ডাকাতি হচ্ছে, কোন জায়গায় কতটা রবারি হচ্ছে। সেই ডাটা আছে সেই ডাটা নিয়ে দেখুন যেসব জায়গায় আপনারা Out Post করেছেন সে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছে কিনা এবং আউট পোষ্ট করাটা ঠিক হয়েছে কিনা।

মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আমি আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি মামলায় কিভাবে হ্যারাস করা হয়, পুলিশ কিভাবে হ্যারাস করে। মগলীবন একটা জায়গা নিয়ে গোলমাল। আমি কোন পক্ষের কথা বলছিনা। আমি বলছি ৯ মাস আগে সেই জায়গাটি নিয়ে গোলমাল হয়। ৯ মাস আগে কিন্তু পুলিশ এরেষ্ট করেছে, আজ পর্য্যন্ত কোন চার্জশিট দিচ্ছে না এব এই লোকগুলি সেই ট্রাইবেল লোকগুলি, প্রতিদিন আগরতলায় আসছে, উকিলকে পয়সা দিচ্ছে এবং যাচ্ছে, আসছে আর যাচ্ছে ১৫ দিন অন্তর, মাসের অন্তর। কোন রকম পুলিশ রিপোর্ট নাই, কোন রকম চার্জশীট নাই, কোন রকম ফাইন্যাল রিপোর্ট নাই। এটা যদি হ্যারাসমেণ্ট না হয় তাহলে হ্যারাসমেণ্ট কাকে বলে?

আমাদের মাননীয় একজন সদস্য অবশ্য তিনি বলেছিলেন যে পুলিশ এরেষ্ট করবার ক্ষমতা রাখেন। হি হ্যাজ গট রাইট টু এরেষ্ট দি কালপ্রিট। কাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কিন্তু সংশোধন মনীন্দ্রবাবু করেছিলেন কিনা জানিনা তবে তিনি বলেছিলেন সেটা আমি বলছি। তা ঠিকই কারণ এরেষ্ট কিভাবে করা হয় তার কতগুলি উদাহরণ আমি দিচ্ছি এবং আশা করি তারা এনকোয়ারী করবেন এই জন্যই এনকোয়ারী দরকার। আমরা দেখেছি যে আবদুল গফুর, বিষ্ণুপুর, ধর্মনগর তাকে এরেষ্ট

করা হয়েছে। তার যে সুগার কেন ছিল সমস্তগুলি পুলিশ জোর করে নিয়ে নিয়েছে। অন টুয়েন্টি থার্ড সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ আমরা দেখেছি একটা মেয়েলোক পাণ্ডাওয়ালা এবং আরেকটি মেয়েলোক অব সোনামুড়া, আনন্দপুর আবদুল লতিফের ওয়াইফ, আরেকজন সিরাজুল ইসলামের ওয়াইফের উপর যখন পুলিশের কয়েকজন লোক অত্যাচার করতে যায় তখন সে চিৎকার করে উঠে এবং তখন সেই পুলিশকে ধরা হয় এবং যখন পুলিশকে ধরা হয় তখন বহু পুলিশ এসে সেই গ্রামবাসদের এসল্ট্ করে এবং তাদের সাংঘাতিক ভাবে মারধোর করে। এইগুলির নোটিস দেওয়া হল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে, ডি, এম এর কাছে, এ, এস, ডিও কাছে থার্ড এস, ডি, ও'র কাছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ৯।১।৬৪ আমরা দেখেছি আলি আহাম্মদ এবং আবদুল গফুর সোনামুড়া তাকে পুলিশ এসাল্ট করেছে এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এনেছেন। এই রকম সিরীয়াস ব্যাপার যে হতে পারে যে আলি আহম্মদের দাড়ি পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। এই রকম যে একটা সভ্য জগতে হতে পারে এটা ধারণার অতীত। তাও সেখানে সংঘটিত হয়েছে এবং আমাদের একজন মাননীয় সদস্য মনসুর আলীকে এই বিষয়ে জানান হয়েছিল এবং সেখানকার সার্কেল অফিসারকেও জানান হয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয় নাই। মাননীয় সদস্য মুনসর আলি বোধহয় সুযোগ বুঝেই আজ অনুপস্থিত রয়েছেন তা না হলে আজ তাকে বিশেষ উদ্‌বেগে পড়তে হত। ১।৩।৬৪ তারিখে আনসর আলি প্রভৃতি মাছমারা, তাকেও সাংঘাতিক ভাবে এসাল্ট করা হয়েছে কিন্তু তারা কি করেছিল, তাদের কোন দোষ ছিল না তারা তাদের ধর্মীয় কর্ত্তব্য ঈদ প্রতিপালন করছিল তখন তাদের এরেষ্ট করা হয় কিন্তু তারও আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হয় নাই। এইসব সম্বন্ধে যে সার্কেল অফিসার এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন অফিসারদের জানান হয়েছিল, তার কোন কিছু প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এইসব অনেক কেস আছে যে অনেকের বাড়ী থেকে ছাগল, মুরগী, ডিম পর্য্যন্ত চুরি করে পুলিশ জোড় করে নিয়ে গেছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি সেই যে কংগ্রেস মণ্ডল কমিটির প্রেসিডেন্ট তিনি এই ব্যাপারে ডি, এম, এর কাছে টেলিগ্রাম করেছেন, এবং চীফ্ মিনিষ্টারের কাছেও টেলিগ্রাম করেছেন। কিন্তু চীফ্ মিনিষ্টার কি করেছেন—তিনি উপস্থিত আছেন, তার মুখ থেকে আমরা শুনতে চাই তিনি অস্বীকার করুন যে তিনি এই রকম টেলিগ্রাম পান নি। এই রকম অনেক কেস্ আছে যেগুলির কোন প্রতিকার হচ্ছেনা। আরও একটা কথা হচ্ছে যে আমরা জানি একটা বাজার যদি থাকে একটা এলাকায় তাহলে সেখানে আরেকটা নতুন বাজার করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কংগ্রেসের বেলায় সেটার রিভার্স হয়।

Mr. Speaker :—Is it a case of Police access ?

Shri Fromode Das Gupta :—Yes.

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :— টাকার জলা একটা বাজার আগেই ছিল। সেটা ট্রাইবেল, নন্ ট্রাইবেল মিলেই বাজারটা করেছিল। যখন ১৯৬২ সালের পরে ইমারজেন্সি ডিক্লেয়ার্ড হয় তখন ধরপাকড় আরম্ভ হল তখন কতিপয় লোক পাল্টা একটা বাজার সেখানে করল এবং যখন পাল্টা বাজার করলেন তখন সে ব্যাপার তারা সেই বাজার কমিটি পুলিশকে জানায়। তখন পুলিশ কোন রকম ইনটারফিয়ার করেনি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের পত্রিকা—গণরাজে যখন ওঠে যে সেই পুরাতন

বাজারটা বিরিফ্‌ট। সেখানে চীনা কমিউনিষ্ট আছে তারপর সেখানে বহু লোককে এরেষ্ট করা হয় ১।১১।৬৩ তারিখে এবং মাসের পর মাস তাদের হাজতে রাখা হয় কিন্তু প্রাইমাফেসি কেস্‌ পর্য্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ষ্টেন্‌ড করে নাই। চার্জসীট পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত। এই ভাবে লোককে মাসের পর মাস হাজতে রাখার যে অত্যাচার সেটার একটা উদাহরণ নয়, আরও বহু উদাহরণ আমরা এখানে দিতে পারি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আরেকটা লোক—হেমন্ত ঘোষ—

(রেড লাইট ওয়াজ লিট)

শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত :—আমি আর দুই মিনিট বলতে চাই। সেই হেমন্ত ঘোষ সাতদোবিয়ার একজন কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সময়ে তিনি কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিকে সমর্থন দিতে পারেন নি, বোধ হয় তার বিবেকে লেগেছে, বোধহয় লোকটি সৎ নয় বলেই তিনি তাঁর সমর্থন দিতে পারেন নাই, তার শাস্তি তাঁকে ভুগতে হয়েছে। কেট্‌ল লিফটার হিসেবে তাকে হাজতে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, সেই গ্রামে বহু জমির অধিকারী তথাপি তাকে জেলে থাকতে হয়েছে মাসের পর মাস কারণ তিনি একজন কেট্‌ল লিফ্‌টার এবং আমরা শুনেছি যে আমাদের চীফ্‌ মিনিষ্টার সেই নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাকে হ্যারাস করার জন্য, কেন? তার কারণ—তিনি কংগ্রেস কর্মী হয়ে তিনি কেন কংগ্রেস কর্মীকে সমর্থন করেন নি এই একমাত্র তার দোষ। রাধারমণ দেবনাথ বলে মোহনপুর ভিলেজের একজন কমিউনিষ্ট ওয়ার্কার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। কি জন্য না তিনি কেট্‌ল লিফ্‌টার—ইণ্টার ন্যাশানেল কেট্‌ল লিফ্‌টার হিসাবে তাকে ৪।৫ মাস হাজতে রেখে দেওয়া হয় তারপর তার কাছে ১০ হাজার টাকা জামিন চাওয়া হয়, তারপর জজ কোর্টে ২ হাজার টাকা জামিনে সে মুক্তি পায়। সেই মুক্তি পাওয়ার পর এখানে দেখা যায় কি যে তার প্রথম মামলাটা যে মামলায় সে ৬ মাস হাজতে ছিল সে মামলার চার্জসীট পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং সে খালাশ পেয়েছে। এই যে তাকে হেরাসমেনটা করা হ'ল তার অর্থ কি? এমন একটি দুইটি কেস নয়, এ রকম বরাবর চলছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক কারণ যেখানে একটা হাউসের উপর দাঁড়িয়ে একজন দায়িত্বশীল সদস্য বলতে পারেন যে পুলিশের অধিকার আছে একিউজডকে পিটানো, এসাল্ট করা সেটা সংবিধান বিরোধী নয়, মানবতা বিরোধী নয়, যখন তারা বলতে পারেন, তার উস্কানি পুলিশকে দেওয়া হচ্ছে, কারা দিচ্ছে, না কংগ্রেস দল তার স্বার্থে, দলীয় স্বার্থে কারণ সে জানে পুলিশের সাহায্য ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নাই নিজেদের স্বার্থকে বজায় রাখার। তাদের প্রোগ্রামে গরীবকে সাহায্য করার কোন কথা নাই, তারা প্রপ্রাইটি ক্লাসের ইনটারেষ্ট দেখে, কায়েমি স্বার্থকে তারা বড় করে দেখে এবং তারা জানে তাদের সংগঠনকে বাড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিশের সাহায্য নেওয়া। কিন্তু অত্যাচার দ্বারা সংগঠন কোনদিন বাড়েনা, সংগঠন বাড়ে তার কাজের দ্বারা, তার প্রোগ্রামের দ্বারা এবং জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি যারা করে তারাই সংগঠনকে বাড়াতে পারে। অত্যাচারে যে সংগঠন বাড়ে সেটা তাসের ঘরের মতই দুইদিন পরেই ভেঙ্গে পরবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister Shri S. L. Singh.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা রিজলিউশান এনেছেন এজ পুলিশ একসেস ইন দি রুরেল এরিয়াস অফ ত্রিপুরা…

Mr. Speaker :—The resolution is there, so you need not read ;

Shri S. L. Singh :—সেটা সম্বন্ধে আমার প্রথমেই বলতে হয় যে ত্রিপুরার গ্রাম্য জায়গাতে কোনখানে কোন পুলিশ এক্সেস নাই এবং যেই প্রস্তাব তারা উত্থাপন করেছেন এবং তার সাথে সাথে যে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ত্রিপুরাতে সিভিল লিবারটিজ পুলিশের কার্য্যের ফলে ব্যাহত হচ্ছে এই যে প্রস্তাব এর মধ্যে রাখা হয়েছে এটাও সম্পূর্ণ অমূলক। পুলিশ এখানে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যে আছেন এবং থাকবেন। অতএব আজকে এই জায়গাতে আমার হাউসের সামনে স্পীকারের মারফত নিবেদন করতে হচ্ছে যে যখন তাদের বক্তব্য উনারা পেশ করেছেন তাতে দেখা যাবে যে যেখানে ঘর পুড়েছে সে জায়গাতে কমিউনিষ্ট কর্ম্মী রয়েছে, যেখানে বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে সেখানে কমিউনিষ্ট কর্ম্মী, কেট্‌ল যেখানে লিফটেড হচ্ছে ইণ্টারনেশান্যাল কেট্‌ল লিফট হচ্ছে সেটাও কমিউনিষ্ট কর্ম্মী করছে—তারা নিজেরাই বলছেন। বিলোনিয়াতে ঘর পুড়েছে তা কমিউনিষ্ট কর্ম্মী তারা সেটা বলেছেন। তাহলে ঘর পুড়া, কেটল লিফট, তারপর লুটতরাজ সব কাজেই যেটা তারা বলেছেন সেটা হচ্ছে কমিউনিষ্ট কর্ম্মী। তার কারণ আছে সেজন্যই তারা বলেছেন। যার কারণ হল এই ১৯৫০ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি সংগ্রাম ঘোষণা করে, সেই সংগ্রাম হল যে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করবে এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরা এবং তেলেঙ্গানাতে তাদের কার্য্য স্থুরু হল এবং ত্রিপুরায় সেই উদ্দেশ্যে শান্তি সেনা নাম দিয়ে মিলিটারি ঢঙ্গে মিলিটারি ট্রেইনিং দেওয়া হল এবং তার সাথে সাথে আরমস্‌ এমিউনিশন কালেক্‌ট করে টু ওভার থ্রো এ গভর্ণমেণ্ট উইথ আরমস্‌ রিভলিউশন, তার উদ্দেশ্যে এই জায়গাতে সিধাই থানাতে আক্রমণ করে, সিধাই থানা লুট করে সেখানকার বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ইত্যাদি নিয়ে যায় এবং সেখানে মাল মশলা যা ছিল বারুদ কার্তুজ ইত্যাদি নিয়ে যায়। তারপর সেখানকার যে হাত কড়াগুলি ছিল সেইগুলিও তারা নিয়ে যায়। চেব্রিতে যে ফরেষ্ট অফিস ছিল সেই ফরেষ্ট অফিস আক্রমণ করে তা থেকে, রাইফেল, টাইফেল ইত্যাদি নিয়ে যায় এবং একটা সংখ্যক মিলিটারি যে ছিল তাদের একটা অংশ ষ্টেনগান ইত্যাদি নিয়ে তাদের দলে ভিড়ে যায়। তারপর থেকে তারা জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করতে স্থুরু করল, তার কারণ হল এই যে তারা জানে যে তাদের এই মতলবকে, এই উদ্দেশ্যকে, এই রিভলিউশনকে যারা বাধা দিবে তাদের কণ্ঠকে তারা নিস্তব্ধ করবে। তার উদাহরণ সেই খোয়াইতে অসংখ্য আছে। সেখানে সেই টি, গার্ডেনের শ্রমিককে হত্যা করা হয়, সেখানকার অনেক পার্ব্বত্য প্রজাকে তারা নিহত করেছে, হত্যা করেছে। আর যদি উদ্বাস্তু যারা সেই উদ্বাস্তুদের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করত, জ্বালিয়ে দিত। তারপর ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের তহবিলকে পুষ্ট করে। এবং যেখানে ত্রিপুরায় গান্‌ ছিল সেই সমস্ত নিরীহ পার্ব্বত্য প্রজার থেকে সমস্ত গান্‌ তারা ছিনিয়ে নিয়ে যান, মারধর করে নিয়ে যান। তারপর সেই সরকারী নির্দ্দেশ দেওয়া হয় ১৯৫০ সালে যদি আন-লাইসেনসড গান্‌ থাকে যেন সেই গান ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অদ্যাবধিও সেটা চলছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে যাদের কথা বলছেন সেই কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মী, তারা নিজেরাই বলছেন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীও আমাদের সেই জায়গাতে স্পেসিফিক চার্জ পেয়ে এরেষ্টড হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে তাদের কাছে আন-লাইসেনসড গান ইত্যাদি থেকে সমস্ত কিছু আছে। অতএব তার দ্বারা এই প্রমানিত হচ্ছে যে এখন পর্য্যন্ত তারা সেই কাজকে

চালিয়ে যাচ্ছে। চাইনিজ এগ্রেশনের সাথে সাথে আমরা আশা করেছিলাম যে,যে সমস্ত গান কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে আছে, তাহা লুট করে নিয়েছেন জোর কের মানুষের থেকে নিয়েছেন, সেই সমস্ত আর্মস্ তারা এট্ওয়ানচ্ ডিপোজিট দিয়ে দেখাবে যে চাইনিজ্ এগ্রেশনকে ষ্টপ করার জন্য তারা প্রস্তুত। কিন্তু দেখা গেল এই তারা সেই সমস্ত আর্মস্ এমিউনেশন এবং তাদের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সেইটাকে অব্যাহত রেখে জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে, ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের দলে ভিড়াবার প্রচেষ্টা তারা করছেন। সেইটা যখন সরকার জানতে পারে তখন দেশের নিরাপত্তার জন্য, দেশের প্রটেকশনের জন্য যারা চৈনিক কমিউনিষ্ট পন্থী তারা এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন এই সন্দেহ করে, এই ভিত্তির উপর, তাদেরকে এরেষ্ট করা হয় দেশেও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য। তারপর একটা কথা বলা হয়েছে যে একটা মেমোরেণ্ডাম ওনারা প্রাইমমিনিষ্টারের কাছে দিয়েছেন তারপর হোম মিনিষ্টারের কাছে দিয়েছেন তারপর চিফ কমিশনারের কাছে দিয়েছেন। তারপর সেই মেমোরেণ্ডামের আলোচনা কালে আমাদের বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেখানে ছিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না, আমি ছিলাম না, I was not present.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— Chief Commissioner's memorandum, where you pleaded.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— নো, সেখানে কোন মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়নি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : দেবেন বলে, দেওয়া হবে বলে আপনাদিগকে বলা হয়েছিল, ইয়েস particularly you have submitted the memorandum after our pressure that you should submit the facts and at that time you were present there and you too মাননীয় সদস্য Arms finding এর জন্য যে Arms পাওয়া যাচ্ছে এর পরিপ্রেক্ষিতে উনি বলেছেন যে এখানে আর্মস তৈরী করা হচ্ছে। সেইটা ওরা বলেছেন এবং তার স্বপক্ষে বললেন যে মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজার আদেশ বলে পার্ব্বত্য প্রজারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার অধিকারে অধিকারী এবং সেই অধিকারের অধিকারি সম্পন্ন হয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করছে। মাননীয় সদস্যের জানা থাকা উচিত যে নেটিভ ষ্টেট্ ক্লাস' কারোই অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কোন অধিকার ভারতবর্ষে ছিল না। তবে তাদের আমলে, অস্ত্রশস্ত্র সেইটা তৈরী করার জন্য তারা অনুপ্রাণিত করে সেই লোকের প্রটেক্‌শনের জন্য যখন কোন দল, উপদল সেখানে যায় বে-আইনি এবং সেই অনুসারে তাকে আমরা ধরব এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর উপায় নাই। কারণ আর্মস্ এক্ট অনুসারে তা বে-আইনি, অতএব এটা বে-আইনি। বে-আইনি অস্ত্রশস্ত্র রাখাও বে-আইনি। অথচ বে-আইনি ভাবে অস্ত্রশস্ত্র রাখবেন অথচ ওকালতি করবেন এই যে—

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় সদস্য যদি কোন আউটসাইড এসেম্‌ব্লী কোন কথা বলার এলিগেশন নিয়ে আসেন উইদাউট প্রুফ এ্যাণ্ড উইদাউট এভিডেন্স সেইটা লেজিস্লেসার ফ্লোরে আনতে পারেন কিনা? আউটসাইড লেজিস্লেসার চিফ কমিশনারের সঙ্গে কি আলোচনা হল সেই সম্পর্কে কোন মাননীয় সদস্য রেফার করতে পারেন কিনা উইদাউট সাপ্লাইং দি ডকুমেণ্ট।

Mr. Speaker :—I would tell the Hon'ble Member that this shows that many things have been said about this and words, some talks or some discussions took place outside, some action took place outside but all the Members are producing them on the floor of this House without any evidence, without any proves.

Shri Birchandra Deb Barma :—মাননীয় সদস্য Chief Commissionerএর সঙ্গে যে discussion করেছেন সেইটা একটা…………

Mr. Speaker :—No matter whether the Chief Commissioner is a High Government Official I admit but there are petty officials might have been or might be individual citizen, might have been so, if it is pressed in all the cases that have been applied, because we have allowed.

Shri Bir Chandra Deb Barma :—What is the procedure here ?

Mr. Speaker :—Procedure, if we insist on the procedure, you see, then the volume of speach will be greatly diminished, so I am allowing amount of gratitude in this, because we are at the first stage of this institution.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে শুধু চিফ কমিশনারই ছিলেন না আমিও উপস্থিত ছিলাম, শুধু চিফ কমিশনার ছিলেন না।

Mr. Speaker : I would draw the attention of the Hon'ble Chief Minister about timings, he is to finish it.

Shri S. L. Singh :—I want time because কালকে উনি বলেছেন মেমোরেণ্ডামকে চেলেইঞ্জ করেছেন এবং মেমোরেণ্ডাম ঘটিত যে ব্যাপার আছে সেইটার উত্তর আমি ওয়ান বাই ওয়ান যদি না দিই তা হলে—

Mr. Speaker :—Yes, that is quite wel-come, that will be convincing to them also, they may be satisfied, I may allow more time, that might be total time at our disposal. So I would request the Hon'ble Chief Minister to deal with that, concrete reply to concrete questions.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মেমোরেণ্ডাম এ ছিল যে গণতন্ত্র ব্যাহত হচ্ছে, সিভিল লিবার্টিজ ব্যাহত হচ্ছে, সে জায়গাতে আমরা দেখছি যারা চৈনিক আক্রমণের পরে তাদের সংগঠনকে সাবভার্সিব মোভমেন্টের জন্য, আর্মস্ রিভলিউশনের জন্য প্রস্তুত করছিল সেই জায়গাতে সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যাহত করে পুলিশ তার কর্তব্য সম্পাদন করছে কারণ শান্তি সেনার কথা আমরা আগেই বলেছি এবং কি ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতো, আর্মস্ কালেকশন করছিল তাও আমরা এখানে বলেছি এবং তার সাথে সাথে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন এই হাউসে যে তাঁরা চৈনিক আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁরা নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের এ' সাভার্সিভ মোভমেন্ট রিভেলিয়ানের জন্য চাইনীজ আক্রমণের সাথে তারা তা প্রস্তুত করছে। সে জন্যই এসমস্ত

প্রস্তুতকারী সিভেলিয়ানকে সংগঠনের জন্য ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছিল সে ষড়যন্ত্রকে পুলিশ ব্যর্থ করেছে। তারপর কতগুলি স্পেসিফিক কথা বলা হয়েছে, যেটা এলিগেশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এই রকম কোন কিছু কংগ্রেসের কর্মীরা পুলিশের সহযোগিতায় কোন কাজ করেন নি। পুলিশ স্পেসিফিক যেটা চার্জ পেয়েছে, ক্রিমিন্যাল চার্জে সেই জায়গাতে তাদের ধরেছে। তারপর বলা হয়েছে যে জঙ্গুতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্সে, শ্রীশচীন্দ্রলাল সিং, দি দেন চেয়ারম্যান অব দি টি, টি, সি, এবং সুখময় সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন এবং সেই মিটিং-এ দশরথ দেববর্মার কুশপুত্তলিকা ও নৃপেন চক্রবর্তীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কারণ জনসাধারণের এইরকম উষ্মা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের এই চৈনিক কম্যুনিষ্টদের যদি ভারত রক্ষা আইনে তাদেরকে ধরা না হত তাহলে পরে হয়ত জনসাধারণ তাদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করে ফেলত। অতএব এই জায়গাতে বলা হয়েছে যে আমাদের এই ইন্‌ষ্টিটিউশনে যখন যাই তখন সেই ইন্‌ষ্টিটিউশনে আমাদের এই জনসাধারণ তাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। তারা চৈনিক আক্রমণকে এবং চৈনিক কমিউনিষ্টকে, যারা দেশের বিভীষণ বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে তাদের সত্যিকার মত জ্ঞাপন করেছে। অতএব এটা বে-আইনী কোনদিনই নয়। তারপর বলা হয়েছে যেখানে এনকোয়ারী এলিগেশান কতগুলি করছে ল্যাণ্ড ডিসপুট সম্বন্ধে যে আক্রাবাড়ী, শান্তিনগর প্রভৃতি জায়গাতে, গোপাল নগর প্রভৃতি জায়গাতে কতগুলি ল্যাণ্ড ডিসপুট সম্বন্ধে কথা বলা হয়েছে। সেই জায়গাতে শান্তিনগরে ৩৩৩ জন ল্যাণ্ডলেস পারসন সেখানে এনলিষ্টেড হয় এবং তার মধ্যে ১৯৯ জন লোককে এলটেড করা হয়। তার মধ্যে ট্রাইবেলস আছে। অতএব কাউকে সেখান থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। অতএব যে অভিযোগ তারা করেছেন সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্যের উপর নির্ভর করেই তারা করেছেন। তারপর গণরাজ পত্রিকা উল্লেখ করে (২০-১২-৬৩) রিগার্ডিং ল্যাণ্ডলেস ল্যাণ্ড ডিসপুট। এটা সর্বৈব অসত্যের উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে। বীরগঞ্জের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এস, ডি, এম, অমরপুর কোর্টে মুনিয়া কলই এবং আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। জি, আর কেস নং ১৪/৬৪—I.P.C. র ৩৭৫ ধারা অনুসারে পুলিশ নাকি তাদেরকে ধরেছে। অতএব স্পেসিফিক চার্জ এর উপর নির্ভর করেই তাদিগকে পুলিশ ধরেছে। বীরগঞ্জ পুলিশ কেস নাম্বার ১০(৫)৬৪ এবং ১৪৩/১৪৭ আই, পি, সি সেখানে নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, খাতিরাম কলই ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। তাইমলং ল্যাণ্ড ডিসপিউট সম্পর্কে আরও ৮ জনকে ধরা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে ল্যাণ্ড অব পানাকবাড়ী, বলা হয়েছে বুলু কুকি, সেখানে যে চার্জ আছে সেই চার্জ-এ তাদের ধরা হয়েছে। সেটা হল ইন কানেকশন উইথ দি কেস সেভেন পারসনস ইনক্লুডিং বুলু কুকী, এম, এল, এ, সি, পি, আই, উই আর এরেষ্টেড ইন দি কেস, চার্জ সিটেড এণ্ড ইজ আণ্ডার ট্রায়াল নাউ। তারপরে অন এনকোয়ারী ইট রিভিলস দ্যাট ওয়ান মদন দেববর্মা কাইন্ড এ কেস এগেনষ্ট প্রফুল্ল তাঁতী এণ্ড আদারস কেস নং জি, আর, ২৩৮/৬৩ কোর্ট অব এস, ডি, এম খোয়াই ইজ সাবজুডিস। দেয়ার ইজ নো পলিটিক্যাল ব্যাক গ্রাউণ্ড ইন কেস। মোগলীরাম টি এষ্টেটের কথা বলা হয়েছে যে সেখানে অযথা শ্রমিক এবং সেখানকার পার্শ্ববর্তীদেরকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে সেটা হল কেস নাম্বার ৩(৬)৬৪/৪৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৪ এ তাদেরকে এরেষ্ট করা হয়েছে এবং চার্জসিট সাবমিট করা হয়েছে। শরৎ চৌধুরী পাড়া বিশ্রাম দেববর্মা এবং উইথ সাম

আদারস। ইট ওয়াজ লায়েণ্ট অন এনকোয়ারী কোতোয়ালী পি, এস, এ যে গুরুপদ দেববর্মা এবং রবি দেব বর্মার বিরুদ্ধে একটা এলিগেশান আনা হয়েছে যে তারা কংগ্রেস কর্মী তারা সে সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে জোর জুলুম করে ১৯।৮।৬৩তে সেখানে রায়ট হয়েছে উইথ সাম আদারস সেখানে রায়ট হয় এবং মারডার হয় এবং সেই অনুসারে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং সেই অনুসারে তাদেরকে ধরা হয়। কেস নাম্বার হল ৫,৪(৮)৬৩। ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০৪ আই. পি, সি, ওয়াজ রেজিষ্টার্ড ইন চার্জসীট এগেনষ্ট বাহাদুর দেববর্মা এণ্ড এইট আদারস। ঠিক এই রকমের আরেকটা হল ইন্‌সিডেণ্ট ব্রহ্মছড়া, তেলিয়ামুড়াতে কলোড বাই দি মাস এটাক্ট অব ট্রাইবেলস ইজ নট বেসড অন ফেক্ট। ফেনা রায় সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়েছে। ফেনা রায়কে কেস নাম্বার ২৭।১১।৬৪, ৩৬৫/১৪৭/১৪৯/৩৫৩/৪৩৬/৩৮০/৩৪৪,১২০ বি,তে এরেষ্ট করা হয়েছে। এলিগেশান মেড এগেনষ্ট পুলিশ ইন দিস্ কানেকশান ইজ নট ট্রু। তারপর ফেনারায় দেববর্মা হ্যারাসড হয়েছে। এটা সত্য নয়। তারপর মহারাণীপুর তেলিয়ামুড়াতে কেস নাম্বার ওয়ান ডেইটেড ৪।৫।৬৪, ৩৯৬/৩৯৭ আই, পি, সি ওয়াজ রেজিষ্টার্ড ইন কানেকশান উইথ দিস কেস। মেঘনাথ দেববর্মা উইথ সাম আদারস ওয়্যার এরেষ্টেড বাই পুলিশ। তারপর এই জায়গাতে বলা হয়েছে তার উপর পুলিশ অনেক অত্যাচার করেছে যাতে লোকের নাম বলে সেজন্য। এটাও সম্পূর্ণ অসত্যের উপর, ভিত্তিহীনের উপর রাখা হয়েছে। কৈতারাম কলই এণ্ড আদারস, তাদের কেস নাম্বার হল ১০।৫।৬৪, ১৪৩/৪৪৭ আই, পি, সি ওয়াজ রেজিষ্টার্ড এগেনষ্ট কৈতারাম কলই এণ্ড আদারস। তারপর তাদের থেকে টাকা আদায় করেছে সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। তারপর বলা হয়েছে যে মুড়াবাড়ীতে একটা ডাকাতি হয়েছে সেটা নো ডেকয়ট ওয়াজ কমিটেড এট মুড়াবাড়ী এজ এলেজড্, বাট ডেকয়টি টুক প্লেস ইন দি হাউস অব ঈশ্বর দেববর্মা। এটা মানরায়বাড়ী সিধাই। এট নাইট ৭।৮।৬৪ এফ, আর, সিধাই পি, এস, কেস নাম্বার ৩৭৬৩, ৩৯৬ আই, পি, সিতে তারা সোপর্দ হয়েছে। যোগেন্দ্র দেববর্মা এণ্ড এইট আদারস ওয়্যার এরেষ্টেড বাই পুলিশ। দি এলিগেসন মেড এগেনষ্টওয়ান কহি দেববর্মা ইজ নট ট্রু। কমলপুর পি এস কেস নাম্বার ৯(৬)৬৭ এবং ৪৫৭।৩৮২ আই পি সি তাদেরকে সোপর্দ করা হয়েছে এই এলিগেশনে ললিত মোহন দেববর্মা, কমলপুর, পি এস কমলপুর এরেষ্ট ইন কানেকশান উইথ কমলপুর পি এস কেস নাম্বার ১০(৭)৬৪ এবং ৪৪৭।১৪৭ আই পি সি ওয়াজ লজড অন ওয়ান সুরেশ চন্দ্র দাস অব কুলাই ওভার এ ল্যাণ্ড ডিসপুট। দি কেস হ্যাজ বীন চার্জশিটেড। তারপরে বলা হয়েছে কমলপুরেতে কেস নাম্বার ২(৯)৬৪, ৪৪৭/১৪৩ আই পি সি। যোগেশ চন্দ্র দাস এণ্ড ফোরটি আদারস এরেষ্টেডে বাই পুলিশ। দি কেস ইজ পেণ্ডিং ইনভেষ্টিগেশান। ইট ইজ নট এ ফেক্ট দেট দে ওয়্যার এরেষ্টেড ফর পলিটিক্যাল রিজন এণ্ড দি এলিগেশন ইজ বেজলেস। তারপরে আর একটি কেস আছে রাধা রমন দেবনাথ অব মোহণপুর পি এস, সিধাই। এরেষ্টেড বাই দি সিধাই পুলিশ ইন কানেকশন উইথ স্পেসিফিক কেজ অফ সিধাই পি এস নাম্বার ১(৮)৬৪ চার্জ হল ৩৮০ আই পি সি। এবং ২(৮)৬৭, ৩৮০/৪১১ আই পি সি কেটেল থেফট এণ্ড হি ওয়াজ ফরওয়ার্ডেড টু দি কাষ্টডি অব মাজিষ্ট্রেট। এলিগেশন মেড এগেনষ্ট দি পুলিশ ইন দিস কানেকশান ইজ ভেগ ওয়ান। শীতল দেববর্মা পি এস খোয়াই ওয়াজ এরেষ্টেড বাই খোয়াই পুলিশ ইন কানেকশান উইথ খোয়াই পি এস কেস নাম্বার ৪, ৮(৫)৬০, ৩০২/১৪৯/২০১/১২০ বি আই পি সি। দি কেস ওয়াজ চার্জশীটেড। নাম্বার ৩৫ ডেইট

২৮।৮।৬০ এগেনষ্ট শ্রীশীতল দেববর্মা এণ্ড সিকস আদারস। দি কেস ইজ পেণ্ডিং ট্রায়লস। অন এনকোয়ারী ইট এপিয়ারস্ ইন বিশালগড় পি এস, সূর্য্য কুমার দেববর্মা এণ্ড এলিস। দি এলিগেশণ মেন্‌সাণ্ড নো টাইম অর পিরিয়ড হোয়াইল কম্যুনিষ্ট সাপোর্টারস ওয়্যার এরেষ্টেড বাই পুলিশ হোয়াইল ওয়ান গঙ্গাচরণ দেববর্মা লজড এ কেস ১৪৩।৩৪২ আই পি সি। ওয়ান ব্রজেন্দ্র দেববর্মা, অব দেবরাবাড়ী, পি এস সিধাই ওয়াজ এরেষ্টেড বাই পুলিশ অন দি ষ্ট্রেংথ অব ওয়ারেণ্ট অব এরেষ্ট ইস্যুড বাই দি কোর্ট, এস ডি এম ইন কানেকশান উইথ কেস নাম্বার ১০০। এম ।৬৩ সি আর পি সি। সেইড ব্রজেন্দ্র দেববর্মা ওয়াজ ডিসচারজড এট দি কোর্ট আফটার ট্রায়াল। তারপর একটা কেসের কথা বলা হয়েছে a case no 107. A Criminal Procedure case was instituted in the Court of S D. M. by a private party Smt Sabitri Devi, wife of Late Nimai Deb Barma of Taisanira and Teliamura against Birendra Deb Barma extend the aforesaid case and no other case Both the persons necessarily taken allegation, could be traced out in Khowai Magistrate এবং যে কথা বলা হল সেটার সংগে কোন পলিটিক্যাল গ্রাউণ্ড নেই।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Chief Minister to let me know if all the cases are to be cited here ?

Shri S. L. Singh :—Yes, all the cases.

Mr. Speaker :—Then it will take a very long time,

Shri S. L Singh :—Because they have submitted a Memorandum and challenged me yesterday to give all the reports

Shri Nripendra Chakraborty : I would request the Hon'ble Speaker to allow some more time for this discussion. Bacause it is very important discussion and it would be doing justice to the Chief Minister, If he is allowed time to give answer to each of these cases, that will be helpful to us also,

Mr Speaker :— Yes, this comes from the Opposition, I may allow more time,

শ্রীসিংহ : তারপর বলা হয়েছে a good number of unliscenesed gun was recovered from the possession of the tribals which were reported to be kept concealed with the knowledge of the other tribals of the locality with some ulterior motive and that very motive disclosed to the others. The action of the Police regarding the recovery of the unlicensed guns and arrest of person in this connection has no connection with the publication of Ganaraj on his comment as alleged. কারণ স্পেসিফিক্ চার্জে সেগুলিকে এরেষ্ট করা হয়েছে। Indra Kr. Deb Barma with 19 others were arrested in specific case following the recovery of unlicensed Arms from the house of said Indrakumar Dev Barma which referred to the Kotwali P. S. case No. 100(8/63 U/S 25(a)Arms Act and 11 of West Bengal Security Act. The case has been chargesheeted

against 21 persons and is pending trial. The police brought the accused persons under arrest on the strength of evidence collected during the investigation and not as per request of others as alleged Some persons belonging to tribal community who indulged in picketing by not allowing the people in general to attend the Takerjala Market on market days were arrested by police in connection with the BISALGARH P. S. case No. 7(10)63 U/S 11 of West Bengal Security Act No. 120 B) I. P. C. with a view to maintain Law and Order in the area. It is not a fact that police took any action against them as per publication in "Ganaraj". The fact of the case of Thakuraitilla P. S. Belonia is that case No. 8 dated 26/1/63 at 11 West Bengal Security Act and Rule 35(b)(c) D. I. Rule, 1962 was registered in Belonia P. S following the information lodged at the said P. S. vide entry No 1008 dated 26/1/63 against Nani Gopal Sirker and other for the offence of dishonouring the National Flag etc. ; The Case was charge-sheeted.

The fact of the case concerning Sudhanva Tripura is that on 14/12/63 one Umi Kumar Tripura of South Hichachhera, P. S. Belonia lodged a case at Belonia P. S, vide case No. 4 dated 14/12/63, 436 I. P. C suspecting Sudhanya Tripura and his associates. The case was entered in F. R as true vide No. 12 dated 27/2/64 in which Shri Sudhanya Tripura suspected by investigation Officer to be responsible for commission of the offence. It is not a fact that police took action of the aforesaid case on the basis of publication of the Ganaraj of 24/12/63 as alleged. It is not also a fact that any people insulted the National Flag at Kailasahar 'Alaka' on the Independance Day, 1963 as revealed on enquiry.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The Hon'ble Minister speaking will have the floor.

Shri S. L. Singh : -(Chief Minister) :—Sital Deb Barma, of P. S. Khowai was arrested by Khowai Police in connection with Khowai P. S. case No. 4 dt 8. 5. 63 U/S. 302/149/201. 120B I. P. C. and the case was charge sheeted vide No. 35 dt. 20. 8 63 against said Sital Deb Barma and 6 others. The case is pending trial.

On enquiry, it appears that no such case was instituted in Bishalgarh P. S. by Surja Kumar Deb Barma as alleged. The allegation contains no time or period when Communist supporters were arrested by Police. One Ganga Charan Deb Barma lodged a case U/S. 143/342 I. P. C. with Khowai P S. in connection with which Police arrested some persons during investigation.

One Brajendra Deb Barma of Debrabari, P. S Sidhai was arrested by Police on the strength of warrant of arrest issued by the Court of S. D. M., Sadar in connection with NGR/case No. 100/M/63 U/S. 107 Cr. P. C. Said Brajendra Deb Barma was discharged from the Court after trial.

It is not a fact that the police took action on the aforesaid cases on the basis of the publication of "Ganaraj" dt. 24/12/63 as alleged.

It is not also a fact that any people insulted the National Flag at Kailasahar aleka on the Independence Day, 1963 as revealed on enquiry.

Shri S. L. Singh :—In this connection Bishalgarh P. S. case No. 7(7)64 U/S 426/379 I. P. C. was registered on the information of one Hari Charan Deb Barma against nobody by name. Police made no arrest in connection with the said case and the case ended in F. R. as true, Hence, the allegation under reference against one Sachindra Deb Barma, alleged Congress agent is not based on facts.

It is not a fact that a mass arrests were made by Police at Bamutia area as per instigation of one Chandra Kumar Datta because of his defeat in Panchayet Election as alleged.

Rajendra Sarkar and 6 others (2 of whom belong to scheduled castes) were arrested by police in connection with a specific case vide Sidhai P. S. case No. 2(7) 64 U/S. 395/397 I. P. C, but it is not a fact that they were arrested for joining hands with the "Kishan Sabha".

It is not a fact that Hemanta Ghosh was arrested by police on similar grounds ; on the contrary he was arrested in connection with Kotwali P. S case No 8(5)64 U/S. 395/397 I. P. C

One Sudhir Chandra Paul was arrested on 30. 3 64 by Baikhora police vide G. D. entry No. 755 dt. 20. 3. 64 on the charge of commission of the breach of peace and creating terror to the voters by the said Sudhir Chandra Paul and his associates on the day of Panchayat Election of Debdaru. P S. Baikhora (on 30. 3. 64) Subsequently he was prosecuted U/S 107 Cr P C. No other arrest excepting Sudoir Paul was made by police on that day.

On enquiry it revealed that no such case against Pan Kumar Mog was filed as alleged, though no particulars (date, time. father's name and address etc.) have been mentioned in the allegation.

Sidhai P. S. case No. 3(12)62 U/S 41/35 D/S) of D. I. Rules was registered on allegation of one Sudhir Karmakar of Krishnanagar T. E. against Debendra Deb, Krishna Karmakar, Sukram Tanti and Ganesh Karmakar. The case was charge sheeted.

No evidence could be had during enquiry that the congresscites tried to bring him (Krishna Karmakar) under their fold giving him hope of withdrawal of the case against him as alleged.

No Kinachand Chakma of Dasda, P. S. Kanchanpur was arrested by police along with Dukhia Charn Chakma in connection with Kanchanpur P. S. case No. 4(11)62 U/S. 11 of West Security Act. The case was charge sheeted.

About the complaint of police partisanship, it revealed on enquiry that no such incident took place in the office of the C. P. I., Khowai, but it was learnt on

enquiry that the case No. 17(5)63 U. S. 436 I. P. C. was registrred at Dharmanagar P. S. on the complaint of one Mukunda Lal Biswas against nobody by name. The case was duly investigated by police and returned F. R. T. U/S. 380 I. P. C. Hence, the allegation against police is baseless.

On enquiry it reveals that no case was lodged either by Magan Deb Barma or Bharat Deb Barma with the police on 12th Paus last but it was learnt that one Magan Deb Barma s/o, Jogendra Deb Barma of Dinabandhu Nagar, P. S. Kotwali lodged a complaint on 2. 1. 64 with the Sadar Magistracy against Manindra Deb Barma and others vid case No. CR/3/64 U/S. 506/145 I. P. C The facts of the case were that on 27. 12. 63 corresponding to 11th Paus the alleged accused person assulted one Bharat Deb Barma and released him after realising Rs. 200/- from him. It was not mentioned in the complaint that at the time of occurrence Usha Deb Barma and Bisha Lakshmi were assaulted. The accused persons appeared before the Court being summoned and the accused persons were discharged by Magistrate during trial due to no appearanee of the complaiant. Hence, the allegation is not true.

A dacoity was committed in the house of one Surendra Deb Barma and in this connection Kotwali P. S. case No. 38(3)64 U/S. 395/397 I. P. C. was registered. This was a dacoity committed by unknown persons or person. During investigation police arrested two persons on suspicion of having been concerned with the crime and seized some properties left by culprits on their way of retreat. So, allegation made against police holds no water.

On enquiry it was revealed that no such complaint was lodged by Ramesh Deb Barma of Kalyanpur against Gagan Chandra Deb Barma and others at Khowai P. S. as alleged.

No case appears to have been reported with police by the "Grampradhan" of Lathabari, Khowai against Subhendra Deb Barma and others as alleged.

No case appears to have been lodged with policee by Mangol Deb Barma of Purbalakshmichara, Khowai as alleged.

On enquiry it was revealed that Gouranga Telanga and 64 others including some women were arrested by police in connection with Khowai P. S. case No. 15 dt. 19. 7. 63 U/S. 149/447/379 I. P. C. The case was charge sheeted against 12 accused persons and it ended in acquittal. It is not a fact that Tima Telanga was brought before the Subedar of Ashramtari B. O. P. and he was forced to sign a statement disowning the communist party on the threat of arrest as alleged.

During the year 1962-63 the law and order situation was quite normal. The required B. O. Ps had been set up through out the whole Border of Tripura and the required Police Camps have also been set up in the interior Zones of Tripura to open up areas and improve the law and order situation through out

the whole State and Border areas of Tripura extending about 550 miles. Hence, the allegations are baseless, and malicious. Baikura is a Police Station and a B O. P. was opened between Belonia and Rajnagar

No such incident was reported to Sadar P. S. and no further enquiry was possible for want of particulars of the incident and hence, the complaint appears to be a vague one.

One enquiry it revealed that no such incident took place at Kalyanpur as alleged. No specific particulars of the incident have even been supplied. Hence, the allegation is baseless

On enquiry it revealed that one Rajdhan Deb Barma of West Rajnagar (not of Santinagar as alleged) with 10 others were arrested in connection with Khowai P. S. case No. 7 (10)63 U/S. 342/323 I P. C. on the complaint of Shri Syam Chandra Deb Barma of Rajnagar.

The allegation of collecting Rs 300/ is not based on facts as learnt on enquiry.

Shri Krishna Kumar Deb Barma and others were arrested in connection with Khowai P. S. case No 2.(5)64 U/S 143/448/354 I. P. C. on the complaint of Smti. Kampinnessa of Rajnagar.

The allegation of collecting Rs 70/- is not based on facts as learnt on enquiry.

No evidence could be had during enquiry in support of allegation of collection of Rs. 500/- from one Nala Kumar Deb Barma and 7 others

No evidence also could be had during enquiry in support of the allegations of collection of Rs. 30/- as bribe from Eisa Chandra Deb Barma and of Rs. 50/- from Brojendra Deb Barma.

NATIONAL INTEGRATION IN DANGER

It is not a fact that the national integration. Civil liberty and democratic rights are in danger and hence the allegations made against the ruling party appear to be baseless and malicious inspired by political background of the C. P. I. News paper "Sanghati" was an issue of (E. I. T. U.) the Eastern India Tribal Union (eddited by Ajit Bandhu Deb Barma) of Agartala which was elequent in supporting the Tribals only.

On enquiry it revealed that a good number of Hindusthanis attended a mass meeting held at Pachaibari in which Shri Sukhamoy Sengupta, Hon'ble Development Minister attended, but it is not a fact that they shouted slogans ("Down with Tripuris". No evidence could be had in support of the allegation that non-Hindustani people ousted the poor Hindustani Telengas from their rightful occupation of land at Asharambari, Khowai as alleged.

GOVT. OFFICIALS FEEL DEMORALISED.

The allegations are based on presumptions or after thoughts and not on specific instances and hence, these are vague. Security money was demanded from the press as per law.

Sri Aghore Deb Barma M. L. A. (C. P. I.) was arrested after due investigation in connection with the specific case of defalcation of money of co-operative society which refers to Bishalgarh P. S. case No. 8(5)64 U/S. 409/477A/201/204 I. P. C. He was forwarded into custody under arrest while S. D. M. Sadar refused his prayer of bail and consequently he was kept in hazat for some time. There was no connection between his arrest and the general Hartal organised by the C. P. I. and others.

Shri Bulu Kuki, M. L. A. (C. P. I.) was also arrested by Birganj Police in connection with a specific case which refers to Birganj P. S. case No. 7(5)64 U/S 11 of West Bengal Security Act.

It is not a fact that the said C. P. I. leaders were arrested by police on the basis of flimsy pleas; they were arrested for their specified criminal activities.

Action against all sorts of criminal activities are taken by the Govt. Hence the allegation are baseless

RESTORE NORMAL CONDITION.

It is not at all a fact that the criminal cases are instituted as per instructions or directions of the ruling party. Criminal cases are started on specified criminal activities against the persons responsible for the same. No specific instances have been cited in the allegation under reference and hence, the allegations are based on presumptions and thoughts and not on facts

REPLY OF DEMANDS.

(1) Question of withdrawl of cases under specific sections of laws against any particular person or persons does not arise

(2) The Government is always sympathetically looking into the matters of land dispute, evictions etc. for the end of proper justice and law & order is being properly maintained throughout the whole State.

(3) Legal actions are being taken against corrupt Officers. One Sub-Inspector of Police has been recently convicted by the Hon'ble District & Sessions Judge, Agartala on charge of corruption against him.

(4) No cement.

(5) Necessary permission for holding meetings and taking out of processions are being generally accorded by the Government except under special circumstances on a very few occasion in the interest of maintaing law & order in the State.

(6) All democratic rights are being enjoyed by the people of Tripura in general. The law & order situation of Tripura is normal and peaceful and hence, the question of restoration of normal conditions in Tripura does not at all arise.

Cases in connection with land dispute :

SADAR

(1) On enquiry it revealed that no case was started against Maniram Deb Barma as alleged in connection with a land dispute with the owner of Meglibond T. E So, the allegation is far from truth.

(There was a criminal case between the management of the garden and some tribal peasents (6 persons as mentioned in the F. I. R) & others vide Sidhai P S. case No. 3 (6) 64,U/S.447/148/149/324 I. P. C. in which the accuseds were sent up in charge sheet for trail in the Court.)

(2) On enquiry it revealed that no incident evicting the tribal jumias by congress agents took place at Tirajbari and no such complaint was lodged with police as alleged The date or possible of filing any case either in P. S. or Court is not mentioned in the allegation

(3) No land dispute betwee the management of Kalachara T. E. and the Bastee labours took place in the recent past and it is not fact that the management of the garden took police help to prevent Bastee labours in cultivating their own lands.

(4) On enquiry it was revealed that it is not a fact that Nafrai Deb Barma is trying to evict Debendra Deb Barma of Barkathal (Sadar) from his own land and there is no such information with the local police from Debendra Deb Barma against Nafrai Deb Barma.

(5) On enquiry it was revealed there was a strained relation between some displaced persons and Bahadur Deb Barma of Jirania concerning land matters. The congress agents (alleged) had no concern with the said affairs and on the other hand Bahadur Deb Barma and 8 others were arrested in connection with a specific case which refers to Kotwali P. S. case No. 54(8)63 U/S.147/148/149/304 I.P.C.

(6) On enquiry no evidence could be had in support of the allegation. The date and probable time of the occurrence are not also mentioned in the allegation.

(7) On enquiry it was revealed that one Rabi Deb Barma of Nanda Kumar Kobrapara, P. S. Kotwali was arrested along with 11 others in connection with a specific case which refers to Kotwali P. S case No. 6(12)63 U/S.148/149/364 I P.C. But the alleged complaint of attempt of seizing standing crops of the accuseds by alleged Congress agents is not based on facts.

10

KHOWAI

(1) On enquiry it was revealed that one Mongal Deb Barma filed a case in the Court of S. D. M., Khowai against some Tanties vide C. R. Case No. 298/63 U/S.379 I. P. C. and being summoned by the Magistrate the accuseds appeared before the Court. So, the question of arrest of the accuseds by the police does not arise and hence, the allegation against police is baseless and malicious.

(2) No comment, as the case is subjudice in the Court of District & Sessions Judge, Tripura.

(3) On enquiry it was revealed that Lakshmi Charan Telenga of Paschim Karangichera, Khowai filed a petition seeking redress U/S. .41 Cr. P. C. against Brindaban Das in the court of S. D. M., Khowai which refers to case No. Misc. 52/64 U/S. 144 Cr. P. C. So, the question of arrest of the accuseds does not arise. Hence, the allegation is malicious.

(4) On enquiry it was revealed that no such case was reported to Khowai P. S. as alleged. (No particulars (date, time etc.) have been mentioned in the allegation to prove the truth).

(5) No evidence could be had on enquiry that Ashu Sabdakar is being encouraged by congress people to forcibly occupy the jote-land of Amullya Kumar Das.

(6) On enquiry no evidence could be had in support of the allegation and no case was reported to Khowai P S. in respect of land- disputo between Bhuban Deb Barma and Gobardhan Nath as alleged.

(7) No evidence regarding trying for eviction of Khepangrai Deb Barma from his plot of land by Basanta Deb Barma as alleged was avilable locally.

(8) No evidence was available locally in support of the allegation that Dukhia Tanti and others forcibly occupied the jote land of Iswar Deb Barma at Sonachara, Santinagar, Khowai. But Iswar Deb Barma and some others were arrested in connection with a specific case which refers to Khowai P. S. case No. 2 dt. 2. 9. 63 U/S. 143/447/379 I. P. C. which has been returned in charge sheet.

(9) On enquiry no evidence could be had in support of the allegation that the jote-land Gurudayal Deb Barma of Betchara, Khowai was forecibly occupied by Dukhai Tanti, but in connection with Khowai P. S. case No. 2(9) 63 U/S.143/447/379 I. P. C. 5 persons were arrested. The case ended in charge sheet showing one more persons as absconder.

(10) On enquiry it revealed that S D. O., Khowai asked Kara Chand Deb Barma to vacate possession of a plot of Khash land which was being illegally possessed by him.

No evidence could be had in support of the allegation that Dukhai and others illegally came to the possession of the land in question.

(11) It is fact that Adhin Chandra Deb Barma of Mukta Chandrapara, Khowai was given Zumia grant of Rs 300/- but it is not at all a fact that he was forcibly evicted from his land by Nepal Das and others as revealed on enquiry.

(12) On enquiry it was revealed that no parson ca-e was registered by Dukhia at Khowai P. S against Harendra Deb Barma and others as alleged.

(13) O enquiry no evidence was available regarding forcible eviction of Sujit Marak from his land by Dukhai & Co. as alleged.

(14) On enquiry it was revealed that no such cases were registered or instituted either in P. S. or Court as alleged.

(15) On enquiry no evidence could be had that Rai Mohan Deb Barma and others were evicted by Dukhia & Co. from the land reclaimed by Sonadhan as alleged.

(16) On enquiry no evidence was available about ousting of Harendra Deb Barma and others from the Khas land reclaimed by them as alleged.

AMARPUR

(1) In connection with land dispute between Harendra Kalai and Anil Chakraborty, vide Birganj P. S. Case No. 5(1)63 U/S 447/148/326/149 I. P. C. was registered against Harendra Kalai and others The accuseds were sent up in-charge sheeted and the case is pending trial in the court for the ends of justice.

(2) On enquiry it was revealed that the allegation against O/C. Birganj P S and so also about eviction ofSubodh Lal Jamatia of Malpasa, P. S. Birgonj by Aswini Das and others was not established to be true.

(3) On enquiry it was revealed that a large number of triables under the leadership of Shri Bulu Kuki M L. A. and Shri Kunja Deb Barma forcibly evicted one Gobinda Rudra Paul and members of other 13 families from the bonafide possession of their lands at Palkabari and established a tribal coloney on the lands of Gobinda Rudra Paul and others. In this connection the superior executive officers had to visit the places and a temporary Police Camp was to be opened there for the maintenance of law & order in the area.

A specific case vide Birganj P S. case No 7(5) 64 U/S. 11 of the West Bengal Security Act was started in which 5 persons were arrested. The accuseds were sent up in-charge showing 3 more persons as absconders and the case is pending trial in the court for the ends of Justice.

(4) On enquiry it was revealed that a large number of tribals under the leadership of Khatiram Kalai and others also forcibly took possession of land owned by one Nripendra Chakraborty s/o. Late Radha Kishore Chakraborty and others Taislong, P.S. Birganj and established a tribal colony there. In this connection a specific case vide Birganj P. S. case No. 10(5)64 U/S. 143/447 I. P. C, was started in which 8 persons were arrested. The accused (25 in all) were sent up in charge sheet showing 17 persons as adsconders. It is not a fact that O/C Birganj P.S. was helping one Gouranga Saha in the act of evicting Khatiram Kalai and others of Nagrai from their lands.

KAMALPUR

(1) On enquiry it was revealed that some people of the adjoining areas of Darangtilla Tea Garden were encroching the land of the said T. E. In this connection Kamalpur P. S. Case No. 11 (5) 62 U/S. 148/447 I.P.C. was registered as per complaint of the Garden authority in which 34 persons were arrested and sent up in charge sheet. The case is now pending trial in the court.

DHARMANAGAR

(1) On enquiry it was revealed that no police case was registered against Sushil Bhattacharjee and others at Dharmanagar P. S. but Shri Bhattacharjee with others are facing trial in a direct party case lodged with S. D. M., Dharmanagar vide C. R. Case No. 169/63 filed by one Sahadeb Bhumita of Sarala T.E.

SABROOM

(1) On enquiry it was revealed that in connection with land dispute between 'Jotedars' Shri Anjan Mog Choudhury and 'Bargadars' Suicha Mog and others at Chalitabankul. Two counter cases were registered at Sabroom P S. in which 4 persons including jotedar were arrested. Police than issued warning notice to both the parties for mainteneance of peace and tranquality in the area. The Magistrate then took action U/S. 145 Cr P. C. directing both the parties not to go to the dispute land pending final decision by the court. On the strength of notices issued by the court U/S. 107 Cr. P. C 23 persons appeared before the court in connection with this.

(2) On enquiry no evidence could be had in support of the allegation that the wife of Satish Nandy served eviction notices upon her Ryots of Chalitabankul.

(3) On enquiry it was revealed that one Sridhan Tripura s/o. Dwrika Tripura filed a case to the Magistrate against Rati Ranjan Roy, Mon Mohan Das, Tarani Das, Paresh Deb & Nil Mohan Sarkar of Sateband Colony in connetion with dispute of 5 gandas of land only. The case ended in acquittal by the Magistrate. But it is not a fact that a tribal has been forcibly deprived of 5 kanies of land on the plea that a tank has to be constructed on it, as alleged.

(4) On enquiry it was revealed that on Rumati Tripura of Kalapania possessed 5 kanis of jungle-land under "bandabast" from the Government in

the year 1954. In the year 1956, Rumati Tripura left for Chatakchari to reside there permanently leaving the land uncared for. Then one Aswini Biswas reclaimed the land and possessed, after that Aswini Biswas sold, his right of possession to one Aswini Bhowmik who is now residing there.

But it is not a fact that one Samar Roy is evicting Rumati Tripura from his land as alleged.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এদের প্রত্যেকটি Memorandum-এর একটি একটি করে সবটির উত্তর দিয়েছি। এখন এদের কতগুলি ইস্তাহারে তারা বলেছেন যে চৈনিক আক্রমণকে সমর্থন করেন না। সেটা আমি কিছুটা পড়ে দেখাতে চাই যে তাদেরই Issued Circularএ তারা কি বলেছেন। চীনের সীমান্ত আক্রমণ—উহার পরবর্ত্তী সময়ে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর মধ্যে partyর আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম আবার সঙ্কটজনক আকার ধারণ করিতে থাকে। চীনের আক্রমণের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের প্রশ্নই শুধু নয় কংগ্রেস সরকারের প্রতি মনোভাব অন্যান্য বহু আদর্শগত পর্য্যায়ে মতবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। তারপর কমরেড অজয় ঘোষের মৃত্যু, নাম্বুদ্রিপাদের পদত্যাগ, পুরোপুরি ভারতরক্ষা আইনে তাদের পার্টির নেতৃত্বের একটা বিরাট অংশকে গ্রেপ্তার করার ফলে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সঙ্কট ছড়াইয়া পড়ে। পার্টির আভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলা ক্রমশঃই একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতি উপেক্ষিত হয় এবং তাহা পার্টি ভাঙ্গনের পক্ষে গুরুত্ব দেয়। এই পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মত বিরোধ অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। যদিও পার্টি বর্ত্তমানে দ্বিধাবিভক্ত এবং যদিও একথা সত্য সারা ভারতে পার্টি কেন্দ্র কলিকাতা, বোম্বাই—সারা ভারতে ২টা Party Congress-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু একথা মোটেই সত্য নহে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তাহার শেষ সীমায় এসে পৌঁছিয়াছে এবং সেই ব্যাপারে তারা কি নীতি গ্রহণ করেছেন সেটাও আমাদের দেখা দরকার এবং সেই জন্য আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি তাদের লেখা থেকে বার করে পড়ে শুনাচ্ছি এবং তার সাথে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাও বলছি। তারা বলেছে দুইটা পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হচ্ছে, একটা left তারা Chinese কে সমর্থন করেন। আর rightকেও তারা সমর্থন করেন। তারা rightকেও কিছু বলবেন না, leftকেও কিছু বলবেন না। তার মানে চীনের আক্রমণকে. ভারতবর্ষের সীমান্ত চীন আক্রমণ করেছে, ভারতবর্ষের মাটিকে চীন আক্রমণ করেছে এবং তাদেরই ইস্তাহারে দেখা যাচ্ছে যে তারা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। তবে আমরা খুব আশ্বস্ত হতে পারি যে Left Communist যারা তাদের নাম যদি মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকে জানিয়ে দেন, তার সাথে আরও আমরা বিশ্বাস আনতে পারব যে সমস্ত Arms and amunitionও সেই ১৯৫০ থেকে অদ্যাবধি সংগ্রহ করে মজুত রাখা হয়েছে এবং শান্তিসেনার মারফতে সেইটা কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টায় আছেন তখনই তাদের আন্তরিকতা আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারব। আর যদি তারা arms তৈয়ারী করার কাজটি থেকেও বিরত থাকেন, কারণ arms তৈয়ারী করার জন্য তারা প্রলুব্ধ করছেন জনসাধারণকে ঐ সমস্ত জায়গায়.—যে যে জায়গায় তাদের cell আছে। অতএব এই সমস্ত কারণেই পুলিশ তৎপর হয়েছিল তাদের এই arms Revolutionকে বন্ধ করার জন্য এবং তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, তাদের ঐক্য এই আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেটা

অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তাতে ভারতবর্ষে তারা চৈনিক আক্রমণের সঙ্গে জড়িত এবং বিভীষণের ভূমিকায় তারা কার্য্য করতে চান। দেশের প্রত্যেকটী নাগরিক, গণতন্ত্রীকামী মানুষ এবং যারা যারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিশ্বাস করেন তারা প্রত্যেকটী মানুষই জানেন যে চীনের এই আক্রমণ হয়েছিল, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে ধ্বংস করার জন্যই। অতএব পুলিশ আভ্যন্তরীণ এই সংগঠনকে নষ্ট করে দিয়ে ভারতবর্ষের নিরাপত্তাকে রক্ষা করেছে। তারপর আর একটী কথা এখানে নিবেদন করতে হচ্ছে Speaker-এর মারফতে যে এই memorandum তারা উত্থাপন করেছেন এটা তাদেরই প্রচারের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে, পার্টির সংস্থাকে যেটা হয়ত right-এর দিকে যাচ্ছিল সেটাকে তাড়িত করে—এমন কতগুলি জিনিষ তারা উত্থাপন করতে যাচ্ছেন যার ফলে তাদের left সংস্থাকে শক্তিশালী করে তারা জোরদার করতে চান। চীনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চান। ভারতবর্ষের এই অবস্থা সত্ত্বেও চীনের সাথে পাকিস্তান সংযোগ করছে, তার সাথে মিতালী করছে এবং তার সাথে সাথে যদি আভ্যন্তরীণ ভাগে এইভাবে কার্য্যকলাপ চলতে থাকে ভারতবর্ষের কোন নাগরিকই সেই কার্য্যধারাকে বরদাস্ত করবেনা। আইন ও শৃঙ্খলা সেটা বরদাস্ত করতে পারেনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে যারা arms revolution করতে যাচ্ছেন জনসাধারণের কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, জনসাধারণকে বাধ্য করার যে প্রচেষ্টা- ঐ সমস্ত অঞ্চলে গেলে পরে tax নিয়ে যেতে হবে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে জমি রাখতে হলে তাদের থেকে সই নিতে হবে। ঐ সমস্ত কার্য্যকে বন্ধ করার জন্যই এবং ত্রিপুরার যে frontier সেই frontier এবং অভ্যন্তর দুই দিকে রক্ষা করার জন্য B. O P যেখানে যেখানে দরকার হয়, Police Camp যেখানে যেখানে দরকার হয় সেখানে তা স্থাপন করা হচ্ছে। নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে যারা এই কথা বলতে চান যে Police Camp কেন এখানে আছে—যেমন আজকে আমি এখানে উদাহরণ দেব, করোঙ্গীছড়ার কথা বলব, খোয়াইতে Police Camp রাখা হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে সেখানে firing continuously চলছে। তাদের কথা হল এই চীনের সাথে পাকিস্তানের মিতালী হয়েছে তোমরা আর সৈন্যসামন্ত কোন কিছু রক্ষা করোনা, তোমরা সমস্ত গুটিয়ে সরিয়ে দাও আমরা যাতে নির্বিকার চিত্তে চালিয়ে যেতে পারি। সরকার তাহা কোন দিনই সহ্য করবেনা, তার প্রতিটী ইঞ্চি মাটি রক্ষা করার জন্য তার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য পুলিশের দরকার আছে, সৈন্য সামন্তের দরকার আছে এবং সেই দরকার অনুসারে সেটা রাখা হয়েছে। তবে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হবে যারা লুণ্ঠন করেছে, মানুষকে হত্যা করেছে, rape করেছে, তাদের সেই arms revolutionকে কার্য্যকরী করার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ ব্যাহত হচ্ছে, তারাই আজ অসন্তুষ্ট হতে পারেন, ভীত হতে পারেন কিন্তু ত্রিপুরার নাগরিক যারা তারা এই কার্য্যে অভিভূত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri N. Chakraborty :— মাননীয় Speaker Sir, যে প্রস্তাবটি এখানে আনা হয়েছে যারা ত্রিপুরার পুলিশের access হচ্ছে, এ সম্পর্কে আমরা একটা Judicial Enquiry চাই। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দীর্ঘ যে Report সে Report থেকে সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে এবং তিনি নিজে সেকথা

স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে এখানে একটি rebellionকে বন্ধ করার জন্য একটা rebellion এর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছে এবং সশস্ত্র rebellion তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেয়ে তারা একাজগুলো করেছেন। এই Report দেওয়া হলো হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে, এই যে মামলার ফিরিস্তি দেওয়া হলো, মাননীয় Speaker Sir, আমি সেদিনও বলেছিলাম যে Chief Commissioner এর সামনে মুখ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমি বলেছিলাম, আপনি একটি ঘটনার কথা বলেন যে গত দু'বছরে একটি লোককে আপনারা conviction দিয়েছেন। যে আদালতের কথা বলেন সে আদালতে আজও এখানে ও Chief Minister এমন একটি case দেখাতে পারেননি যে—

(Interruption)

মাননীয় Speaker Sir, আমি খুব Patiently তাঁর কথা শুনেছি এবং I want your protection from his disturbance.

Mr. Speaker : — I would request the Hon'ble ohen Minister and of all his side let the Hon'ble Member go on.

Shri N. Chakraborty :— একটি case তিনি দিতে পারেন নি, যে case এ court এ যাওয়ার পরে আসামীদের শাস্তি হয়েছে। দু'বছর হয়ে গেছে case, দেড়বছর হয়ে গেছে, হাজতে রয়েছে, Charge sheet ও দেওয়া হয়নি এমন case ও এর মধ্যে অনেকগুলো রয়েছে। মাননীয় Speaker Sir, কালকেও একথা এখানে বলা হয়েছে যে ওরা writ petition করে না কেন? মাননীয় Speaker Sir, এই যে List দেওয়া হয়েছে তাতে যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে শতকরা ৯৯ জন হচ্ছে Tribal দেববর্মা, কলুই এবং বিভিন্ন Tribal এবং এই রাজ্যের মধ্যে যেহেতু Tribalরা Communist পার্টিকে সমর্থন করে সেইজন্য তাদের এখান থেকে নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধ ওরা শুরু করেছেন। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই যারা এই যে কংগ্রেস সরকারের যুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছেন, টাকার জন্য নয়, গদীর জন্য নয়। অতুলনীয় দেশপ্রেম তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে জেলে যেতে, হাজতে থাকতে, লক্ষ লক্ষ টাকা মামলায় খরচ করতে আত্মরক্ষার জন্য। তাঁ-রা-ই সত্যিকারের দেশ প্রেমিক। চোরাকারবারের জন্য নয়, মুনাফাখোরীর জন্য নয়, জমিদারীর জন্য নয়। ওরা সাধারণ গরীব, সবচেয়ে গরীব এখানকার যে উপজাতীয়, ওরা আদর্শের জন্য লড়াই করছে। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি যে এই যে communism এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এটা কত বড় একটা ব্যর্থ প্রয়াস ওরা শুরু করেছেন, আমি জানি যে এটা কখনও সম্ভব হবে না। আমি আজকে মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করছি যখন বৃটিশ ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করে, সেই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিলেন। তখন আমাদের মহাত্মা কি বলেছিলেন—তিনি বলেছিলেন "There is no questioning the fact that the Balshevic ideal has behind it the purest Sacrifice of countless men and women. Who have given up their all for its sake and an ideal sanctified the Sacrifices of such master spirits as Lenin cannot go in vain. The noble example of their renunciation will be emblazoned for ever and quicken and purify the ideal as time passes " মাননীয় Speaker, Sir, এরা সেই ideal এর জন্য

লড়াই করছেন সেই Communism Bolshevic ideal. রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা ৩০ বৎসর ৩৫ বৎসর আগে একথা বলেছেন। তখনও Terrorism চলেছিল এর বিরুদ্ধে। সেই সম্পর্কে গান্ধীজী কি বলেছেন? তিনি বলেছেন "It seems to me that the motive behind these prosecution is not to Care Communism. It is to strive terror One thing is certain, terrorism like plague has lost its terror for the public, মহাত্মার পক্ষে একথা বলা সম্ভব। ঐ যে সরকার তোমরা terrorsism কর, মানুষকে terrorise করার চেষ্টা করেছ It is a plague, it is not terror to the public. Because the public know, the medicine, the weapon to be used against terror. মহাত্মাজী একথা বলেছিলেন, তিনি জানতেন না যে মহাত্মাজীর নাম করে তাঁর শিষ্যেরা এই terrorism চালাচ্ছে আজকে দেশের উপরে। আমি একটা গোপন কথা এখানে বলতে চাই—গোপন এই জন্য যে আমি publicityর জন্য বলছি না. ১৯৩০ সালে যে হাজার হাজার লক্ষ ছেলে জেলে যাওয়ার জন্য গান্ধীজীর ডাকে বের হয়েছিলেন, আমিও সেদিন ছোট কলেজের ছেলে বের হয়ে প্রথম জেলে গিয়েছিলাম এবং আদর্শের জন্যই গিয়েছিলাম। এই যে Fundamental rights তাকে রক্ষা করার জন্য আমরা বেড়িয়েছিলাম, গান্ধীজীর ডাকে মহাত্মাজীর ডাকে—তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন—The safest and quickest way to defend these rights is to ignore restrictions we must speak the truth under shower of bullets. We must band together in the face of bayonets. No cost too great for purchasing those fundamental rights. And on these there can be no compromise, no perleying, no conference."

This is what my master taught me. এটা আমাকে শিখিয়েছেন মহাত্মা এবং সারা জীবন আমি জানি যারা সত্যের জন্যে, যারা fundamental rights এর জন্যে struggle করে তাদের সামনে there is no question of compromise. আমি এখানে আবার বলছি ওরা আমাদের bonafidies সম্পর্কে প্রশ্ন করে, কখনও বলে আমরা Chinese agents, কখনও বলে আমরা Pakisthani agents, কখনও বলে আমরা Naga দের agents, যদিও আমরা জানি যে আমাদেরে যখন জেলে রাখা হয় Supreme Court-এ এখানকার Chief Commissioner একটি এফিডেফিট দেন. সেই এফিডেফিটে আমাদের কেন আটক রাখা হয়েছে তাহার কারণ তিনি দেখিয়েছেন। তার মধ্যে চীনের কথা নেই, পাকিস্থানের কথা নেই, নাগাদের কথাও নেই। কথা আছে ওদেরে ছেড়ে দিলে, ঐ পাহাড়ীদের মধ্যে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে ওরা গিয়ে গণ্ডগোল করবে, এই কথাই আছে। চীনের কথা নেই, পাকিস্থানের কথা নেই এবং আমি জানি আমাদের এখানে ওদের কাছ থেকে Certificate নিতে হবে না। যারা চোরাকারবারী, চরিত্রহীন, যারা fascists গুণ্ডা, তাদের কাছ থেকে Certificate নিয়ে দেশের কাজ করবো? সে কম্যুনিষ্ট পার্টি করেনি, করবে না। কারণ আজকে পৃথিবীতে কম্যুনিষ্টদের জয়যাত্রা হচ্ছে এবং সমগ্র পৃথিবী আজকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করছে। মহাত্মাজী জানতেন না যে তাঁহাকে হত্যা করার জন্য ওরাই ষড়যন্ত্র করবে। আজকে সে কথা বেড় হচ্ছে, তদন্ত কমিটি বসছে, জানতেন না যে ওরা শুধু তাকে হত্যা করছেন না তার আদর্শকেও হত্যা করছেন। The greatest Criminal is the rulling party, মাননীয়

Speaker Sir, এখানে প্রকাশ্যে ওরা বলেছেন, প্রকাশ্যে Chief Minister বলেছেন যে ওরা যদি বাইরে থাকতো ওদেরে শেষ করে দিত। আমরা জেলে নিয়ে ওদেরে রক্ষা করেছি। আমি জিজ্ঞেস করি যে গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়টা Communist জনসাধারণের হাতে মারা গেছে? ওরা চেষ্টা করেছেন ত্রিপুরাতে, কিন্তু পারেন নি। যদি পারেন আজও ওরা চান আমাদের eleminate করতে, যেমন ভাবে ওরা eleminate করেছেন মহাত্মা গান্ধীকে। আমি জানি যে ওদের কাছে ওদের নিজেদের লোকও যারা সাচ্চা তারা থাকতে পারবেন না। কারণ এখানে fascists এর রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং এ কথা আমি নই ওদের লোক গোবিন্দ সহায় বলেছেন—We are bringing fascism in the name of Socialism.

তিনি আক্ষেপ করেছেন যে আমরা মুখে Socialism এর কথা বলছি, কিন্তু We are bringing fascism in the name of Socialism. তিনি আরো বলেছেন; আমি তার কথাটাই বলছি, Administrative apparatus যা আমরা British থেকে পেয়েছি। সেটা হচ্ছে পুলিশ State. সেই পুলিশ State ত্রিপুরায় দেখছি সে পুলিশ State এর চেহারা কি সেটাই আমরা এখানে পরিষ্কার দেখছি। মাননীয় Speaker, Sir, আমি ত একথাই চেয়েছি যে আপনারা প্রমাণ করুন যে আমরা চীনের Agent। মাননীয় মন্ত্রী একজন এখানে বলেছেন, এই House এর সামনে বলেছেন যে Chinese Card পাওয়া গিয়াছে। বেশত, জুডিশিয়াল এনকোয়ারী হবে। সেখানে আপনারা এই Chinese Card produce করুন। সেখানে দেখান যে ওরা সব Chinese agent। সেই Challenge গ্রহণ করেন না কেন? এত ভীতু কেন? ওরা বলছেন arms এর কথা; উনি বলেছেন Chief Commissioner এর কাছে আমি কি বলেছি; সে কথাত আমি গোপনে বলিনি। Communist Party কোন কথা গোপনে বলে না। এখানে আমাদের memorandum এ লেখা আছে "recovery of unlicensed gun, Country made gun in Tripura" is not a new thing and there is nothing sensational about this. আমরা বলেছি—though holding of such unlicensed gun can never be supported, and it is punishable early law. The Tribal people possess them here as well as in the tribal areas all over the Country in order to protect their Jum Crop from wild animals. আমরা এও বলেছি normally unlicensed guns are discovered, the hore of the gun and unlicensed weapon is arrested and given punishment under Act. আমরা চাই যারা unlicensed gun রাখে তারা punished হোক। কিন্তু ওরা কি করেছেন? বেলবাড়িতে, unlicensed gun পাওয়া গিয়াছে! সেখানে ২১টা লোককে, ওরা সমগ্র গ্রামের লোককে গ্রেপ্তার করেছেন। সেটা কি? অন্য কিছু নয়, এই যে এত list দেখেছেন। মাননীয় স্পীকার মহোদয় ওদের মধ্যে কি এমন মানুষ কেউ নেই, যারা এটা লক্ষ্য করছেন যে এটা একটা অবিচার সমগ্র কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এটা Specific কোন প্রশ্ন উঠে না। যদি তাই হত, তা'হলে কি একটা বিচারও হত না? কাজেই এটা কোন Specific question নয়, এটা হচ্ছে একটা war against opposition সেটা Democratic opposition, যার প্রতিনিধি হয়ে আমি এখানে বক্তৃতা দিতে এসেছি, সেই Democratic Countryতে ওরা, fascistরা ওখানে বসে আছে বলেই ওটাকে suppress করছে।

আমি জানি আমরা যদি ডাকাত হই, যদি সত্যি সত্যি চীফ্ মিনিষ্টার বিশ্বাস করেন আমি rape করি মেয়েদের, ডাকাতি করি, murder করি, কারণ কমিউনিষ্টকে বলা আর আমাকে বলা এককথা—তাহলে তো তাদের সহজ হয়ে যায়, D. I. R, দরকার হয়না, তারা তো rape case দিয়ে আমাদের জেলে রাখতে পারেন, ওরাতো আমার বন্ধুকে গরুচুরির Caseএ ৮।১০ মাস হাজতে রেখেছেন। আমি তো চাই, যে এখানে Judicial inquiry হউক এবং আমি কত মেয়েকে rape করেছি, তার সাক্ষ্য সম্ভবতঃ চীফ্ মিনিষ্টারই দেবেন, কারণ তিনিই দেখে থাকেন আমরা কোথায় rape করেছি, তিনি সম্ভবতঃ সেখানে যান। নতুবা এরকম একটা কথা কোন চীফ্ মিনিষ্টার বলতে পারেন, যে Communist রা এখানে rape করছে, তারা কি একটা Case দেখাতে পারেন সমস্ত history of Communist Party থেকে? অথচ তিনি কেন বলেন? কারণ ঐ ভদ্রলোক, যিনি আজকে চীফ্ মিনিষ্টার হয়েছেন তিনি শুধু শচীন্দ্র লাল সিংহ ছিলেন তখন। ওর কাজ ছিল এরকম মামলা বানানো আমাদের বিরুদ্ধে এবং Judiciall Court এ Judicial Commissioner তার রায়েও তা বলে গেছেন, সে ভদ্রলোক মামলা করিয়ে ছিলেন সেই স্বস্তি সমিতির মামলা। কারণ ওটা তার ব্যবসা ছিল, এ করে তিনি টাকা পেতেন, এটা করে তিনি Communist Party কে জব্দ করতেন আর মনে করতেন যে তিনি নিজে কংগ্রেসকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেদিনে এসব করা এক কথা ছিল, কারণ সেদিন ওর হাতে গভর্ণমেণ্ট ছিল না। ওর তখন দুস্কৃতি করার ক্ষমতা অনেক কম ছিল, কিন্তু আজকে একটা দুস্কৃতি পরায়ণ লোক, যে এসব কাজ করে বেড়াত, তার হাতে যদি ক্ষমতা থাকে তার হাতে যদি পুলিশ থাকে, তাহ'লে আমাদের রাজ্যের কত বড় বিপদ এবং এই বিপদ যে শুধু Communist দের একথা আমি মনে করি না। যদি দুষ্টলোকের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে সেই ক্ষমতা শুধু আমাদের হাতে, আমাদের বিরুদ্ধে আসবে বলে আমি বলছি না, সদস্যরা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। কারণ এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, আজকে যারা শচীন বাবুর বন্ধু আছেন, কালকে তারা শত্রু হবেন না। তারা কি দেখেননি যে এরকম লোকের ক্ষমতাতে কংগ্রেসের কত member কে লোপ করে দিয়েছে। U. P. তে, বিহারে সেই সমস্ত Case কি তারা দেখেন নি' যেখানে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা বা কংগ্রেসের এই সমস্ত ক্ষমতাবান লোকেরা কংগ্রেসের বহু লোককে নষ্ট করে দিয়েছে। মামলা হয়েছে, তারা নিশ্চিন্তে বসে থাকেন না, তারা যেন মনে করেন না, যে এটা তাদের বিরুদ্ধে যাবেনা। যে কাজ ওরা এখানে করছেন সেটা বন্ধ করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একথা আশা করব যে ওরা যেন এখানে এটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন। সে ভদ্রলোক এখানে যে সমস্ত কথা বলেছেন তার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ আমরা eleminate করছি কিনা, আমরা চীনের agent কিনা, আমি জানি না বামপন্থী বা দক্ষিন পন্থীর মধ্যে এমন কোন লোক আছেন কিনা যারা চীনের আক্রমনকে সমর্থন করেন। কারণ এটা সবাই দেখেছেন যে তাদের যে প্রস্তাব কলকাতাতে নিয়েছেন সেই প্রস্তাবের মধ্যে ও এমন কথা নেই, যদি একথা বলা হয়ে থাকে যে চীনের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাও একথা বলছে, আজকে ত পত্রিকায় আমি দেখছি যে কংগ্রেসের বড় অংশ সে কথা আজকে বলছেন। আমি ত দেখছি যে বিনোবাভাবে যে কথা বলছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ সে কথা বলছেন। আমি যে দেখছি শ্রীখাদিল কর পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছেন, কাজেই ওদের মতন যারা,

fascist কায়দায় কাজ করে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু যখন ছিলেন তখন আমরা দেখেছি, যারা এসব কথা বলত তাদের চুপ করিয়ে বসিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন যে ভারতের একটি নীতি আছে, সেটা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ পথে আমাদের সীমান্তের সমস্যার মীমাংসা করা। আমাদের সীমান্তে তারা আক্রমণকারী কিন্তু আক্রমণকারী হলেও আমাদের দেশের যে সুনাম, দেশের যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা আপোষ আলোচনা চালাতে চাই বলেই, ঐ যে কলম্বো প্রস্তাব সেটা স্বীকার করে নিয়েছি। তাকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি যে ওটাকে গ্রহণ করে তোমরা আমাদের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা কর, সেটা Communist Party ও বলছে, এবং সেটা ত বামপন্থী দক্ষিণ পন্থী সবাই বলছে। কাজেই এসব কথা হচ্ছে অকেজো কথা, এবং এটা আমি তাদের জানিয়ে দিতে চাই যে Communist Partyর কোন amunities নাই, Communist পার্টি অস্ত্রের ব্যবসা করেনা। Communist পার্টি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আমাদের এখানে যে সমাজতন্ত্র উত্তরায়ন সম্ভব, যে গনতান্ত্রিক সরকার গঠন করা সম্ভব, একথা তারা স্বীকার করে এবং এটা আমার জানা কথা। কিন্তু সেটা নয়। এদের দমন নীতির পেছনে রয়েছে একমাত্র দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করা। ওরা নিজেদের লুটের রাজত্ব চালাতে পারত না, এই খাজনা বাড়াতে পারত না, যদি Communist Party বাইরে থাকত, আমরা যদি বাইরে থাকতাম, এ খাজনা বাড়ানো এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এই মূর্খের রাজত্ব কায়েম করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এই যে এখানে ওরা দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করেছে, সেটা সম্ভব ছিল না, এবং এটাই একমাত্র কারণ। সেই কারণে তারা এসব কাজ করছেন। যারা এখানে গণতান্ত্রিক শক্তি রয়েছেন তাদের কাছে আবেদন করব, যে আমরা বেশী কিছু দাবী করিনি, Judicial inquiry করা হোক and in the mean time Case গুলো তুলে নিক, আমাদের যারা জেলে আছে, তাদের ছেড়ে দিন, যারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের পূণর্বসতি করান এবং আমাদের গনতান্ত্রিক দেশে একমাত্র বিরোধীদল হচ্ছে এখানে Communist Party, সেই বিরোধী দলের মুখপত্র যে বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ তারা জানেন যে Press ছাড়া এখানে কাগজ বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে যে সমস্ত S. D. O. ও Police officer তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাদের তাঁরা শাস্তিদিন এবং সভাসমিতির সব রকম restriction তুলে নিন। এটা হল আমাদের Fundamental rights এর প্রশ্ন এবং সেই দাবী আমি আমার প্রস্তাবের মধ্যে রেখেছি এবং আমি আশা করি যে এই প্রস্তাব এখানে সমর্থন পাবে।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I would now put the question to vote. The question before the House is that "As Police excess in Rural areas of Tripura Committed during last 2 years have seriously threatend the Civil liberties and the fundamental rights of the Citizen of Tripura, this Assembly request the Govt. to institute forthwith a Judicial enquiry into all such police excesses and punish the officials found guilty of such charges after enquiry".

Mr. Speaker :– As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

Mr. Speaker : As many as of contrary opinion will please say 'NOES'

'NOES'

Mr. Speaker 'NOES' have it

The Resolution is lost.

Mr. Speaker : **I would now pass on to the next item.**

Private Members Business

(Motion)

I Shall now request Sri Atiqul Islam M. L. A. to proceed to move his motion.

"In view of the fact the Government of Tripura is making preparation for the drafting of the 4th five year plan, this Assembly is of opinion that a proper review and assessment of the work done so far under the Third five year plan will form a sound basis for the fourth plan."

For Consideration of this motion two hours have been allotted. Names of members of both the parties willing to take part in the debate may please be furnished to me.

In the meantime I would Call on the mover of the motion to move the motion.

Shri Atiqul Islam. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর কিছুদিন পরে শুরু করব, ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছি এবং এখানে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা হিসাব-নিকাশ করা দরকার যে গত plan period এ আমাদের যা টাকা ছিল তা আমরা খরচ করতে পেরেছি কিনা এবং যদি না পেরে থাকি তবে কেন পারিনি, কি অসুবিধা সে সবটা জিনিষ আমাদের পক্ষে আলোচনার প্রয়োজন। এখানে আমাদের দুইটি জিনিষ বিচার করতে হবে। প্রথমতঃ যে টাকাটা আমাদের দিয়েছিল তাহা properly খরচ হয়েছে কিনা এবং যতটুকু খরচ হয়েছে তাও ঠিক মত হয়েছে কিনা অর্থাৎ whether the amount spent for the purpose for which they are meant and whether they were spent usefully and economically, এই জিনিষটা আমাদের দেখতে হবে। আমি জানি যে গত September মাসে বা প্রত্যেক বৎসর September মাসে প্রত্যেক department একটা savings and Excess statement prepare করে। সেই statement এ তারা দেখান যে চলতি বৎসরে যে টাকাটা বরাদ্দ ছিল সেই টাকাটা খরচ করতে পেরেছেন কিনা বা কতটা করতে পারবেন বা অতিরিক্ত টাকাটা কি করা যায়। অন্য কোন খাতে ব্যয় করতে পারবেন কিনা তার একটা Statement দেওয়া হয়। আমার কাছে যদিও কোন Statement নাই, আমি জানি যে বিভিন্ন deptt. যে statement দিয়েছেন তাতে জানিয়েছেন যে সমস্ত বরাদ্দকৃত টাকা তারা খরচ করতে পারবেন না। Irrigation, Engneering, Agriculture প্রভৃতি deptt. থেকে বলেছেন এই সরকার বাজেটে আমাদের যে টাকা বরাদ্দ আছে তা খরচ করা সম্ভবপর নয়। আমি জানি যে Road Construction আমাদের ৪ কোটি টাকা Plan period এ বরাদ্দ ছিল কিন্তু ২ কোটি টাকার বেশী খরচ করতে পারা যাবে না। যে ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত থাকবে তা Agriculture এ divert করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের ২০টি Bridge করার কথা আছে, ১টি Bridge আমরা করেছি, ৫টি Bridge under Construction বাকি গুলির কোন পাত্তাই নাই এবং এটাও নিশ্চিত যে বাকী যে সময়টুকু আছে তার মধ্যে Bridge ও তৈরী করতে

পারব না। আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে ১৩টি Engineering Division আছে এবং খুব সম্ভবতঃ বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আমরা Establistment বাবদে খরচ করি, আমার সন্দেহ হয় এই খরচের অনুপাতে আমরা কোন কাজ এখানে করতে পারি কি না। আমাদের অনেক অসুবিধার কথা শুনেছি. ত্রিপুরা সরকার Asst Engineer বা তদূর্দ্ধ Officer appointment দিতে পারেননা। নিম্ন পদে Overseer বা তার নীচের পদেAppointment দিতে পারে, তার ফলে কি হচ্ছে, হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার অনেক ছেলে Engineering পাশ করার পরও এখানে Engineer এর চাকুরী করতে পারেন না। অনেক এমন দৃষ্টান্ত আছে। সরকারী বৃত্তিতে Engineering পাশ করে এসে ৬টি ত্রিপুরার ছেলে engineer এর চাকুরী না পেয়ে Overseer এর চাকুরী করছে, এই অবস্থায় তারা যে কখন Engineer এর চাকুরী পাবে তার কোন স্থিরতা নাই। আমি জানি যে আগামী বৎসরও ৪।৫ টি ছেলে Engineering Pass করে এখানে আসবে. কিন্তু বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে Engineer এর পদ যে তারা কবে পাবে তার কোন ঠিক নাই এবং overseer বা অন্য কোন পদে তাদের কাজ করতে হবে। আমি difficulties এর কথা বলছি এই জন্য যে এই সব difficulties আছে বলে আমরা তাদের উপযুক্ত চাকুরী দিতে পারি না। এই সব difficultyর যদি আমরা সমাধান করতে না পারি তবে আমাদের লক্ষ্য পথে আমরা চলতে পারব না। আমরা এও জানি যে এখানকার একজন Asst Engineer মোট যে টাকা পান এবং একজন deputation হিসাবে আগত Asst Engineer যে টাকা পান তাতে অনেক বৈষম্য। Local Asst. Engineer তার থেকে প্রায় ৩০০ টাকা কম পায়, কারণ deputationএ যে আসে সে 30% deputation allowance পায়, free quarter পায়, first class journey বৎসরে ১টি পায়, ইত্যাদি নিয়ে দেখা যায় যে প্রতি মাসে সে ৩০০ টাকা বেশী পাচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে একই qualification একই পদে থাকা সত্বেও local এর Asst Engineer যে কম টাকা পাচ্ছে এবং এই জন্য আমরা একটা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছি। আমি এটাও শুনেছি যে CPWDর staff যে সুবিধা পেয়ে থাকেন তার মধ্যে Tripura PWD র staff তাদের সুযোগ সুবিধার বেশ তারতম্য আছে। CPWD staff কম benefit পান কিন্তু যারা ত্রিপুরা সরকারের অধীনে আসলে তারা অনেক বেশী benefit পান। আর্থিক এবং অন্যান্য দিক থেকেও এবং এর ফলে আমাদের budgetএ অনেক বেশী টাকা খরচ করতে হয় যা CPWDর খরচ করতে হয় না। এই সব দিক আমাদের Engineering deptt-র বিবেচনা করা দরকার যে এগুলির সমাধান আমরা কি ভাবে করতে পারি এবং কি পদ্ধতিতে হলে পরে তার সমাধান আমরা করতে পারি। আমাদের এখানে স্বতন্ত্র State PWD থাকবে কিনা তার একটা সমাধান হওয়া দরকার। আমরা আগেও বলেছি যে এখানে একটা আলাদা State PWD থাকা উচিত। তা না হ'লে পরে আমরা এগুলির সমাধান করতে পারি না। আমরা এখানে Asst, Engineer appoint করতে পারি না এটাও সমাধান করা দরকার. কারণ তা না হলে পরে আমরা এগুলোর কোন সুযোগ সুবিধা পাব না। আমরা এটা দেখেছি যে Relief and Rehabilitation Department থেকে industry-র জন্য বিভিন্ন Co-operative throughতে অনেক টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আজকে এই সমস্ত co-operative-এ অনেকগুলির অস্তিত্ব নাই। আমি কতগুলোর নাম উল্লেখ করছি, যা নাকি আমরা Relief & Rehabilitation থেকে ৫ হাজার টাকা তার উর্দ্ধে দেওয়া হয়েছে।

তার একটা পরিমাণ। Paddy husking ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫ শত টাকা, Bidi ৬,০০০ টাকা, Weaving ২,২৮,৯০০ টাকা, Gheny ৩,৬০,০০০ টাকা, Carpentry ৭৮,০০০ টাকা, Wood and bambco processing ২৮,০০০ টাকা, Saw mill ৫৯,৫০০ টাকা Flour mill ১১,২০০ Filemanufacturing ৩০,০০০ টাকা, Dyeing and weaving ৪৯,০০০ টাকা, Fine bamboo works ৬,৪৫০ টাকা, Jute twine ১২.২২৫ টাকা, A. L. Craft ৬,৬০০ টাকা Tailoring ১৩,৫০০ টাকা, Cane and bamboo ৬,৮০০ টাকা, Mat making ৪,৫০০ টাকা, Boot shoes and leather goods ৭,৫০০ টাকা. Tanning ১৬,৪৫০, Dyeing and hand printing ৪৫,০০০ টাকা, Washing soap ৯,২০০ টাকা Hand made paper, ৭,৫০০ টাকা, gur and khandasari ৭,৫০০ টাকা, spun pipe Industry ৩০,০০০ টাকা, State manufacturing ৫,৬০০ টাকা, Hand cotton ginning ৭,৫০০ টাকা, Rice and oil mill ২৫,০০০ টাকা, Sati food ৭,০০০ টাকা, Match Factory ৫০,০০০ টাকা, Hand saw ৩৬,৭০০ টাকা, Pottery ১২,১০০ টাকা, Bamboo Mat and umbrella handle manufacturing ৮৮,২৫০ টাকা, creamery Brick kilm ২৭,৫০০ টাকা, Cabinet Machine ৭,৫০০টাকা, book making ৭,১০০ টাকা Handi craft ৭,২০০ টাকা, Electroplating ৭০০০ টাকা, Photo art ৫,০০০ টাকা Tape making ৭.০০০ টাকা, spinning and weaving ৭,২০০ টাকা, এই সব গুলো যদি যোগ করি তা হলে আমরা দেখব যে Rehabilitation Dept. থেকে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা এখানে খরচ করেছি। আমরা Co-operative কে loan দিয়েছি, কিন্তু সমস্ত industry গুলির আজকে কোন পাত্তাই নাই। Co-operative গুলিরও আজকে পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই টাকা আমরা খরচ করলাম সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে কোন Industry হল কিনা বা সেই টাকাটা সেই খাতে খরচ হল কিনা সেটা দেখা হয় না। বহু বলার পরও আজ পর্য্যন্ত মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছ থেকে কোন স্পষ্ট জবাব পাইনি। এত লক্ষ টাকা যে আমাদের আজকে খরচ হয়ে গেল তার থেকে আমরা কি পেয়েছি, কোন industry টা grow করেছে সেই জিনিষটা যদি আমরা হিসাব নিকাশ না করি তা হলে আমরা ভবিষ্যতে অগ্রসর হব কি করে? আমরা যে টাকাটা খরচ করেছি সেই টাকাটা অপচয় হল কিনা কিংবা তার মাধ্যমে কোন Industry গড়ে উঠেছে কিনা তা দেখা দরকার Cab net machine, Spinning and weaving Tape making, Taily industry এগুলো কোথায় আজকে। টাকা তো আমরা দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে শুধু Relief & Rehabilitation Dept. এর ব্যাপার এবং Industry Dept. এর কথা আমরা জানি। এই রকম বহু লক্ষ টাকা সেখান থেকেও দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজকে আমি জানি সেই সমস্ত Industry র কোন পাত্তাই নেই এবং ইদানিং দেখা যায় ১৯৫৮ সালে আমাদের অরুন্ধতীনগরে যাদের Industry state start করেছিলাম প্রায় ৩ হাজার employee নিয়ে, কিন্তু আজকে সেই Institute একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে তালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে যারা হতভাগ্য কর্মচারী তারা আজকে পথে পথে ঘুরছে। গত বাজেট অধিবেশনে আমি এই অরুন্ধতীনগর Industry র কথা House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম— যদি এই সম্পর্কে উপযুক্ত কথা না হয় এবং এদিকে তাকানো না হয় তাহলে আমরা এটাকে বাঁচাতে পারবনা। সেটা হল মার্চ মাসের কথা আজকে ডিসেম্বর মাসে এসে দাঁড়িয়েও আমরা তার কোন সমাধান করিনি, বরং আমি চোখের সামনে

দেওয়ানের যে একটা Institute একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, আমরা তার কোন প্রতিকার করতে পারলামনা। অথচ plan এর সেই টাকাটা সেখানে খরচ হয়ে গিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইদিন পত্রিকায় দেখেছি যে ৫০ টি সর্বার্থক সমবায় সমিতিকে তিন লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে তাঁত বস্ত্র তৈরীর জন্য। আমি এটা দেখেছি আনন্দবাজার পত্রিকায়, ২৪শে নভেম্বর, সেখানে তারা লিখেছে "কিছুকাল আগে ৫০টি সর্বার্থক সাধক সমবায় সমিতিকে তাঁত শিল্পের উন্নয়নে তিন লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ, এই সমস্ত সমিতি পরিচালিত সংস্থাগুলিতে তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের নামগন্ধ নাই বললেই চলে।" এই:ভাবেই তো আজকে আমাদের টাকা নষ্ট হচ্ছে। যারা Textile করে না আমরা তাদের ঋণ দিয়ে দিব, loan দিব আর যারা নাকি Textile করে তাদের কপালে loan জুটবেনা, তাদের কপালে loan পাওয়ার কোন সম্ভাবনা সেখানে নেই।

আমি সবটা ঘটনা এখানে আজকে উল্লেখ করা দরকার মনে করিনা। আমাদের যে তাঁত শিল্প সেই শিল্পকে আজকে বাঁচাবার কি চেষ্টা করছি তা আমরা জানিনা এবং আমি দেখেছি এই সংবাদে তার অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। আমি মাননীয় স্পীকারের মারফতে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব.........

আনন্দবাজার পত্রিকায়, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৪ সাল এবং তাতে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা সরকারের ঔদাসিন্যের জন্য যারা তাঁত শিল্পী তারা কোন সাহায্যই পান না, তাঁরা প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটে পড়ছেন এবং ত্রিপুরা সরকার তাদেরকে সাহায্য দিলে যে পরিমাণ কাপড় তারা তৈরী করতে পারতেন আজ তারা সেই পরিমাণ কাপড় তৈরী করতে পারছেন না এবং তাতে বলা হয়েছে যে বর্তমান যে তাঁত শিল্প সেটা অ-তাঁত শিল্পীদের হাতে যেন ছেড়ে দেওয়া না হয়। কারণ বর্তমান তাঁত শিল্প যেভাবে চলছে—হচ্ছে তাতে তাঁত শিল্পের উন্নতি হওয়ার কোন রকম সম্ভবনা নেই এবং বাহিরের তাঁত শিল্পের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতা করতে পারছেন না, তার ফলে ক্রমশঃই তারা পেছনে চলে যাচ্ছে। আমাদের এখানে প্রায় ১০ হাজার তাঁত সমবায় সমিতি আছে এবং তারা ১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড় তৈরী করতে পারে। কিন্তু তারা আজ সেই পরিমাণ কাপড় তৈরী করতে পারছেন না। পারছেন না এই জন্য যে তারা সরকারের কাছ থেকে সেই পরিমাণ সাহায্য সহায়তা পাচ্ছেন না।

তারফলে তারা ১৯৬১-৬২ সালে মাত্র ৮ লক্ষ ৬২ হাজার গজ কাপড় তৈরী করতে পেরেছিল। অতএব এই সমস্ত Industryগুলিকে যদি আমরা সাহায্য সহায়তা না করি তাহলে বাহিরের সাথে competition করে এই সমস্ত industryকে টিকিয়ে রাখতে পারবোনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্য প্রতি বৎসর flood এ আক্রান্ত হয় এবং এই flood থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা কি করছি না করছি আমি তাহা জানিনা। অন্ততঃ আমরা দেখি যে প্রতি বৎসর যখন টুরে আসে তখন তার সাথে সাথে flood ও আসে এবং তার ফলে ধান নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, গরু মারা যায় মানুষ যায়, অনেক কিছু ক্ষতি হচ্ছে এই flood এর দ্বারা। এখন কথা হচ্ছে আমরা কি এই flood থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা করতে পারিনা? আমি যতদূর জানি, এবং আমি একটি স্থানীয় পত্রিকায় দেখেছি যে তারা সংবাদ ছাপিয়েছে। পত্রিকাটা হল "সমাচার"। সেই পত্রিকায় লেখেছে ১৯৬০ সালে Central Govt. থেকে একদল expert এসেছিলেন এবং এসে

তারা flood protection সম্পর্কে একটা Scheme তৈরী করেছিলেন। সেই Scheme এ তিনটা পর্য্যায় ছিল, একটা Howrah Project, একটা Gomati Project এবং একটা other rivers project এবং তার জন্য ৬ কাটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। Central Govt. সেটাকে sanction করেছিলেন Central Hydro Electric commission সেটাকে examine করে approve করেছিলেন এবং Chief Executive Engineer Power Planning Commission সেটাকে 1956 এ অনুমোদন করেছিলেন। সব স্তরে অনুমোদিত হয়ে যখন সেটা ত্রিপুরাতে আসল ত্রিপুরার যারা কর্তৃপক্ষ তারা সেটাকে পছন্দ করলেন না, তারা সেটাকে কেটে ছেটে একটা বাঁধ তৈরী করলেন মাত্র আগরতলা শহরকে বাঁচাবার জন্য। সেই অনুযায়ী তারা আগরতলা শহরের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধ তৈরী করলেন উঁচু করে। সেই বাঁধের ফলে শহরের আশে পাশের গ্রাম গুলি বর্ষাকালে বন্যায় প্রতি বৎসর ডুবে যায়। সামান্য বৃষ্টি হলেই তার ফলে আগরতলার বিভিন্ন জায়গা জলে ডুবে যায়। আমি এইটুকু বুঝতে পারলাম না যে যেই Scheme 1954 এ আসল যে Scheme Central Govt Examine, করে approve করল। সব কিছু হয়ে গেল, তারপর সেটাকে amendment কেন করা হল? যদি সেই সময়ে সেই Scheme অনুসারে আমরা ঐ কাজ করতাম, আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিতাম তাহলে আজকে আমাদের বাঁধ সম্পর্কে flood protection সম্পর্কে একটা পর্য্যায়ে এসে পৌঁছতাম। একটা neglectful attitude থাকবার ফলে আজকে আমরা বন্যার জলে হাবুডুবু খাচ্ছি। ত্রিপুরার যে সকল স্থানে গত বৎসর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার দু' চারটি জায়গাতেও কি আমরা বন্যা প্রতিরোধ করতে পেরেছি flood protection আমরা নিয়েছি একথা আমরা বলতে পারছিনা। ১৯৫৭ সালে যে Scheme ছিল সেই Scheme অনুসারে যদি আমরা কাজ করতাম, সেই Scheme কে আমরা গুরুত্ব দিতাম তা হলে আজকে আমাদের এই দুরব এই পর্য্যায়ে পৌঁছতে হতনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা agriculture এ 1st Five year plan এ খরচ করেছি ৮ লাখ টাকা, 2nd plan এ খরচ করেছি ২৭ লাখ টাকা এবং 3rd plan এ Animal Husbandry সহ আমাদের আছে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। 3rd plan এর 1st year এ আমরা খরচ করেছি ২৫ লাখ টাকা, 2nd year এ খরচ করেছি ৩৪ লক্ষ টাকা, এবং আমরা বলছি যে 3rd year এতে আমরা খরচ করব ৫০ লক্ষ টাকা। তাহলে আমি দেখি আমরা সর্ব্ব মোট ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারি, আমাদের কাছে প্রায় ১ কোটি টাকার কিছু বেশী থেকে যায়। 3rd plan এ যে টাকা ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা তার মধ্যে আমরা প্রায় অর্দ্ধেক টাকা ও খরচ করতে পারিনা। অথচ আমি একথা ও শুনেছি যে আমাদের Agriculture এর অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক কিছু আমরা করেছি, এত টন খাদ্য আমরা উৎপন্ন করেছি ইত্যাদি। আপনারা কাগজে পত্রে যে অঙ্ক দেখাবেন তাতে আমাদের কোন লাভ নেই ত্রিপুরার জনসাধারণেরও তাতে লাভ নেই। ত্রিপুরার লোক শুধু এইটুকু দেখতে চায় যে সত্যি সত্যি ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যার কি সমাধান হল, তাদের খাদ্য বাড়ল কিনা অথবা তাদের খোরাক কমল কিনা। আমি একটা হিসাব দিতে চাই যে আমাদের রেশন কার্ড আগে কত লাগত আর রেশন কার্ড এখন কত লাগে। ত্রিপুরা সরকার দাবী করছেন যে আমাদের Production অনেক বেড়েছে, কৃষিতে অনেক খানি আমরা অগ্রসর হয়েছি ইত্যাদি এই পর্য্যায়ে এসে রেশন কার্ড আমাদের 1962 তে কত লাগত এবং 1964 এ আমাদের কত লাগে। আমার Un-starred question

এর answer আমি পেয়েছি, সেখান থেকে এই তথ্য আমি পরিবেশন করছি 1962 তে আমরা Ration Card দিয়েছি ৮২,১৮৯টা, 1963 তে সেটা বাড়ল। সেটা বেড়ে সংখ্যা দাঁড়াল ১,৫০,২৯২টা, 1964 এ আসল, সেটা আরও বাড়ল, বেড়ে দাঁড়াল ১,৮৩,৬২১ টা, ক্রমশঃ রেশন কার্ড বাড়ছে। তাতে কি এটা বুঝা যায় যে কৃষির উন্নতি হচ্ছে? কৃষির উন্নতি হলে, মানুষের ঘরে খোরাকী থাকলে কি মানুষ Ration Card নিতে আসে। তা নিতে আসেনা। আপনারা এ কথা বলতে পারেন যে বন্যা হচ্ছে, জল হচ্ছে, লোক সংখ্যা বেড়ে চলছে, অনেক কিছু হচ্ছে এবং তার জন্য Ration Card বাড়ছে। মাননীয় স্পীকার, আমি একটু সময় চাই। আমি এখনও অনেক কিছু বলতে পারিনি। আমি ধর্ম্মনগরের কথা বলি। ধর্ম্মনগর হচ্ছে ত্রিপুরার শস্য ভাণ্ডার, ধর্ম্মনগরে রেশন কার্ড ছিল ১৯৬২ সালে ৪,০৬৭ টা. ১৯৬৩ সালে হল ১৮,০৮৬টা, আর ১৯৬৪ সালে হল ২৩,০৫৭ টা। যে খানে 1962তে ছিল ৪ হাজার সেখানে 1934 এ হল ২৩ হাজার, মাননীয় স্পীকার Sir, এটা কি আমাদের কৃষির উন্নতির লক্ষণ নাকি অবনতির লক্ষণ? লক্ষণটা কিসের? লক্ষণটা কৃষির উন্নতির নয়, লক্ষণ হচ্ছে আমাদের দারিদ্রের। দারিদ্র বাড়ছে দেশে হাহাকার বাড়ছে এবং এর জন্যই তারা রেশন কার্ড নিতে বাধ্য হচ্ছে। যদি আমরা irrigation না করি, যদি আমরা Irrigation এর Development কিছু না করি তা হলে যতই food এর কথা বলিনা কেন, যতই "Grow more food, grow more food" বলে গলা চেঁচাই না কেন এই "grow more food" কাগজে থাকবে, বাস্তবে আমাদের food টা grow করবেনা। আমাদের এই না হওয়ার কারণ হচ্ছে lack of Policy। Irrigation এর দিক দিয়ে আমরা Complete failure, আমরা কোথায়ও বাঁধ দিতে পারিনি এবং প্রকৃত পক্ষে কোন বাঁধই করা হয়নি। কল্যানপুরের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে তচনচ্। শুধু দুদিকে পাকা দেওয়াল বর্ত্তমান। সেখানে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তার অন্য কোন চিহ্নই নেই। যখন আমরা Irrigation এর কথা জোর দিয়ে বলি তখন বলা হয় করা হবে। ত্রিপুরার কৃষকেরা জলসেচের কোন সুযোগ সুবিধা আজও পায়নি, শুধু শুনে জলসেচ জলসেচ। জলসেচটা কি, তার কোন চিহ্ন তাদের চর্মচোক্ষে আজও দেখতে পায়নি। আমরা যদি ত্রিপুরার কৃষির উন্নতি করতে চাই, তাহলে আমাদের দুটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। একটা হল flood protection measure, আর একটা হল Irrigation। যদি এই দুটি জিনিষ আমরা একত্রে না চালাই, তাহলে ত্রিপুরার কৃষির সামগ্রিক উন্নতি আমরা করতে পারব না।

আমি জানি আমাদের কোন ফ্লাড ইয়ার বুক নেই, আমাদের কোন ফ্লাড ফোরকাষ্টিং ইউনিট নেই। এই সমস্ত না থাকার জন্য আমাদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমি বুঝি না, কেন আমাদের ফ্লাড ইয়ার বুক থাকবেনা। কেন আমাদের ফ্লাড ফোর কষ্টিং ইউনিট থাকবে না তার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। অথচ আমরা বলছি যে আমরা ফ্লাড প্রটেকশন করব। কিন্তু প্রিলিমিনারী যে সমস্ত কাজ, সে সমস্ত কাজ এখনও আমাদের হাতে নেই। যদি আমাদের ফ্লাড প্রটেকশন করতে হয়, তবে আমাদের তার মেজার নেওয়া প্রয়োজন। যেমন আমাদের খুব ভাল ড্রেইনেজ থাকা উচিত, আমাদের জল প্রিজারভ্ করার এবং ডিটেইন করার জন্য প্রিজারভার থাকা প্রয়োজন। কনষ্ট্রাকশন অফ ডিটেনশন এণ্ড মালটিপারপাস প্রিজারভার, কনষ্ট্রাকশন অফ ব্রিজেস, কালভারটস ফর দি ওয়াটার ওয়েজ আনডার রোড, কনষ্ট্রাকশন অফ সুইটেবল স্লুইস গেইট ইত্যাদি এবং যদি

আমরা এগুলি না করি, যদি জলকে আটকাবার আমাদের কোন preserver না করতে পারি তাহলে আজকে আমরা flood protection করতে পারবনা, এবং ত্রিপুরায় কৃষির সামগ্রিক উন্নতি করতে পারব না। সুতরাং আমাদের এই দুটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। আমাদের flood protection এবং irrigationকে আরও গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার। তা না হলে পরে শুধু কতকগুলি বড় বড় কথা বলে এবং কাগজে অংক দেখিয়ে আমরা আমাদের কাজকে অগ্রসর করতে পারবনা। আমরা মনে করি যদি গোমতি, লালছড়া প্রভৃতি নদী diversion করা না হয় তাহলে উদয়পুর, সোনামুড়া প্রভৃতি বিভিন্ন শহরকে আমরা বাঁচাতে পারবনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সমাচার পত্রিকার একটা মন্তব্য এখানে পড়ে শুনাতে চাই। সেটা হল, ২৬শে জুলাই রবিবার, ১৯৬৪ সাল। সেখানে ত্রিপুরার নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা শিরোনামা দিয়ে লিখেছেন যে, 'ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের ফলে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য নদী, ও ছড়া সমূহের বিস্তার ও গভীরতা দুই হ্রাস পাইয়াছে। বন্যাব ভয়াবহ পৌনপৌনিকতা ইহার পরিণতি। বর্ত্তমানে রাজ্যের প্রধান প্রধান নদী সমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নদীর গতি পরিবর্ত্তন বা অন্য কিভাবে এই উদ্দেশ্যকে সফল করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে প্রধান প্রধান নদীগুলির উপর বিশেষজ্ঞদের একটা প্রাথমিক survey র হয়ত প্রয়োজন দেখা দিবে।'' অর্থাৎ নদীর diversion এর দরকার এবং সকল নদীতে বালু জমে চর পড়ে গিয়েছে সেই চর কেটে নদীর গভীরতা আরও কতখানি বাড়ানো যায় সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আমি এই কথা বলছি এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ''ত্রিপুরার পাহাড়ে, অরণ্যে, দুরধিগম্য উপত্যকায় যখন দুর্ভিক্ষের ছায়া খেলা করিতেছে এক বেলার জীবিকা অথবা এক বেলার অন্ন সংগ্রহ করতে না পারিয়া মানুষ যখন বন আলু, বাঁশের করুল চিবাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছে সেই পরিস্থিতিতে পুনঃপুনঃ বন্যা বিপর্য্যয় কি ভয়াবহ পরিবর্ত্তন সুচনা করিল কল্পনা করিতেও শঙ্কা হয়।'' এ হচ্ছে সমাচার পত্রিকার মন্তব্য। আমরা যদি বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ না করি, এবং যদি নদীর গতিকে পরিবর্ত্তন না করি আমরা যদি নদীর গভীরতাকে আরও না বাড়িয়ে দেই এবং যদি একটা প্রাথমিক Survey এখন না করি তাহলে তার কোন প্রতিকার নেই এবং তিনি বলেছেন কখন যখন তিনি মনে করেছেন যে মানুষ বনের আলু খেয়ে জীবনধারন করেছেন, মন্ত্রী মহোদয়রা হয়ত আজকে স্বীকার না করতে পারেন কিন্তু সমাচার পত্রিকা বলেছে যে মানুষ বনের আলু খেয়ে বাঁশের করুল খেয়ে তারপর তারা তাদের জীবনটাকে বাঁচাচ্ছে এবং সেই সময়েই বন্যা আসছে। বন্যার ভয়াবহতা এবং অন্নকষ্ট তাকে আরও তীব্রতর এবং আরও ব্যাপকতর করে দিচ্ছে। এই যে বন্যার নিয়ন্ত্রণ এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা এবং এটাকে যদি আমরা গুরুত্ব না দেই তাহলে আমরা এটাকে কোন দিন সমাধান করতে পারবোনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানিনা আমাদের সরকারের Cash crop করার কোন Concrete Programme আছে কিনা। jute, Sugar cane etc, সম্পর্কে যদি আমরা কোন concrete programme না নেই তা হলে আমরা এগোতে পারবোনা। Horticulture ত্রিপুরার একটা অফুরন্ত সম্পদ। আজকে যদি আমরা এই Horticultureটাকে দশ বৎসর, বার বৎসর আগে থেকে গুরুত্ব দিতাম তাহলে আমাদের ত্রিপুরার এই Horticulture এ সম্পদশালী হত এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশী উন্নত হত। কিন্তু যখন আমাদের প্রয়োজন ছিল তখন আমরা তার গুরুত্ব

দেইনি, এখনও কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি সেটা আমি ঠিক বলতে পারিনা। আমাদের Fisheryর কি অবস্থা? ১৬টি দীঘি আমরা কাটিয়েছি এবং এই ১৬টি দীঘি কাটাতে আমরা খরচ করেছি ৮৯ হাজার ৮ শত ৩০ টাকা। এই দীঘি কাটাবার পর আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাকুল্যে মাছ পেয়েছি ৩,৪২০ মণ। আমরা ৮৯,৮৩০ টাকা তার সঙ্গে আরও খরচ যোগ করা হয় Establishment cost, other cost, etc. আপনারা দেখুন যে দীঘি কাটার এত বৎসর পরেও মাছের দামে দীঘি কাটার দাম উঠেনা। তারপর আমরা কি করেছি, সমস্ত পুকুরগুলি ইজারা দিয়ে ইজারাদারের হাতে ছেড়ে দিলাম, মাছের চাষের পূর্ব্বের দায়িত্ব আর আমরা রাখলামনা। এগুলি আমরা ইজারা দিয়ে, auction দিয়ে কতগুলি private person এর কাছে ছেড়ে দিলাম। এটা complete failure এভাবে যদি আপনারা fishery চালান, যদি এভাবে আমরা চলতে দেই, চুপ করে বসে বসে যদি আমরা দেখতে থাকি তাহলে আমাদের fisheryর কোনদিন উন্নতি হবেনা এবং কোনদিন ত্রিপুরাকে মাছের চাষে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারবনা। আমি জানি এখনো অনেক পুকুর আছে। ২০টি পুকুর আছে সোনামুড়া Sub-Division এ সেগুলিতে আমরা চাষ করতে পারি। বিভিন্ন division এ এমন অনেক পুকুর আছে যেগুলিতে আমরা চাষ করতে পারি তাহলে আমাদের মাছের চাষ আরও বাড়তে পারে। সেইখানে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম, আমরা মাছের চাষ করলামনা। না করে সব দিয়ে দিলাম ইজারাদারদিগকে, তারা তাদের ইচ্ছামত কাজ করবে, আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবেনা। আমি মনে করি এটা ত্রিপুরার স্বার্থের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত এবং তারফলে আমরা মৎস চাষে এগোতে পারিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি আমাদের যে রাস্তা সেটা per square mile খুব সম্ভবতঃ ত্রিপুরায় সবচেয়ে কম। যদি আমরা per square mile ধরি তাহলে ত্রিপুরার রাস্তার সংখ্যা সব চেয়ে কম। আমি জানি হিমাচল প্রদেশে ৩,৫২৬ মাইল রাস্তা আছে, Nationalised Transport সেখানে চলে। যেগুলি নাকি jeepable road বার মাস সেগুলিতে গাড়ী চলে, আর আমাদের কি আছে? আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরায় division থেকে division এ যে আসব যাব সেই রাস্তাগুলিও প্রশস্ত নয়, আমরা, বর্ষাকালে একেবারে সংযোগ বিহীন হয়ে যাই। আমাদের পরিকল্পনার এত বৎসর পরেও এবং স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পরেও একটা division থেকে আর একটা Division আসার জন্য যে রাস্তার দরকার, সেটাও আমরা করতে পারি নাই। সে রাস্তা আমাদের করা সম্ভবপর হয় না কেন? যা অন্যান্য প্রদেশ পারে তা আমরা পারি না কেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার সময় নেই আমি শুধু এটুকু সংক্ষেপে বলতে চাই আমাদের যে সব সমস্যা সে সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আমাদের বিবেচনা করা উচিত। ত্রিপুরাতে আমরা একটা আলাদা Service commission করতে পারি কি না সে দিকটা আমাদের চিন্তা করা দরকার এবং ত্রিপুরায় যদি আমরা একটা আলাদা Service cadre না করতে পারি তা হলে তার কি অসুবিধা আছে, কি করলে তার সমাধান করা যায়, সে দিকটাও আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় নেই, আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Shri Karunamoy Nath Chowdhury.

Shri K. M. Nath Chowdhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব এখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যে পরিকল্পনা তার একটা হিসাব নিকাশ করার জন্য

একটা Motion এনেছেন, এবং এই হিসাব নিকাশ যাতে চতুর্থ পরিকল্পনায় সাহায্য করে এর দৃষ্টি নিয়েই এখানে তিনি ইহা পেশ করেছেন। এখানে একটি Motion ঠিক এভাবে আনার প্রয়োজন আছে কিনা এ সম্পর্কে আমি প্রথম বলব তারপর এর বিরুদ্ধে যে যুক্তি আছে তা আমার বক্তব্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ রাজ্যে কি হয়েছে, এর হিসাব মাননীয় সদস্য এখানে রেখেছেন, তারপর ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এখানে কি কি হয়েছে, কি কি হয় নাই তার হিসাবও তিনি এখানে রেখেছেন এবং কোন পরিকল্পনায় আমাদের কত টাকা মঞ্জুরী আছে, কত টাকা ব্যয় করেছি বা আর বাকী কয়েক মাসের মধ্যে কত টাকা খরচ করতে পারেন এবং আর বাকী কত টাকা আমরা ফেরত দেব এর হিসাবও তিনি এখানে রেখেছেন। তার বক্তব্য থেকে আমার বলতে হল এই, যে ক্ষেত্রে তিনি assessment যেটা বলেছেন, সেই assessment ও উনিই রাখছেন। এই সরকারই ত assessment করছেন। তা হলে আর একটি প্রস্তাবের এখানে প্রয়োজন হল কেন? বিশেষ করে প্রত্যেকটি পরিকল্পনার শেষে তার পরবর্ত্তী পরিকল্পনা রচনা করতে গেলে, প্রথম যে পরিকল্পনা তার পরবর্ত্তী কি অধ্যায়, তার পরবর্ত্তী কি অধ্যায় ক্রমে ক্রমে এ ভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। তারপর পরিকল্পনা রচনা করেই আমরা ক্ষান্ত হই না, তা কার্য্যে রূপদান করার জন্যও আমরা সচেষ্ট থাকি। তারপর রূপদান করতে গেলে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় এবং তখনই আসে প্রকৃত পরীক্ষার সময়। এর পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেই কোন কোন পরিকল্পনা সফলতা লাভ করে, কোন কোন পরিকল্পনা বিফলতায় পর্য্যবশিত হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়। এখানে যেমন আমাদের মাননীয় সদস্য relief সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যে অবস্থার মধ্যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে, আমাদের মাননীয় সদস্যরাও দেশ সেবক, তারা একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে, এটাকে normal অবস্থা বলা চলে না, ঠিক সেই সময়েই আমাদের এই টাকাগুলা ব্যয় করতে হয়েছে। তখন ত্রিপুর রাজ্যের সমস্ত অবস্থার মধ্যে আমাদের কি পরিমাণ সম্পদ আছে এবং কি পরিমাণ কাঁচামাল পাওয়া যাবে তার সেই সময় যা ছিল আজকে তার ঠিক সেই অবস্থা আছে কিনা, যেমন আমি একটা উদাহরণ স্বরূপ বলি, এখানে বাঁশের প্রাচুর্য্য ছিল। বাঁশের শিল্প সম্পর্কে যেমন বাঁশের চাটাই, নানা রকম শিল্প দ্রব্য ইত্যাদি যা কিছু আছে তার জন্য পরিকল্পনার কথা এখানে আছে। আমাদের এখানে ৫০—৫২ সালে যা ছিল এখন তা নেই। আগে ৫৬-৫৭ সালে যা ছিল ঠিক সেই অবস্থা ৬২-৬৩ সালে এসে একেবারে রাত দিনের মত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তখন যে পরিকল্পনায় কাজ আরম্ভ হয়েছিল এখন ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশের অভাবে সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন হতে বাধ্য। Umbrella stick সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে এই ছাতির বাঁট এক সময় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর হতো, তারপর বাঁশ ঝাড়, মূলীবাঁশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। ফলে বিভিন্ন society ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কি নিশ্চিহ্নও হয়েছে। এখন বিভিন্ন জায়গায় সেই ছাতির বাঁটের বাঁশ জন্মাচ্ছে। সুতরাং এখন আবার পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরায় আমাদের এখানে Flood Year Book নাই, যদি না থাকে তবে এটা দুঃখের কথা এবং অবাধে ত্রিপুরা রাজ্যে এটা হতে পারে। যদি না থাকে তা হলে আমি বলব তা থাকা উচিত, আমাদের করা উচিত।

বিভিন্ন জায়গায় বাঁধের কথা উনি বলেছেন। যেমন কল্যাণপুরের একটি বাঁধ। তাড়াহুড়া করে

কোন একটি পরিকল্পনা নিলে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশী। এক একটি বাঁধের পিছনে তদন্ত কতটুকু হয়েছে না হয়েছে, এগুলি আমরা একটি বাঁধ নষ্ট হওয়ার পরে খুঁটিয়ে দেখতে পারব যাতে ভবিষ্যতে বাঁধ দিলে বাঁধটা যাতে থাকে এরকম করে দেওয়া সম্ভব হবে। যে এলাকার লোক উৎসাহিত ছিলেন, সেই এলাকায় সরকারও প্রয়োজন মনে করেছিলেন জলসেচ হওয়া দরকার, তাই সেখানে পরিকল্পনার কাজ করা হয়েছিল। যদি কাজ কর হয় তা হলে তাকে প্রশংসা করাই ভাল। যদি পরিকল্পনায় কোন বিপর্যায় ঘটে না হ'লে কেন হয়েছে তার উপরই নির্ভর করবে আমাদের পরবর্ত্তী জয়যাত্রা। কারণ কোন পরিকল্পনাই কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত তার সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়না। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার যে অসুবিধা আছে, সে সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। হিমাচলের যে প্রকৃতি আর ত্রিপুরার যে প্রকৃতি তা এক নয়। ত্রিপুরার যে মাটি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনি মাটি, বর্ষা আসলে অতি সহজে নষ্ট হয় ভেঙ্গে যায়, কিন্তু হিমাচলের মাটি সম্পর্কে আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যেরও জানা আছে, সেখানকার মাটিতে যেমন বার্ষিক বৃষ্টিপাত কম, মাটিও অনেক শক্ত, পাথর পাওয়া যায় অনেক বেশী, এমনি অবস্থায় সেখানে রাস্তা করা যতটুকু সোজা এবং ব্যয় কম হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে তা নয়। এখানে রাস্তা করতে হলে আমাদের ইটের ব্যবস্থা করতে হয় পাথরের পরিবর্ত্তে। আমাদের এই রাজ্যে ইট প্রস্তুত করতে হ'লে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে কয়লা আমদানী করতে হয়। এই রাজ্যে এতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত ইট প্রস্তুত কারকের অভাব ছিল। বাহির থেকে লোক এসেছে, চেষ্টা চরিত্র করেছে। এখন সমস্ত রাজ্যে আমরা এমন একটা অবস্থায় এসেছি যে এখন আমরা প্রচুর ইট প্রস্তুত করতে পারি। আমাদের এখানে যে ক্ষেত্রে ইট কাটার লোকের অভাব ছিল সে ক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সকল বিপর্যায় আমাদের হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনায় তা হয়নি এবং আমরা আশা রাখি যে চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্ততঃ এক্ষেত্রে আমরা অগ্রসর হতে পারব। এখানে Fishery সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে, আমরা যা টাকা খরচ করেছি তার পরিবর্ত্তে মাছ কি পরিমাণ পেয়েছি। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে মন্ত্রী সভা হওয়ার পরে এ সম্পর্কে হিসাব করে দেখা গেছে যে এটা এত বেশী ব্যয়বহুল যে এ পরিকল্পনাকে যদি কার্য্যকরী করতে হয় তা হ'লে আমাদের আরও Export দরকার, আরও সুন্দর ভাবে যদি এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হয় সেই জন্য চেষ্টা চরিত্র করা দরকার। তাই সরকার সমস্ত রাজ্যে সাধারণ মানুষের যে সমস্ত পুকুর ইত্যাদি আছে বা সরকারী পুকুর আছে এগুলিতে যাতে আমরা মাছের পোনা প্রচুর পরিমাণে দিতে পারি সেজন্য সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এ রাজ্যে পোনার অভাব মেটাতে সরকারের যে পরিমাণ পুকুরের দরকার সেই পরিমাণ পুকুর সরকারের হাতে রাখা হয়েছে এবং যাতে সমগ্র রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ পোনা supply দেওয়া যায় সেই জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এত দিন যে সমস্ত পুকুর সরকারের পরিচালনাধীন ছিল, মাছ বিক্রী করা হত, এসব establishment-এর খরচাদি হিসাব করে আমাদের সরকার দেখেছেন যে সেটা খুব লাভজনক পর্য্যায়ে নয় তাই তারা এটা ব্যক্তিগত রক্ষণাধীনে ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে মৎস্যর চাষ প্রচলনে জন সাধারণের দায়িত্ব

থাকবে। পোনা মাছ যেটার অভাব, শুধু সরকারী পুকুরের জন্য নয়, সেটা সমগ্র রাজ্যের জন্য সরবরাহ করা সোজা কথা নয়। এবং সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা এখানে assessment-এর যে প্রস্তাব এনেছেন সেই assessment-এর মধ্যে এইগুলি বিবেচনায় এসেছে বলেই এই পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমি আশা করি যে অন্ততঃ মৎস্য চাষের যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসাই তারা করবেন। তারপর Agriculture সম্পর্কে বলা হয়েছে, সারা রাজ্যে আজকে Ration Card-এর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, আমাদের জানা আছে যে বিভিন্ন জায়গায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ বন্যা এমনি ভাবে অসময়ে হয়ে আমাদের ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, কুর্ত্তি এলেকার বড় ফসল সমস্তই একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তার পরেও অনাবৃষ্টির জন্য পরবর্ত্তী ফসলও নষ্ট হয়ে গেল, আবার এদিকে প্রায় লক্ষাধিক উদ্বাস্তুও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করল, এই সকল কারণে আজকে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে ration card holder ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হ'ল তার উপর আমাদের কোন হাত নেই। এখন হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ—এই সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন হ'ল আমরা কেন সেই ৬ কোটি টাকা ব্যয় করিনি? এই সম্বন্ধে আমি আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলব, যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে শ্রেণীর নদী আছে, সেগুলিকে বাঁধ দিতে গেলে এই রাজ্যে যে পরিমাণ মালমশলা আছে, তার অপ্রাচুর্য্য সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের কথা বলা হয়েছে, যে দেশে রাস্তা তৈয়ারী করবার মত ইট আজো হয় না সেই জায়গায় গোমতীর মত একটা বিরাট নদী বা আরও কয়েকটা নদীতে বাঁধ দিতে হলে যে জিনিষের দরকার, বিশেষ করে পাথর, যন্ত্রপাতি, সেগুলি বাহির থেকে আনার জন্য যে রাস্তার দরকার, সেগুলি এমন বিশেষ শক্তিশালী হয়নি। আমার স্মরণ আছে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি party ধর্ম্মনগরে এসেছিলেন, তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন যে একটি ১৬ টন ওজনের ট্রাক্টর করিমগঞ্জ থেকে ধর্ম্মনগর এবং ধর্ম্মনগর হতে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত আসতে হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য রাস্তার কি সাহায্য পেতে পারে, সে সকল enquiry করতে এসেছিলেন। আমি তাদিগকে বিভিন্ন রাস্তার বর্ণনা দিয়েছি এবং তারাও বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর তারা মন্তব্য করেছেন যে আমাদের রাস্তায় ভারী যন্ত্র পাতি ইত্যাদি নেওয়া আনার পক্ষে বেশ অসুবিধা আছে। আমরা নিজেরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আসাম আগরতলা রোড। এমনও অনেক সময় হয় যে এ রাস্তা দিয়ে ৫ টন ওজনের গাড়ীও যাতায়াত করতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২০ টন ওজনের ভারী যন্ত্রপাতি আনার মত রাস্তা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যখন ঐ সমস্ত রাস্তা ঐ সকল কাজের জন্য উপযুক্ত হবে তখনই ঐ সকল পরিকল্পনায় হাত দেওয়া চলতে পারে বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। আমি আশা করব যত শীঘ্র আমরা বিভিন্ন নদী উপত্যকা প্রভৃতি বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যন্ত্র পাতি ইত্যাদি আমদানি করতে পারি এবং ত্রিপুরাকে অন্ততঃ বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি সেদিকে আমরা সচেষ্ট হব। এখানে বিরোধীপক্ষ হতে যে assessment এর কথা রাখা হয়েছে, আমি আশা করব তারা যদি আমার বক্তব্য থেকে কোন যৌক্তিকতা খোঁজে পান তাহলে তারা অনুভব করতে পারবেন যে এই প্রস্তাবের কোন সার্থকতা নেই। এখানে কয়েকটি bridge সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২০টা bridge-এর মধ্যে আমাদের ৫টি under construction আর একটার conturuction শেষ হয়ে গেছে।

আমি যতটুকু জানি, বিরোধী দলের সদস্যরাও পত্র-পত্রিকায় দেখে থাকবেন, যে এখানে খোয়াই চেবরী অঞ্চলের কথা বলছি, কুমার ঘাট, এদিকে উদয়পুর. খুব সম্ভব মহুরী নদী লাউগাং-এর কাছে, এগুলিতে বড় বড় পুল করার জন্য বার বার চেষ্টা করা সত্বেও বাহির হ'তে কোন contractor আসতে চান না। আমি যতটুকু জানি যারা এখানে administrator ছিলেন তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাটিয়েছেন যাতে contractor পাওয়া যায়। (Disturbance) "আমাকে দয়া করে বলতে দিন। আমার ভুল হতে পারে।' আমি লাউগাং-এর কথা এখানে বলছি। আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমার সামনে ধর্মনগরের একজন বিখ্যাত contractor যিনি আমাদের দেও নদীর উপর পুল তৈরী করেছেন, সেই contractorকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে আমি আরও ৩ বৎসরের মধ্যে পারব না কারণ আমি আসামে এত কাজ নিয়েছি যে ত্রিপুরাতে এখন আমার কোন কাজ নেওয়া সম্ভব নয়। আমি যতটুকু জানি, তিনি রাজি হয়েছেন, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে ওনার বাড়ী, বর্তমানে তিনি আসাম থেকে নিজের দায়িত্ব নিয়ে তার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ত্রিপুরায় এনেছেন। আমি আশা করব, তিনি যেভাবে এই সকল বড় বড় পুলগুলিতে হাত দিয়েছেন তাতে সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে। আর আমি এ সম্পর্কে বলব যে শুধু আমরাই রাস্তা দিয়ে চলব না, বিরোধীরাও চলবেন না, রাস্তা সকলের চলার জন্যে প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই বলে আমরা এই চেষ্টার কথা বলছি। তারপর এখানে ত্রিপুরার যে সকল ছেলে আছে, তাদের চাকুরী হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং কয়েকজন ছেলে বাহিরে চাকুরীতে চলে গেছে। আমি যতটুকু জানি আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আমাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে ত্রিপুরার যে সমস্ত ছেলেরা stipend ইত্যাদির সাহায্যে লেখা পড়া করছে, সেটাও Central Govt-এর। ত্রিপুরাই শুধু চাকুরীর ক্ষেত্রে নয় সমস্ত ভারতবর্ষই চাকুরীর ক্ষেত্র। সুতরাং অন্যত্রও যদি তারা চাকুরী করে থাকে এবং সেটা যদি তাদের পক্ষে লাভ জনক হয় তার জন্য আমাদের দুঃখ না করাই ভাল হবে। এ ব্যাপারে প্রায় সকল পত্রিকাতেই আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে। আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী, যাতে ত্রিপুরার ছেলেদিগকে ত্রিপুরাতে চাকুরী দেওয়া যেতে পারে তার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন। শুধু তার assessment করলে পরে আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারব অন্যথায় পারব না ঠিক এ রকম একটা প্রস্তাবের এখানে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রত্যেক পরিকলকনার শেষে সরকার একটা assessment করে থাকেন, এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা যে যুক্তি, ও যে সমস্ত figure দেখিয়েছেন. তা assessment র figure। সুতরাং এখানে আর একটা প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। তাই এই motion-এর আমি বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble member Sri N. Chakraborty.

Sri N. Chakraborty :—মাননীয় Speaker, Sir, যে motion টি এখানে রাখা হয়েছে, তার আমি উপরে ২।১টি কথা বলব। সেটার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, তবে কয়েকটা Suggestion হিসাবে আমি এখানে রাখছি। তবে মাননীয় সদস্য শ্রীকরুনা ময় নাথ চৌধুরী যে কথা এখানে বলছেন, সেটা সম্ভবত ঠিক নয়। Assesment-এর প্রয়োজন এই হাউসে ও রয়েছে। আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমরা যখন জেল খানায়, তখন Parliament এ Third Planএর একটা Picture উপস্থিত করা হয় এবং সেই mid-term rerview সত্যি সত্যি একটা review ছিল। Review ছিল এদিক থেকে যে সেখানে প্রকাশ ছিল ৩য় পরিকল্পনায় আমাদের জাতীয় আয় প্রতি

বছর যতটুকু বাড়ানোর কথা সেটা আমরা বাড়াতে পারছিনা। গড় পরতা আয়ের কথাই বলা হচ্ছে শতকরা ৫ ভাগ করে বাড়ানোর কথা ছিল সেখানে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ—সঠিক আমার মনে নেই, Points something ও হতে পারে, বাড়ছে মাত্র এবং এটা অত্যন্ত উদ্বেগ জনক একথা পার্লামেণ্টে প্রকাশ পেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি এই যে গড়পড়তা জাতীয় আয় বৃদ্ধির কথা, সেটা সত্যি সত্যি জনসাধারণের জাতীয় আয় কতটুকু বেড়েছে, গরীব জনসাধারণের কথা বলছি, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের কথা বলছি। সেটা তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, একথা নয় যে জাতীয় আয় প্রত্যেকটি মানুষের বেড়েছে। গড়পড়তা অর্থ হল এই সেই আয় মুষ্টিমেয় লোকের পকেট, সেটা গড়পড়তা হিসাবে দেশের সকলের মাথার উপর ধরতে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই গড়পড়তা আয় সম্পর্কে আচার্য বিনোবা ভাবে একটি সুন্দর কথা বলেছেন তিনি বলেছেন— য একটি নদীর সামনে একজন লোক এসে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল যে নদীতে জল কত, তারপর ভদ্রলোক বললেন যে জল আছে দেড়হাত। উনি মনে করলেন যে গড়পড়তা যখন দেড়হাত তখন তো আমার কাপড় বেঁচে যাবে কাজেই আমি অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারব। কিন্তু পরে দেখা গেল যে দশ হাত জলের মধ্যে তাঁকে পড়তে হ'ল। ঠিক আমাদের দেশের যে গড়পড়তা সেটা গরীব মানুষের পক্ষে ঠিক একই রকমের গড়পড়তা হয়েছে এবং একথা তিনি আরও পরিষ্কার ভাবে যুগান্তরে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে লিখেছেন। তাঁর নিজের লেখা, আমাদের পরিকল্পনার কাণ্ডারীরা স্বীকার করেছেন নীচু স্তরের মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়নি। এই যে স্তর, যাদের কোন শিল্প নেই, নেই ভূমি, যাদের বাঁচিয়ে বাড়িয়ে তুলবার কোন পরিকল্পনা নেই, নেই কোন শিক্ষা, তারা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়ে আছেন। Commissionএর ধারনা ছিল, দেশের সাধারণ ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলে, চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব অনুযায়ী এই বর্দ্ধিত সম্পদের সুফল সমাজের নীচু স্তরের উপরও পৌঁছবে। কিন্তু এই ধারনা একান্তই ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব কাজ করবে না, কেননা প্রায় ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে যার মধ্য পথে এই ধারাকে আটকে দিচ্ছে। এটা percolation theory বলে কংগ্রেস মহলে পরিচিত। পরিকল্পনার টাকা যদি ঢালা যায়, তাহলে ঐ মন্ত্রীদের পকেটে যাবে, অফিসারদের পকেটে যাবে, যাওয়ার পরে ঠিক জল যেমন রাখলে আস্তে আস্তে একবিন্দু হলে ও নীচে যাবে; ঠিক সে রকম একবিন্দু হলেও নীচে গিয়ে পড়বে। এখন সে সম্পর্কে শুধু আচার্য্য বিনোবা ভাবে নয়, অনেক যারা চিন্তাশীল ও অর্থনীতিবিদ তারা স্বীকার করেছেন, এখানে ঐ percolation theoryটা কাজ করছে না। কারণ আচার্য্যজীর ভাষায় বলা হচ্ছে the channel eates up যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে টাকা সেই রাস্তায় খেয়ে ফেলেছে টাকাটা।

কাজেই ঐ যে নীচের লোকগুলি যাকে বলছেন শতকরা ৬০ জন, তাদের পকেটে পরিকল্পনার টাকা গিয়ে পৌঁছছেনা। এবং এটা আজকে সবাই স্বীকার করছেন, কামরাজ যিনি কংগ্রেসের সভাপতি, তিনি প্ল্যান benefits are not reaching the small peasants and ryots (statesman 6-4-64) U N. Dhabar বলেছেন a Govt. or economist who argues on the basis of principles if market only, exposes his ignorance এই অর্থনীতি দিয়ে, গড়পড়তা দিয়ে যারা হিসাব করেন দেখতে চান, যে দেশের উন্নতি হয়েছে he exposes his ignorance, একথা Dhebarজীও বলেছেন।

অনেক লোকেই একথা বলেছেন, সেটা আমি বলতে চাই না। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, এমন পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সত্যিকারের এই নীচের স্তর। লোকগুলি যেন benefited হন। এর কিছু সুযোগ সুবিধা তারা যেন পেতে পারেন। সেটাই পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেটা সাধারণভাবে আমি এখানে উপস্থিত করছি। দ্বিতীয়তঃ এটা হল সারা ভারতবর্ষের কথা। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রেতে পরিকল্পনার আরেকটা দিক আছে সেটা কি? না ত্রিপুরা হচ্ছে backward area এবং এ সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, শ্রীঅশোক মেটা, তিনি বলেছেন যে দুটো important conditions পরিকল্পনা করার সময়েতে এ area সম্পর্কে আমাদের রয়েছে, কি কি? না first হচ্ছে, identification of backward areas by the Govt. দ্বিতীয় হচ্ছে a number of intensive studies by competent technicians and administration of economic structure of the people. এই সমস্ত এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে, backward area বলে দ্বিতীয় হচ্ছে এখানকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পর্কে intensive study র প্রয়োজন আছে, এবং সেই study করতে হবে যারা বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রের এবং এখানের তাদের দিয়ে সেই study করতে হবে. এটা অশোক মেহতা বলেছেন. এখন backward area কি করে চিনতে হবে? সেই সম্পর্কে Planning Commission কতকগুলো directives বিভিন্ন রাজ্যকে দিয়েছেন।

যে কি করে বুঝব যে এই এলাকাটা backwad কিনা? প্রথম চিহ্ন হচ্ছে value of material production. এ সম্পর্কে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই, যে আমাদের এখানে এই value of material production এটার কোন তথ্য Govt. এর কাছে আছে কিনা? এটা থাকা প্রয়োজন, দ্বিতীয় হচ্ছে, consumers expenditure per carpita, মাথা পিছু consumer's expenditure কত, যেটা আপনারা দেখেছেন লোক সভায় নন্দজী উপস্থিত করেছেন, যে শতকরা ৬০ জন তারা মাসে ২৫ টাকার বেশী খরচ করতে পারেন না, এটা তাদের income টা বুঝায় না। এর অর্থ এই নয়, যে ২৫৲ টাকাই তাদের income. তার চেয়ে কমও হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে সহরাঞ্চল এবং গ্রাম অঞ্চল আলাদা আলাদা করে যেখানে দেখানো আছে, এটা দেখানো দরকার, দ্বিতীয় হচ্ছে কি, density of population permile. যেমন অমরপুর যেখানে এক রকম density আছে, সদরে আরেক রকম density আছে। অমরপুরটা বেশী backwad সদর থেকে এবং সারা ভারত বর্ষের তুলনায় ত্রিপুরাটা বেশী backwad কারণ পশ্চিম বাঙ্গলার density of population permile আর ত্রিপুরার এক নয়। কাজেই কোন জায়গার কত backwad তার একটা লক্ষণ হচ্ছে density of population এবং আরেকটা দিক হচ্ছে employment in organized industry. সত্যি সত্যি কোন organized industry আছে, কিনা, সেখানে employment আছে কিনা, আর employment থাকলে সেখানে density বেশী। প্রায়ই সবগুলোই কিছু কিছু inter related এবং সে দিক থেকে এই চিহ্নটা বের করা খুব কঠিন নয়, এবং আমাদের এদিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে ত্রিপুরা এ সমস্ত দিক থেকে এটা একটা backwad area এবং এ সম্পর্কে গত Statesman এর ১২।১।৬৪ এর সংখ্যায়

Central Govt. এর planning Commission নিজে বলেছেন যে তারা বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করুন যাতে এই এরিয়া গুলো developed হয়. এবং তার জন্য বলেছেন Special Plans to be made কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন ? যে Special plan গঠন কর যারা এই এলাকাগুলোর Accelerated Development এর জন্য চেষ্টা করবে। Govt এর উদ্দেশ্য কি ? আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্য কি ? না সারা ভারতবর্ষকে একস্তরে আনতে হবে এই যুক্তি দিয়ে বেশীদিন কাটানো যাবে না। মহারাজের আমলে কি ছিলো এখন আমরা কি করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি, এ সব কথা খাটে না কারণ আমাদের মহারাজার আমলেও কোন জায়গা ছিলো তার থেকে পেছনেও অনেক জায়গা ছিল, আবার পশ্চিম বাঙ্গালার মত অনেক developed এ নয় ? লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের কি ? না এই সমস্ত এলাকা গুলিকে এক স্তরে নিয়ে আসার জন্য diversified আমাদের programme differentiated approach একথাটাকে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছেন যে এর প্রশ্ন এই নয় যে সমস্ত ভারতবর্ষকে একই চক্ষে দেখছি তা নয় যেটা পেছনে পড়া সেটা কে অগ্রসর করার জন্য আমরা সচেষ্ট। এখানে caste এর কথাটি এসম্পর্কে এসে পড়ে। plan এর Scheduled caste এর বিশেষ টাকা এবং Scheduled tribe এর বিশেষ টাকা রাখার কথা কেন বলছে ! না দশবছরের মধ্যে Scheduled caste এর অবস্থা উন্নত করার কথা বলা হয়েছে তাকে আনতে হবে। আমাদের সমান করে, এক স্তরে আনতে হবে আমাদের দেশে আবার একদল লোক একেবারে নীচে পড়ে থাকবে একদল লোক উপরে থাকবে সে রকম নয়। Economic equality এই দিক থেকে তাদের ধরবে এই সুবিধা আমাদের দাও। ১০ বছর পরে দেখা গেল কি ? না এখন Govt. স্বীকার করছেন যে ১০ বছরে এটা করে উঠতে পারলাম না আরো সময় আমাদের চাই। ট্রাইবেলদের সম্পর্কে ঢেবর কমিশন বলছেন যে ১০ বছরে যা হয়েছে তা কিছুই নয় কারণ বহু জায়গায় এখনো গাছের পাতা খেয়ে tribals বাঁচছে। বছরে তিনি মাস চার মাস গাছের পাতা খেয়ে থাকে, Debar Commission দেখে তারা একথা বলছে যে এরকম অবস্থা এখনো চলছে, প্রথা এখনো চলছে যা কলঙ্কজনিত। এ সমস্ত কথা Debar Cmmission বলেছেন। কাজেই এক দৃষ্টিতে না—differential approach এবং যারা সবচেয়ে back ward তাদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় Govt. এসব কথা তারা বলেছেন, আমি আর একটা দিকে বলতে চাই যে Planingটা একটা সঙ্কীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না দেখি। National approach থাকা দরকার. আমি জানিনা পত্রিকায় দেখলাম যে এখানে Planing development, advisary board এর মত একটা কি আছে এবং সেটার meetig ও একটা হয়েছে। কিন্তু সেই কমিটিতে বিরোধী দলের কোন M. L. A. আছেন বলে আমি জানি না। সেই Planing কমিটির কি কাজ সেটাও আমি জানিনা কি কাজ কতদূর পর্যন্ত তারা কি করেছেন না করেছেন Regional কোন block আছে কিনা সেটাও জানা নেই এবং সেই Planning কমিটি পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে কোন চতুর্থ পরিকল্পনার যে মাল মশলা সংগ্রহ করেছেন কিনা, সেটাও আমার জানা নেই, কিন্তু আমি জানি যে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে congress সরকার রয়েছেন। যেমন বিহারের কথা আমি বলছি সেখানে এ রকম কমিটিতে বিরোধী দল এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নেওয়া হয়। যেমন সংবাদপত্র অনেক খবর রাখে তাদের তরফ থেকে দু'একজনকে নেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য যারা জনসাধারণের মধ্যে

কাজ করেন, বিভিন্ন Social organisationএ আছেন তাদের মধ্য থেকে দু'এক জনকে নেওয়া যেতে পারে। কাজেই একটা board করে Sectorian নয় National approach নিয়ে বিভিন্ন constructive Suggestion রাখা যায় এবং পঞ্চায়েতগুলো হচ্ছে একেবারে নীচের তলায় যারা জনসাধারণের সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থায় কাজ করছেন। প্রতিনিধি যারা নির্বাচিত তারা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে। মাননীয় Speaker স্যার, এখানে assessment এর কথা হয়েছে, assesment এর অর্থ এই নয় যে আমরা এক্ষুনি Assembly তে দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা assessment করে ফেলতে পারি। আমি শুনেছি, জানি না এখানে একটা assessment কমিটি আছে। যেমন একটা C. D. Block এর মাধ্যমে আমরা কিছু seeds দিয়েছি, এই seeds গুলো আমাদের ফসল বাড়ানোর পক্ষে কতটুকু সাহায্য করছে, এটা একটা assessment এর কথা। আমরা প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা minor irrigation এ খরচ করেছি। কত একর জমিতে আমাদের জল দেওয়ার কথা ছিল, কতটুকু দিতে পেরেছি তার একটা assessment এর প্রশ্ন আসে. Blockএর মাধ্যমে আমরা বহু কাজ করছি সেগুলোতে টাকা কতটুক utilized হয়েছে, ফল কি হয়েছে. সেটা দেখবার একটা পদ্ধতি আছে, আমি সেটার কথা বলছি সেই assessment কমিটিতেও বিরোধীদলের লোক থাকা দরকার এবং সেখানেও একটা পদ্ধতি করে মাঝে মাঝে review করা প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, খুব তাড়াতাড়ি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারবো এবং এই কাজে আমি বিহারে দেখলাম রাঁচী কলেজে যারা ছাত্র তাদেরকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তোমরা একটা এলাকা বেছে নাও, তাদের একটা proforma দেওয়া হচ্ছে যে এ এলাকায় আমরা এত টাকা খরচ করেছি—ধরুন ৩ লাখ টাকা খরচ করেছে একটা এলাকায় সেখানে তোমরা যাও। সেখানে এ টাকা কি কাজ হয়েছে না হয়েছে, দেখে এসে তারা একটা report দিলেন. এমন আমাদের শিক্ষা বিভাগ একটা অতি মূল্যবান report দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে Kamalpur সম্পর্কে Pilot project এর। শিক্ষকরাই দিয়েছেন তারজন্য বিশেষ খরচ হতে হয়নি। কিন্তু এরকম কাজ আমরা শিক্ষকদের দিয়ে করাতে পারি যারা দেখিয়েছেন যে শতকরা ৫০টি ছেলে তারা ক্লাশ V পর্য্যন্ত যেতে পারে ক্লাশ I এ ভর্ত্তি হওয়ার পর ক্লাশ II তে উঠে ছেড়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে wastage। সেই wastage সম্পর্কে তারা বলেছেন যে এটা enquairy হওয়া উচিত, যে কি কারণে এই ছেলেগুলো ক্লাশ V পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে না। তার আগেই তাদের school ছেড়ে চলে আসতে হয়। This is a good study তাই আমাদের দরকার এই ধরনের study ইত্যাদি করা এবং শিক্ষা সম্পর্কে আরও বলছি এই যে আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষার পরিকল্পনা বিশেষ করে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে chairman, central board of secondary education বলেছেন যে on purely sentimental ground we adopted what is colled basic education a pattern for the running stage. The talled it a forced living in a moon shine তিনি বলেছেন যে এটা একটা Force আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছি এবং এটা যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায় তত ভাল। তাছাড়া যিনি এক সময়ে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন সেই শ্রীমালী কি বলেছেন শুনুন আমাদের education এর

সম্পর্কে Percentages of illiterates we on the increase inspite of best govt. efforts to push through compulsory education. This is a threat to democracy এটা বলেছেন Bombay তে ১৭ই মার্চ ১৯৬৩ তে, তিনি বলেছেন যে, আমাদের illiteracy বাড়ছে ভারতবর্ষে এটা লক্ষ্য করার বিষয় এবং এটা threat to democracy। এটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য সেগুলো আমাদের দেখা দরকার। Lastly, I shall take only one minute more সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটি master plan করা দরকার। এই যে study গুলোর কথা বললাম, এই যে price-meal, দুকোটি ছিল ৯ কোটি হয়েছে, ৯ কোটি ছিল ১৬ কোটি হয়েছে, ১৬ কোটি থেকে ২৫ কোটি হলো, এতে একটা আত্ম সন্তুষ্টি পাওয়া যায় যে আমরা বেশ টাকা পাচ্ছি কিন্তু এটা আত্মসন্তুষ্টির ব্যাপার নয়। একটা complete planning ত্রিপুরায় দরকার, যেটাকে বলে Master Plan। এই সম্পর্কে Techno Economic Survey কিছুটা আমাদের help করেছে কিন্তু যথেষ্ট নয়। কারণ তখন পর্য্যন্ত এখানে বিধান সভা হয়নি এবং যে সমস্ত তথ্য তারা সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, তারা নিজেরাই বলেছেন। যেমন এখানকার statistical bureau যে literature, Agriculture থেকে দিয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই আমাদের সেই সম্পর্কে, State Statistical Deptt, College student এবং Central Govt. এর যে বিভিন্ন wing আছে সেগুলোর সাহায্য নিয়ে আবার survey করানো দরকার, techno-economic Survey। তাছাড়া আমাদের দেখা দরকার যে এখানে minerals সম্পর্কে surveyর ফলাফল কি ? কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর statement পত্রিকায় দেখলাম—it will be in the map আমাদের minerals নাকি আছে তাই Oil map এ ত্রিপুরার নাম উঠবে। এর বাস্তব ভিত্তি যদি কিছু থাকে, আমি আশা করি মন্ত্রী সাহেবরা বলবেন। আমাদের Techno-Economic Survey বলেছেন report secret, কিন্তু survey একটা হওয়া দরকার তা তারা মনে করেন কিনা এবং সেই survey করার জন্য তারা কি করছেন, সেটা আমাদের জানা দরকার এবং আমি একথা মনে করছি, যে একটা master plan এর যে পরিকল্পনা সেটা জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে, সমস্ত দলগত নির্বিশেষে সহযোগিতা নিয়ে আমাদের যারা এখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন তারা এটা করার চেষ্টা করবেন। এই বলেই আমি আমার motionটি সমর্থন করছি।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Krishnadas Bhattacharjee.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে একটা motion আনা হয়েছে যে চতুর্থ পরিকল্পনার আগে তৃতীয় পরিকল্পনার, কি কি কাজ করা হল না হল তা বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার এবং বিরোধী দলের সদস্য তার activityর প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। এটার মধ্যে বিরোধী দলের সদস্যরা যে জিনিষটি চাইছেন, যে assessmentটি চাইছেন, সেটি করেই যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় সদস্য করুণাবাবু বলেছেন এবং পূর্বের যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই, তার কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতার ভিত্তিতে একটা হিসাব নিকাশ করে, একটার

পর একটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রথম পরিকল্পনায় যে speedএ কাজ হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার চেয়ে better speedএ কাজ হয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় আর একটু better speedএ কাজ হবে, এটা স্বাভাবিক। কারণ প্রথম দিকে যে সমস্ত draw back থাকে দ্বিতীয়তে তা আমরা শুধরাতে পারি এবং কার্য্যক্রমে সেটা শুধরাতে শুধরাতে তার progress speedটা বাড়তে থাকে এবং সেটা assessment করার দ্বারাই সম্ভব হয়, assessment না করে এটা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি স্তরেই assessment হচ্ছে এবং সেই assessment করার জন্যই আমাদের Assembly ও Parliamentএ বিভিন্ন প্রকার Committee করা হয়ে থাকে যাদের মাধ্যমে সেই assessmentগুলো করানো হয়। আমাদের Assembly হওয়ার পরে এখানেও কতকগুলো Committee করা হয়েছে বা পূর্ব্বেও ছিল যেমন Evaluation Committee তারপর Assemblyতে করা হয়েছে Estimate Committee, এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেগুলির আরও ভাল ভাবে explain করা হবে এবং হচ্ছে। Evaluation Committee ও block এর কাজগুলো মাঝে মাঝে explain করে মন্তব্য দিয়েছেন। আপনারা হয়ত কিছু দিনের মধ্যে Evaluation Committeeর report পাবেন।

(Voice আমরা ত নেই)

আপনারা সে Committeeতে নাও থাকতে পারেন। কিন্তু জনপ্রতিনিধি ত আছে। সে report আপনারা study করতে পারেন। এমন লোকও আছেন যারা প্রতিদিন বাজারে আসেন। সুতরাং সে report আপনারা পাবেন এবং সেটা পাবেন assessment করার কালেই। সেই reportএ বলা হয়েছে যে সেখানকার কাজ কতটুকু successful হল, কেন failure হল ইত্যাদি। তারপর সেখানকার টাকা ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা প্রভৃতি দেখার জন্য আমাদের এখানে Estimate Committee করা হয়েছে। সে Estimate Committeeর কাজ আরম্ভ হয়েছে। যে সমস্ত Deptt. এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার scrutiny হয়ে গেলে পরে আপনারা সকলেই জানতে পারবেন। তা ছাড়া সেখানে আপনাদেরও লোক আছে। এটা হয়ত বা সত্যি যে কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন পরিকল্পনাতে হয়ত টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি বা কোন টাকা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। সেটার অনেক unforeseen জিনিষ আছে এবং এটা আমাদের ক্ষেত্রেই না, অনেক রাজ্যেই কোন কোন সময় surplus হয়, কোন সময় সেই surplus আবার অন্য জায়গায় divert করা হয় এবং সেটা ত্রিপুরায় হবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কারণ ত্রিপুরাকে নানারকম difficulties face করতে হয়। সেইজন্যই যে রাজ্যেই যে টাকা ধরা হয় তার কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। তাই বলে আমরা বাজেটে ধরব না সেটা কথা নয়। আমরা এবছর ধরেছি ১৬ কোটি টাকা, আগামী বছর ধরব ২৫ কোটি টাকা, সে ধরতে হবেই। এক বছর একটা কাজে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে আর এক বছর সে কাজে টাকা ধরবনা তার কোন মানেই নেই। কারণ আমরা target ধরছি একটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। আগে যে Communication ব্যবস্থা ছিল, আজকে তা আমাদের অনেক উন্নত হয়েছে। আমাদের মাল আনা সরবরাহ করা ইত্যাদির বহু ব্যবস্থা অনেক উন্নততর হয়েছে। তাই

আমরা সে টাকা খরচ করতে পারব, বেশী জিনিষ আমদানী করতে পারব। তাই আমি বলছি যে আমরা আগের চেয়ে অনেক speedily কাজ করতে পারব। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সেদিক থেকে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে আমরা বেশী টাকা ধরেছি। সেটা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

Road Construction এর ব্যাপারে ওনারা যে হিসাব চাচ্ছিলেন তাতে ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ২০টি bridge ছিল, ২৫টি এখনও হয়নি। Bridge Constructionএর ব্যাপারে নানারকম সমস্যা আছে; সেগুলো মাননীয় সদস্যরা জানেন। কারণ bridge construction এ যে সমস্ত materials লাগে সেসমস্ত সবসময় পাওয়া যায় না। যেমন শালকাঠ প্রভৃতি। সেগুলোর সবটাই আমাদের এখান থেকে পাওয়া যায় না, আনতে হয় বাইরে থেকে। বাইরের থেকে সব সময় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত difficultyর দরুন হয়ত বা সে সমস্ত কাজের কিছুটা incomplete থাকলে থাকতে পারে। আমরা এ ব্যাপারে বসে নেই। যেখান থেকে এগুলো পাওয়া যেতে পারে তার সবরকম চেষ্টাই করা হচ্ছে। তারপর Co operative দিক থেকে, Iudustryএর দিক থেকে যে failureএর কথা বলেছেন, সেটা যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়. বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য বহু রাজ্যেই এই প্রাথমিক যে পরীক্ষাটা, সেটা খুব successful হয়নি। কিন্তু তাই বলে Co-operative আমাদের বাদ দিতে হবে, local small scale Industryগুলোকে যে loan দেওয়া হয় তা বাদ দিতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। কারণ Co-operative যদি failureও হয় তবেও আমাদের সেটাকে যেভাবেই হোক successful করতে হবে। হয়ত প্রথম অবস্থায় সেটা failure হবে, তার জন্য আমরা সেটাকে বরাদ্দ রাখব না, সেটা নয়। সেটা বরাদ্দ রাখতে হবে এবং ultimately Co-operativeকে আমাদের successfull করতেই হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা Co operativeএর দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং Co-operative movementকে কোন সময়েই বন্ধ করা হবে না। সেই জন্যই Co operativeএর দিকে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। আমাদের টাকা নষ্ট হচ্ছে, তা সত্ত্বেও আমরা টাকা রাখছি। ভবিষ্যতে যাতে সে টাকা নষ্ট না হয় কারণ খুঁজে খুঁজে সেগুলো বন্ধ করা হচ্ছে।

তার একটি পত্রিকার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে expert এসেছিল। এব্যাপারে আমরা বেশ সজাগ কি আছি? আমরা সকলেই জানি যে আমাদের এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ যে পরিকল্পনা সে পরিকল্পনাগুলো successful করার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলি যারা আছেন তারা মন্ত্রী হওয়ার আগেও এখনও চেষ্টা করে আসছেন এবং সেই চেষ্টার ফলেই বন্যা নিয়ন্ত্রনের কোন কোন পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়ে এসেছে। সেটা আপনারাও জানেন যে assessment করেই তারা বন্যা নিরোধের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং সেটা assessment না করে করা সম্ভব নয়। তারা এটা করেছেন এই জন্যই যে বন্যার ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং বন্যা নিরোধ করতে না পারলে, ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবে না এবং দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকবে। কাজেই assessment করেই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য টাকা sanction করে এনেছেন। কোথাও কোথাও তার কাজ আরম্ভ হচ্ছে। যদি গোমতী পরিকল্পনা আমরা successful করতে পারি তা হলে সমস্ত গোমতী valleyতে যে সমস্ত জমি আছে

সগুলি রক্ষা পাবে এবং তাতে একটা শস্যের ভাণ্ডার হাতে আসবে।

তারপর তিনি বলেছেন যে Ration Card বৃদ্ধি হচ্ছে। Ration Card বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ অগের চেয়ে আমাদের লোক সংখ্যা এখন বাড়ছে। আগে যে বন্যা হতনা, তা নয়, বন্যায় আগে জমি নষ্ট হত না, তা নয়, বন্যা আগে হত। যে জমিগুলি আজকে বন্যায় নষ্ট হচ্ছে, সেগুলি আগেও হত। কিন্তু পূর্ব্বে কি ছিল? পূর্ব্বে আমাদের লোক সংখ্যা ছিল কম। সেই অনুপাতে জমি যা cultivated হত, নষ্ট হয়ে যে টুকু থাকত তার দ্বারা পুষিয়ে যেত। এখন যে পরিমাণ লোক সংখ্যা হয়েছে বা বাড়ছে তার সমতুল্য খাদ্য উৎপাদন করতে হলে জমিগুলোকে বন্যার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত Ration Card বাড়বে। তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু বন্যার নিয়ন্ত্রণ যখন আমরা করতে পারব, সেই জমিগুলো যখন আমাদের Cultivationএ আসবে তখন Ration cardও কমবে। বাঁধ অনেক দেওয়া হয়েছে। খোয়াই প্রভৃতি অনেক বাঁধের কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন, যে যে বাঁধের কোন চিহ্নই নেই। হয়ত কোনটার চিহ্ন আছে, কোনটার নাও থাকতে পারে। একটা অভিজ্ঞতার ভিত্তি করেই এই সব বাঁধ দেওয়া হয়। আর যারা নাকি বাঁধগুলো তৈয়ারী করেছেন তারাও Practically expert এবং তাদের যে observation তাদের যে recommendation তার উপর, ভিত্তি করেই এই সকল বাঁধ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় Speaker আমাকে আরও দু'চার মিনিট সময় দেওয়া হউক।

Mr Speaker :— Yes, three minutes more.

Shri K. Bhattacharjee : – দেখা যাচ্ছে যে কোথাও কোথাও কোন কোন বাঁধ টিকছে, কোথাও ভেঙ্গে যাচ্ছে। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। এই বলে যে আমরা বাঁধ দেব না, আগরতলা সহরে বাঁধ দিতে হবে না, এটা কোন কথা না। মাননীয় সদস্য মন্তব্য করেছেন যে আগরতলায় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তাতে লোকের কষ্ট হচ্ছে। বাঁধ না দিলে কি হত? বাঁধ না দিলে কি তাদের কষ্ট দূর হয়ে যেত? তাতে হয়ত লোকের কষ্ট আরও বাড়ত। কাজেই যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার জন্য বিভিন্ন Committee করে assessment করা হয়, Deptt এর মাধ্যমে assessment করা হয় এবং তা করেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় আপনারা যে assessment এর কথা বলছেন সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। বিভিন্ন কমিটি যারা এই সব assessment করতে পারবেন এবং technical expert রয়েছেন যারা এই assessment গুলো করে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবেন।

Mr, Speaker :— I would now call on Sri Promode Ranjan Das Gupta,

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— মাননীয় Speaker মহোদয়।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Member to be brief.

Shri P. Das Gupta : মাননীয় Speaker মহোদয় যে পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান। কাজেই এটার মধ্যে যাতে কোন ত্রুটি না আসে তার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। এটা একটা secred promise to the people বলে আমি মনে করি। তারজন্যই যে target আছে, সে target এ পৌঁছাবার জন্য আমরা assessment এর মাধ্যমে পরিকল্পনা

গ্রহণ করি। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে সেই target-এর কাছেই আমরা পৌঁছাতে পারি না এবং এমন কি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে মনোমত কাজ গ্রহণ করেছি, আজ ৪র্থ পরিকল্পনা এসে পড়েছে কিন্তু তার কাজও যে এই পরিকল্পনায় করার ব্যাপারে কোনখানে জানি দোষ এবং ত্রুটি আছে। কারণ দোষ-ত্রুটি সেখানেই থাকে যখন পরিকল্পনা করার সময়ে বাস্তবের উপর ভিত্তিকরে পরিকল্পনা নেওয়া না হয়। যেমন Agriculture সম্পর্কে একটা কথা, যে কথাটা হল Ration card বেড়েছে, population বেড়েছে। কিন্তু আমি সেই দৃষ্টিতে এ কথা বলব না; আমি বলছি এ কথা যে per acre, উৎপাদন বেড়েছে, না ফসল বেড়েছে। বহু জমি আমরা আবাদে এনেছি এবং জমির পরিমাণ বেড়েছে, তাই ফসলের পরিমাণ বেড়েছে বলে বলা যেতে পারে। কিন্তু এটা দেখতে হবে যে per acre production বেড়েছে কিনা। সেখানে যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে দেখব যে টাকা আমরা কৃষিকার্য্যে নানাভাবে ব্যয় করেছি, সেটা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে এই জন্য যে প্রথমতঃ আমরা জমির অবস্থা, কৃষকের অবস্থা, বিভিন্ন ধরণের কৃষক—যথা poor, middle, rich এই তিন ধরণের যে কৃষক তাদের অবস্থা, তাদের indebtedness এর জন্য তারা জমির উৎপাদন বাড়াতে পারে কিনা পারে, সেই সব দিক দিয়ে কোন সময়েই দৃষ্টি দেন নাই। বলা যেতে পারে যে আমাদের expert আছে কিন্তু তাদের কৃষকের সাথে কোন রকম সহযোগিতা নেই, জমি এবং সারের সাথে কৃষকদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে যে একটা পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন; সেই অনুভূতি ত্রিপুরায় দেখা দেয়নি দেখা যায়নি এবং এটাই পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ। এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে expert তাদের common sense এর training দেওয়া দরকার। Common sense এর training দেওয়া দরকার এই জন্য যে তারা দো-তালায় বসে কাজ করে। কাজেই দো-তালায় বসে তারা কৃষকদের চোখের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না এবং তার জন্যই আমাদের উৎপাদন বাড়ছে না।

মাননীয় Speaker Sir, এখানে আমাদের মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ চতুর্থ পরিকল্পনায় শেষ হয় কিনা তাতে সন্দেহ আছে। আজকে আমি এখানে একথা বলছি এজন্য যে ত্রিপুরায় খাদ্যের এই অবস্থার দায়ী আমাদের পরিকল্পনার দোষ ত্রুটি। আমাদের টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি যেখানে নাকি বহু টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেখানে যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কম টাকাও খরচ করা হত তাহলে জমির উৎপাদন অনেক অংশে বৃদ্ধি পেত। ছোট ছোট বাঁধ, ছোট ছোট irigation দ্বারা এগুলি করা সম্ভব। ... ... ছোট ছরাগুলি যারা ত্রিপুরায় ২০।২৫ বৎসর ধরে আছেন তারাও জানেন যে এগুলি ভর্তি হয়ে গেছে। তার জন্যই জল যখন নামছে তাকে catch up করার কোন ব্যবস্থাই নেই। তার জন্য ছরার অনেক জমি flooded হয়ে যাচ্ছে, বালুতে ভরে যাচ্ছে। আমরা যখন এ সব কথা Engineering Deptt কে জিজ্ঞাসা করি তখন তারা বলে ৫০০, ১০০০, ২০০০, হাজার ব্যয় করে কোন irrigrtion করার কোন ব্যবস্থা নেই। ২০,০০০ টাকা ৩০,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা ১,০০,০০০ টাকা, খরচ করে irrigation হবে এবং তার জন্য expert দরকার, Engineer দরকার। Irrigation Engineer এর আবার অভাব। আমি সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, পরিকল্পনা কি করে ব্যর্থ হয়। কেন হয়? আর এই জন্য যে, যেখানে আমাদের বড় বড় Engineer, কিংবা irrigation expert এর অভাব সেখানে ছোট ছোট পরিকল্পনা গ্রহন করি না কেন? আমি B. D. O. Block সম্বন্ধে বলব। আমি জানি

B.D.O. রা কি পরিমান সেই বীজ দেখেন এবং শুধু কৃষকদেরে বলছেন জাপানি প্রথায় চাষ কর। কিন্তু জাপানি প্রথায় চাষ করবার যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন সেটা কতদূর আছে? আমি জানি তারা উপযুক্ত মেশিন পায়না। সিরি দেওয়ার ভিজা সার দেওয়ার কোন বাবস্থা তাদের শেখানো হচ্ছে না। বলছে কেবল জাপানি প্রথায় চাষ কর, শুধু Report বেরোচ্ছে যে আমরা এত একর জাপানী প্রথায় চাষ করেছি, কিন্তু কি পরিমান চাষ বাড়ছে, কি বাড়া উচিত ছিল তার হিসাব করলে দেখা যাবে আমাদের B. D. O রা কোন নজরই দিচ্ছেন না। তাই আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরার অনেক টিলা জায়গা আছে, [illegible] আমরা Cash crop করতে পারি এবং Cashewnut করতে পারি এবং তার [illegible] Market [illegible] হবে। আমি যতটুকু জানি এই ত্রিপুরাতে [illegible] deptt এর সহিত [illegible] এবটা Department এর কোন Co-operation নাই কাজেই এখানে কোন পরিকল্পনা [illegible] হতে পারে না। Industry deptt এর সাথে Agriculture এর কোন রকম Co-operation নাই, [illegible] Agriculture [illegible] পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছে Industry র সেই রকম কোন পরিকল্পনা নাই, [illegible] যে আর একটার পরিপূরক সে জিনিষটা হচ্ছে না। [illegible] জিনিসটা, আমাদের দেখা দরকার। আজকে বিধান সভা হয়েছে, কাজেই আমাদের দেখা দরকার [illegible] পরিপূরক [illegible] একটা হচ্ছে কিনা এবং সেই সব ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে দূর করে পরিকল্পনা [illegible] হয় তা দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে আমি [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমরা অনেক সময় Revenue Collection এর [illegible] Collection করতে হবে, যদি না হয় তাহলে তোমার অবস্থা [illegible] হবে [illegible] transfer হবে তুমি কাজের জন্য censured হবে। আমাদের B D O Decon[illegible] দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ। এমন দায়িত্ব দেওয়া উচিত যে তোমার production [illegible], তোমার [illegible] এত টাকা যদি খরচ হয় এবং তাতেও যদি production না বাড়ে তবে you will be censured। কাজেই আমি বলতে চাই যে এখানে B. D. O. ও V L. W রা শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে কোন কাজই করে না, তাদের B. D. O. না বলে C. D. O, Community Development Officer বললেই ঠিক হয় ভাল হত তারা যাত্রাগান, থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সত্যিকারের উৎপাদনের ব্যাপারে কোন সাহায্য করে না। মন্ত্রীরা আসলে সাথে সাথে Meeting এ যায়, আমি জানি না মন্ত্রীরা সেখানে উৎপাদনের ব্যাপারে তারা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন report পান কিনা। আমার কথা হচ্ছে যে scientific basis ও outlook নিয়ে assessment করা উচিত। সেইজন্য ৩য় পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের অগ্রসর করা উচিৎ এবং এইজন্যই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

Shri Sukhamoy Sengupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে প্রস্তাব Assessment করার জন্য এনেছেন সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে এ প্রস্তাব আমার কোন

প্রয়োজন ছিল না, কারণ এক Planএর পর যখন আরেক Plan আরম্ভ হয় তখন তার আগের Planএর Assessment করেই পরবর্তী Planকে করা হয়। এখানে যখন Plan করা হচ্ছে, Ist plan, 2nd plan, 3rd plan & 4th planও হবে, তখন তার একটা মোটামুটি Assessment 4th planএর আগে নিশ্চয়ই হবে এবং তার basisএ এই 4th plan হচ্ছে। প্রশ্ন হল planning করতে গিয়ে বিশেষ করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি আছে, বাস্তব অসুবিধা, সেটা মনগড়া অসুবিধার কথা বলছি না। বাস্তব কতগুলি অসুবিধা আছে সে অসুবিধাগুলোর সম্পর্কে আমাদের সম্যক অবহিত হওয়া দরকার এবং আমি বিশ্বাস করি মাননীয় সদস্য যারা রয়েছেন বিরোধী পক্ষে তাঁরাও সেই অসুবিধাগুলোর সম্পর্কে সচেতন। যেমন একটা কথা আমি বলছি যে আমাদের 3rd Plan যখন করা হয় তখন তার লোক সংখ্যার একটা census ঠিক করে করা হয়। কারণ planটা প্রধানতঃ লোক সংখ্যার basisএ করা হয়, তার কি requirement হবে, কিভাবে তার Income বাড়তে পারে। সেইভাবে 3rd plan করা হয়েছে এবং সারা ভারতবর্ষেই Census এর উপর নির্ভর করে সেই plan করা হয়। 3rd plan যখন করা হয় তখন সেইটার basis ছিল 1951 census এবং 1951 এর census এর উপর ভিত্তি করে সেই plan করা হয়েছে। এর মাঝখানে আর একটা census হয়ে গেছে, তখন হয়তো 4th Plan যেটা আমরা করতে যাব সেটা 1961 এর basis এ হবে। কিন্তু 3rd Plan টা ছিল 1951 এর census এর উপর। কাজেই সেই 1951 এর basisএ যেটা করা হচ্ছে তার মধ্যে কিছু বাড়তি population ধরে অর্থাৎ কয় বছরে কতখানি বাড়তে পারে তার হিসেব ধরে 3rd Plan করা হয়েছে। 2nd plan এর সময় ছিল না। 3rd plan এর সময় সেটা করা হয়েছে। আমাদের এই ত্রিপুরায় plan করার যে কতগুলোর অসুবিধা সে অসুবিধাগুলো প্রথমতঃ আমি টাকা পয়সা বা অন্য কোন দিক থেকে বলছি না। আমি বলছি যে আমরা একটা plan করতে যাচ্ছি, এত লোকের basisএ আমরা plan করবো, এত লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করবো, এত লোকের উন্নতি, standard of living বাড়াবো। হঠাৎ করে আমরা দেখি যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক সেই plan period এর মধ্যে এসে যায়। তখন এটা স্বাভাবিক যে একটা Govt. চুপ করে বসে থাকতে পারে না এবং একথা বলতে পারে না যে আমরা plan করেছি এত লোকের, আর বাইরে থেকে যে লোক এসেছে তাদেরে আমরা খাওয়াবো না, পরাবো না তাদের জন্য কোন চিন্তা করবো না। এ কথা বলা চলতে পারে না। তখন plan এ হয় কাট ছাট করতে হয় বা আরও বাড়তি টাকা প্রভিশান করা যায় কিনা তার জন্য সচেষ্ট হতে হয়। ত্রিপুরার plan করতে গিয়ে Agricultural products এর উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। Agricultural production বাড়াবার জন্য এবং মাননীয় সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে production বাড়ছে। Production বছরের পর বছর বাড়ছে। আমি Figure দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি। মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছেন যে এ সব Figure দেওয়া তার দরকার হবে না। সে সমস্ত কাহিনীর মধ্যে না যাওয়াই ভাল। Agricultural production এর জন্যে আমাদের এখানে Ministry হওয়ার পরে অর্থাৎ আমাদের Assembly হওয়ার পর

পরে এই Agricultural production বাড়াবার জন্য চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করার সময়ে আমরা দেখলাম, আমরা যেভাবে নূতন জায়গায় intensive drive দিতে যাব Agriculture এর জন্যে, হঠাৎ করে flood এলো, flood এসে আমাদের সমস্ত চেষ্টা বানচাল করে দিল। এটা সরকারের উপর নির্ভর করে না। যারা Agriculturist, যারা পরিশ্রম করছে, যারা মনে করে যে দেখা যাক চেষ্টা করে, গায়ের খাটুনী দিচ্ছে, তারা যখন দেখে যে floodএ সব ভেসে যায় তখন ঠিক উৎসাহটা আর তাদের থাকে না যে কেন, কিভাবে কিসের নির্ভর করে আমরা production করতে যাব। এই যে অবস্থা তারউপর technical hands এর উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। Assembly হয়েছে, আগেও বলা হয়েছে যে আমাদের সব কিছু বাইরের উপর নির্ভর করতে হয়। Technical man না পেলে আমরা এখানে যে কোন Agriculture Production বলি, Flood control বলি, যে কোন জিনিষই, আমরা কিছুই করতে পারছিনা। Flood Protection আমাদের ত্রিপুরার যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন, যদি আমরা লোক সংখ্যার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম, তাহলে আমাদের Planningটি ঠিক সেই ভাবে অগ্রসর করে নিতে পারতাম। কিন্তু সব সময় যেন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আমাদের থাকতে হয়। Flood এর জন্য আমরা একদিকে plan করব অন্যদিকে Flood এসে যায়। এখন flood control করা immediate necessary. Flood Control করতে গিয়ে 1951এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে যত কোটি টাকাই দেওয়া হৈক না কেন, সেটা কখনও কার্যকরি করা যায় না, যায় না যতক্ষন পর্যন্ত Technical hand না আসে। আমাদের এই ত্রিপুরায় একটি মাত্রই Unit, flood protection এর জন্য। সেই Unit এর পক্ষে সম্ভব নয় সমস্ত river গুলিকে Survey করে একটা details report দিতে পারে যেটাকে basis করে আমরা flood control measures নিতে পারি। যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি এবং সেই ভাবে অগ্রসর হয়ে চলছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সম্পর্কে বলেছি, আলোচনা করেছি কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার একটা sanction করেছে, এখন পর্যন্ত লোকজন আসেনি। একটা sub-unit তারা ঠিক করেছে। এখন এর মধ্যে প্রশ্ন আছে। আমি কেবল difficulty দেখলি আছে, যেগুলি আমরা করতে যাচ্ছিলাম, সেগুলি আলোচনা করেছি। কি করতে পারছি বা না পারছি সেগুলি পরে আলোচনা হবে। এখানেও difficulties দেখা দিল যে আমরা যদি গোমতী নদীর flood বন্ধ করতে যাই যে কারণে ডম্বুর Scheme গ্রহণ করা হয়েছে, একদিকে হল গোমতী ভেলির flood control করবে আর একটা হল যে এখান থেকে Power পাওয়া যাবে। এখন flood protection এর জন্য যে unit হয়েছে এখানে, আজকে আমরা যদি ডম্বুরের কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার Technical hand করে দিবেন তার উপর নির্ভর না করে যদি অন্ততঃ প্রাথমিক কাজগুলি আমাদের করতে হয় তাহলে আমরা দেখছি আমাদের এই unitকে সেখানে engage করে রাখতে হবে। তার ফলে অন্যান্য নদীর flood protection এর যে প্রশ্ন রয়েছে স্বভাবিতই সেইগুলি দেরী হয়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল এই অসুবিধা গুলিকে আমরা কি করে দূর করতে পারি। এই অসুবিধা দূর করার, যেটা আমাদের হাতে নেই সেটা সম্পর্কে চিৎকার করে আলোচনা করে কোন ফল হবে না। সেটা সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যত খানি সচেতন আমরা সরকার পক্ষে যারা আছি আমরা ও সচেতন এবং এই জন্য যতটুকু করার তা আমরা করেছি।

Road Construction বা এখানকার P. W. D. র work এর মধ্যে কতগুলি difficulties রয়েছে। সেই difficulties গুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। Bridge Construction এ আমরা কি অসুবিধা feel করেছি সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ Asstt. Engineer দের কথা বলা হয়েছে। এখানে ছেলেরা যারা পাশ করে আসে তাদের যে আমরা রাখতে পারি না সেটা সত্যি। এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। সত্যি বলে আমরা চুপ করে বসে নেই। আমরা এটার জন্য চেষ্টা করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন দফায় আমরা আলোচনা করেছি তার ফলে আমরা আজকে একথা বলতে পারি যে আমাদের এখানকার Asstt. engineer যারা, যারা পাশ করে আসছে তাদেরকে আমরা appointment দিতে পারব। সেই appointment এক বৎসরের জন্য হবে। এক বৎসর পর U. P. S. C. যাবে। U. P. S. C থেকে Selected হয়ে এসে Permanently appointment হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে একটা Public Service Commission কেন গঠন করা হয় নাই। আমরা ভুলে যাই যে, আমরা একটা Union territory র মধ্যে আছি। আমরা ভুলে যাই যে, আমরা একটা Public Service Commission করব কার জন্য, কয়জনের জন্য। এখানে আমরা একটা Public Service Commission করে Engineer দের জন্য advertise করলাম কিন্তু; সেও বাহির থেকে আসবে। কাজেই U. P. S. C. করাই সমস্যার সমাধান নয়। সমস্যার সমাধান হল পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের ছেলেদের যে Training দিয়ে আনছি তাদিগকে যেন আমরা gradually এখানে employment দিতে পারি এবং তাদেরে দিয়ে যারা বাহির থেকে deputation এ আসছে তাদের জায়গা পূরণ করতে পারি। এই প্রসঙ্গ বিভিন্ন Deptt. নিয়ে আলোচনা হয়েছে। Irrigation Eng সম্পর্কে উত্তর দিয়েছি Student যারা আছে তাদের সম্পর্কেও বলেছি। এখন rehabilitation scheme সম্পর্কে বলতে পারি যে Co-operative যেগুলি করা হয়েছিল তার অনেকগুলিই non-functioning এবং যে টাকা আমরা Cooperativeগুলিকে দিয়েছিলাম এবং যে ফল আশা করেছিলাম সেই ফল পাওয়া যায় নাই। সেই জন্য আমরা সমস্ত Co-operativeগুলিকে নূতন ভাবে সাজাতে চাচ্ছি। আমরা চিন্তা করছি। সেটা হল কিভাবে Co-operativeগুলি organize করতে হবে। প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত area ধরে এক একটা Co-operative করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে আমরা চিন্তা করছি। যাতে একটা area এর মধ্যে এক ভাবে এক সঙ্গে পঞ্চায়েত এবং Co-operative চলতে পারে, অগ্রসর হতে পারে সে দিকটা আমরা চিন্তা করছি এবং তাতে অনেকগুলি unit হয়ে যাবে Co-operative এবং যেগুলি আজকে ছোট ছোট unit আছে সেগুলি কাজ করতে পারছেনা কারণ তাদের Capital নাই। যারফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা কাজ করতে পারছেনা। সেই দিক চিন্তা করে আমরা আজকে Co-operativeগুলিকে re-organise করার চেষ্টা করছি। Agricultural production সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে শেষ করছি। Agriculture সম্পর্কে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা যে সমালোচনা করেছেন সেই সমালোচনা করতে গিয়েও তারা বলেছেন যে Production বাড়ছে। এখন এই Productionকে বাড়াবার জন্য আমরা কি করতে পারি? কতটুকু করতে পারি? সে সম্পর্কে আমি সাধারণভাবে একটা কথা বলছি যে কিছুদিন আগে আমি B.D.O. এবং Block অফিস যারা President আর মধ্যে পঞ্চায়েতের

কয়েকজন সদস্যও ছিলেন, তাদের সঙ্গে একটা আলোচনা করেছি। আলোচনা করার পর যে কথাটা ওনারা বলেছেন যে টার্গেট নেই। টার্গেট দেওয়া হয়না কিংবা টার্গেট অনুযায়ী কাজ হয়না, সেইটা এবার আমরা একটা টার্গেট করে দিয়েছি এবং প্রথমত বোরো ধানটি যাতে একটা target অনুযায়ী হয় তার একটা target আমরা বেধে দিবার জন্য B. D. O কে ভার দিয়েছি। যদি target মত ধান উৎপন্ন হয় তবে আমরা আন্দাজ করেছি যে ২॥০ (আড়াই) লক্ষ মণ বোরো ধান এবার হতে পারে। তাতে সেখানে বুড়, আগে হত খুব limited যেখানে দুই ফসল হত সেখানে বোরো করার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, irrigation করে এবং fertilizer ইত্যাদি ব্যবহার করে Production এর একটা target আমরা স্থির করে দিয়েছি। আশা করা যায় যে যদি মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এদিকে একটু দৃষ্টি রাখেন তবে যে Production drive আমি মনে করি সেটা successful না হওয়ার কোন কারণ নাই।

জাপানী প্রথা সম্পর্কে একজন মাননীয় সদস্য আলোচনা করেছেন, এটা সত্যি কথা জাপানী Production বাড়ানের জন্য যে কমিটি Block এ গঠন করা হয়েছিল, তার কাজ যতটুকু অগ্রসর হওয়ার কথা ততটুকু হয়নি এবং যেখানে V. L. Wরা বা Block Committee interest নিয়েছে এবং কাজ করেছেন যেখানে দেখা যে সত্যি সত্যি Production বাড়ে এবং আমি এবার শুনেছি যে সেখানে প্রতি একরে ৫৫ মণ ধান উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যিনি এ বিষয়ে সমালোচনা করেছিলেন উনার এলাকায়ই এ ফসল ফলেছে (Interruption from opposition এখন আমি অনেকটা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। যদি figure এর দরকার হয় figure দিতে পারব। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে যখন শুনেছি যে figure এর দরকার নেই, figure দিয়ে বুঝিয়ে দিলে চলবে না। আমি মোটামুটি এ জিনিষটাই বলতে চাই যে আজকে এখানে Assembly হয়েছে। আমরা আশা করি এবং এই আশ্বাস আমরা Assemblyকে দিতে পারি যে 4th plan করবার সময়, 3rd plan এর যে Assessment এবং সেটা কি ভাবে re-orient করা যায়, কোন scheme যদি নূতন ভাবে আনতে হয় যেটা প্রয়োজন তবে আমি মোটামুটি যেটা স্থির করেছি সেটা হল Industryর উপরে আমরা জোর দেব, আর agricultureএর উপর জোর দেব। তার কারণ হল 3rd planএ Industryতে আমাদের যে scheme রয়েছে, সেগুলিতে production scheme খুব বেশী নেই। তাছাড়া 3rd planএ practically production scheme খুব বেশী ছিল না। সেখানে ছিল training and survey ইত্যাদি। এর দ্বারা যাতে আমাদের দেশে skilled labour, skilled men তৈরী হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ আমাদের দেশে Industryর কথা কেউ কোন দিন শুনেনি। Industry কি রকম হবে, না হবে সে সম্পর্কে কারও তেমন ধারণা ছিল না। সে জন্য আমাদের পরিকল্পনার কাজের 3rd plan এ এসে আমরা চিন্তা করছি যে আমাদের এই ত্রিপুরা Industry ছাড়া বাঁচতে পারবে না। ত্রিপুরার employmentএ অন্য কোন scope থাকবে না। এ জন্য আমরা Industryর উপর জোর দিয়েছি এবং এই হাউসে আগেও বলা হয়েছে যে এর মধ্যে ৩।৪টি Industry আমাদের এসে যাবে, আমরা অন্ততঃ তার কাজ আরম্ভ করতে পারব। Planning সম্পর্কে বলতে গেলে কতগুলি factor দরকার। সেটা শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, আমি এখানে general wayতে বলছি। Factor হল একটা দেশের মধ্যে শক্তি

রক্ষা করতে হবে, শান্তি যদি না থাকে তাহ'লে planning হতে পারে না এবং planning কার্য্যকরী হতে পারে না এবং সেই target এ পৌঁছা যাবে না। এটা ভারতবর্ষের কথা, এটা শুধু ত্রিপুরার কথা নয়। আজকে হয়তো আলোচনাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে Chinese aggression এবং Chinese এরা আমাদের দেশের উপর আক্রমণ করছে, সেই আক্রমণে তারা আমাদের জমি দখল করছে, এটা বড় কথা নয়। দখল করছে এবং কোথায় সে আঘাত করছে সে কথাটা আমাদিগকে প্রথম বুঝতে হবে। আমি এখানে কেউ Chinese agent আছেন, সে কথা বলতে চাই না। আমি বলতে চাই যে আমাদের ভারতবর্ষের উপর এই আক্রমণের লক্ষ্যটা কি ? একদিকে তারা জমি দখল করছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল মনে করে আক্রমণ করে আমাদের আত্ম সম্মানের উপর আঘাত করেছে। সবচেয়ে বড় হচ্ছে তারা আঘাত করেছে আমাদের পরিকল্পনার উপর, সে পরিকল্পনা দ্বারা যে সকল খাতে আমরা টাকা রাখতে চেয়েছিলাম, এবং যে সকল খাতে টাকা ব্যয় করে আমরা দেশের মানুষের উন্নতি করতে চাইছি, সে টাকা যাতে উন্নতির পথে ব্যয় না হয়ে দেশের defence ইত্যাদি খাতে ব্যয়িত হয়, সেই জন্যই তারা আঘাত করছে এবং আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে তারা একটা atom বোমা ফাটিয়েছে। সেই বোমা হাতে নিয়ে এরা ভারতবর্ষকে দখল করতে পারবে একথা আমি বিশ্বাস করি না। কাজেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা যে পরিকল্পনা করছি মানুষের উন্নতির জন্য, standard of living বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি সেগুলিকে তারা আঘাত করতে চাইছে। সেই আঘাত তারা করেছে, আপনারা জানেন। যে আজকে আমাদের ৩০০ কোটি থেকে হাজার হাজার কোটি চলে গেছে defence এর খাতে। সেটা আমাদের অন্য খাতে আয় হয়ে আসতে পারে। এই সঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যদি কোন অভ্যন্তর ভাগে কোন প্রকার গোলমালের সৃষ্টি হয় কিম্বা একদল লোক মনে করে যে এখানে কোন প্রকার যদি crisis বা chaos সৃষ্টি করা হয় তাহ'লে কোন প্রকার planning হতে পারে না। যে planning নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায় সে কার্য্যকরী হবেনা। সে জন্য আমি মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে planning টাকে কার্য্যকরী করবার জন্য Govt level থেকে যে রকম চেষ্টা করা হচ্ছে তাঁরাও যেন সে রকম ভাবে সচেষ্ট হন যাতে শান্তি রক্ষিত হয়, সমস্ত দেশের মধ্যে। আমাদের ত্রিপুরা অত্যন্ত backward সে হিসাবে আমাদের এদিকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় মনোযোগ না দিয়ে, আমাদের এদিকে অগ্রসর হওয়া দরকার। Backwardness সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে কথা বলেছেন আপনারা জানেন— please give me 5 minutes more.

Mr Speaker :— Alright I am giving you 5 minutes more time.

Shri S M. Sengupta :— ত্রিপুরার Backwardness সম্পর্কে যে কথা এখানে আলোচনা হয়েছে তা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নিশ্চয় জানেন যে ত্রিপুরার একটা অঞ্চলকে আমরা শুধু backward বলি না। Plan যখন করেছি এবং Planning Commissionএর সাথে যখন আলোচনা হয়, এবং সেখানে যে report আমরা দিয়েছি যার উপর basis করে আমরা 1st, 2nd & 3rd plan করেছি তাতে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা backward ধরে plan করেছি এবং এত টাকা আসছে ঐ backwardnessএর জন্য। কাজেই মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যা বলেছেন তা ঠিক নয়। ত্রিপুরার backwardness এখনও আছে এবং সেই অনুসারে 4th planও

করা হবে। আর টাকা ফেরত যাওয়ার যে প্রশ্ন আছে, সেগুলি আমি কাগজ পত্র দেখিয়ে বলতে পারি। 3rd plan সম্পর্কে আমি এখানে মোটামুটি আপনাদিগকে বলতে পারি, তাতে আমাদের বরাদ্দ ছিল ১৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা. তার মধ্যে আমরা ১৯৬১—৬৪ সালে খরচ করেছি ৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, আর মার্চ অবধি যে period রয়েছে তাতে খরচ করতে পারব ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। 3rd planএ final year যেটা আছে তাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। তাতে totalএ গিয়ে ১৬ কোটি টাকা থাকছেনা। totalএ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৭ কোটি টাকার উপর। প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা আমরা বাড়তি খরচ করছি 3rd planএ। টাকা ফেরত যাওয়ার যে প্রশ্ন সেটা এখানে উঠতে পারে না। কাজেই এদিক থেকে আমরা গর্ব অনুভব করি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতাদের একটু কথা শুনতে বলি যে আজকে Tribal welfare এর জন্য যে কাজ Govt থেকে করা হচ্ছে তার ফলে আজকে বিভিন্ন জায়গায় tribal দের মধ্যে একটা জাগরণ এসেছে যার ফলে আজকে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন যে এদের হাতের ভিতর বড় একটা বরে রাখা যাবে কিনা। সেই জন্যই আজকে সময় অনেক রকম সমালোচনা করা হয় এবং এগুলো বাস্তবের কথা, এগুলো গণতান্ত্রিক কথার কথা। মাটি যে আলগা হয়ে যাচ্ছে সে কথা তারা জানেন এবং জানেন বলেই আজকে এই চিৎকার, চৈ চৈ করেন।

Mr Speaker — I request the Hon'ble Minister, time is short.

Shri S M Sengupta — আমি শেষ প্রায় করেছি, তবে আরো বললেও বোধ হয় চলবে।

Mr Speaker — I would call on Shri Atiqul Islam only for five minutes.

Shri Atiqul Islam — মাননীয় Speaker Sir আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে 3rd planএ আমাদের কি কি কাজ করার কথা ছিল, তাদের কতগুলি করতে পারি নাই এবং কোথাকার টাকা কোথায় আমরা diversion করলাম এবং কেন যে করলাম কি অসুবিধার জন্যই বা করলাম সবটা জিনিষের একটা হিসাব নিকাশ করা। কিন্তু সেইটা আমরা জানতে পারি নাই। আমরা জানতে চাই যে যখন আমরা plan করি তখন আমরা বলেছিলাম যে ২০টি Bridge করব। এখন বলছি যে ৫টি Bridge আমার under consideration এ আছে, একটা আমি Complete করেছি। যখন নাকি আমি 3rd plan করি তখন নিশ্চয়ই আমি হিসাব করেছিলাম যে আমার internal resources কি, আমি বাহির থেকে কি পাব, আমার কি আসবে বা কি আসবে না সবটার একটা হিসাব নিকাশ করে আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি ২০টি Bridge 3rd plan এ করব। এর যে তারপর ঘটনার পরিবর্ত্তন হল, কেন আমি করতে পারলাম না তার কোন জবাব এখানে পাইনি। টাকা খরচ করা হচ্ছে, হয়ত এক Deptt. এর টাকা, এক খাতের টাকা আর এক খাতে Diversion করে নিয়ে নেওয়া হল, টাকা আমি খরচ করে ফেললাম। কিন্তু যে Bridge আমার কথা ছিল সে ব্রীজ হল না। কিন্তু কেন হল না কি অসুবিধা ঘটল তা বলা হয়নি। আমাদের Motor factory করার কথা ছিল 3rd plan এ, আমরা করিনি। আমাদের Cold storage করার কথা ছিল তা করা হয়নি, অনেক School boarding আজকে Boarding হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে School হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা নাকি Girls' boarding ছিল বোম্বাইতে বা অন্যান্য স্থানেতে সেখানে তা আজ Boarding হিসাবে নেই। স্কুল হিসাবে

ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন যে করা হচ্ছে, কি অসুবিধায় করা হল তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। Second plan এতে আমাদের আগরতলা শহরে Water works করার কথা ছিল, সেটা 2nd plan এর Programme, আজকে 3rd plan শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের Water work plan এখনো অগ্রসর হয়নি, কবে যে হবে তার কোন পাত্তা আমার অন্তত জানা নেই। কখন যে এটার কি হবে না হবে, 2nd plan এর কাজ 3rd plan চলছে, 4th plan এ যাবে তারপরও হয়ত আগরতলা শহরে জল আসবে না। কাজেই তার কি অসুবিধা, কেন, কি হল, কেন তা হল না, তার একটা হিসাব নিকাশ আমাদের এখানে করা প্রয়োজন। অতীত থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগোতে চাই, তা না হলে পরে এগোনো যায় না। আমি যতদূর জানি, আমাদের এখানে Land utilisation এর হিসাব নিকাশ করার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের land reclamation এর কোন Programme নেই। কাজেই এগুলি সম্পর্কে আমাদের……

Shri S. M. Sengupta, Minister .— Figure এ আছে তাতো আমি দেখি।

Shri Atiqul Islam :— ধন্যবাদ, যদি থাকে। আমি জানি 3rd plan এ আমাদের এখানে একটা Motor Factory করার কথা ছিল, Motor Factory টা করা হয়নি, আমাদের একটা Cold storage করার কথা ছিল তা করা হয়নি আমাদের এখানে Calendering এবং designing করার কথা ছিল তা করা হয়নি। কাজেই এমন অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের 3rd plan এ করার কথা ছিল কিন্তু কেন করতে পারেনি। কি Difficulty তারই একটা Assessment আমরা এখানে বসে করব না, Assessment করার একটা পদ্ধতি নিশ্চয়ই আমাদের বের করতে হবে। কিন্তু তা আমরা বের করতে পারি না কাজেই আমার মনে হয় আমার প্রস্তাবের যে গুরুত্ব সেটা রয়ে গেছে এবং সেই দিক থেকে আমার সেই প্রস্তাব এখন House এর সামনে রাখছি।

Mr Speaker :— The discussion is over. Now I would put the motion to vote. The question before the House is "In view of the fact that the Govt. of Tripura is, making preparation for the drafting of the 4th five year plan, this Assembly is of the opinion that a proper review and assessment of the works done so far under the 3rd Five year plan will form a sound basis for the fourth plan."

As many as are of that opinion will please say, "Ayes"—voices-"Ayes."

As many as are of Contrary opinion will please say "Noes"—voices-"Noes".

"Noes" have it "Noes" have it.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday the 28th December 1964